পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

 কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 119 Tuesday, 31 March, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১১৯ সংখ্যা ❋ ১৬ চৈত্র ১৪৩২, মঙ্গলবার, ৩১ মার্চ ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘বিজেপি, ভোট দিলে আর মাছ-মাংস খেতে পারবেন না’

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাঁশকুড়া ও বেলদা, ৩০ মার্চঃ পাঁশকুড়ার সভা থেকে ফের একবার বিজেপিকে সরাসরি আক্রমণ শানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি একটাও আসন পেলে তাঁরা বাংলার মানুষের সবকিছু কেড়ে নেবে, তাদের খাওয়া বন্ধ করে দেবে। সোমবারের সভা থেকে একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রীর গলায় শোনা গেল সংখ্যালঘুদের কথা। তাঁর আবেদন, প্রার্থী সংখ্যালঘু হলেও যেন ভোটাররা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেন। নিজে বাঁচো এর অন্যকে বাঁচতে দাও, এই মন্ত্রের কথা শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রীর মুখে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমার কাছে সব ধর্মের মানুষ থাকবে। আপনাদের এখানে প্রার্থী একজন সংখ্যালঘু। কোনও মুসলিম তো আমায় প্রশ্ন করেনি মমতা ব্রাহ্মনের মেয়ে, ওকে কেন মুখ্যমন্ত্রী করব। এই আসনে সংখ্যালঘু প্রার্থী হলেও মুখ ফেরাবেন না। মনে রাখবেন, তফশিলিদের জন্য রিজার্ভেশন আছে। তাঁদেরকে রিজার্ভেশনের তুলনায় বেশি আসন দিয়েছি। সংখ্যালঘুদের আসন সংরক্ষণ নেই। তাঁদেরও আসন দিতে হবে। তাঁদের ৩৩ শতাংশ ভোট আছে। আমি হিন্দু হয়ে সবাইকে নিয়ে সরকার চালিয়েছি।’’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, ‘‘সেনায় সব ধর্মের মানুষ থাকে। কিন্তু ধর্ম অন্য জায়গায়, যুদ্ধে নয়। এটা গণতন্ত্র বাঁচানোর লড়াই। সবাইকে নিয়ে বাঁচতে চাইলে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও বিকল্প নেই।’’ মানুষের খাবারের উপর বিজেপি আক্রমণ চালাচ্ছে এই অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমরা না থাকলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ওরা কেড়ে নেবে। ভুলে যান প্রার্থী কে। আমাদের একটা প্রার্থী জেতা মানে আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু, একটাও আসন বিজেপি জেতা মানে ওরা আপনার কাছ থেকে সব কেড়ে নেবে। একটাও আসন জিতলে বিজেপি আপনার খাওয়া বন্ধ করে দেবে।’’ এদিন পাঁশকুরার জনসভা থেকে বিজেপি-কে ‘লুটেরার দল’ বলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘করছে লুট, বলছে ঝুট। দেশটাকে বিজেপি যেভাবে চালাচ্ছে, দু’মাসের মধ্যে ওদের দিল্লি ছেড়ে পালাতে হবে।’’ কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ও এসআইআর করা হয়েছে। জোড়াফুল শিবিরের দাবি, এই ‘বিহার মডেল’ আসলে বাঙালির চিরকালীন খাদ্যাভ্যাস ও অস্মিতার ওপর বড়সড় আঘাত। তৃণমূলের এই প্রচার রুখতে কোমর বেঁধে নেমেছে বিজেপি-ও। দিন কয়েক আগেই বিধাননগরের

ইস্যুতে সুর চড়ানোর পাশাপাশি তিনি সতর্ক করে বলেন, ‘‘বাংলার খাওয়া-পরা বন্ধ করার দল বিজেপি। কেউ যদি ওদের টাকা নিয়ে ভোট দেন, তবে ভবিষ্যতে আর মাছ-মাংস খেতে পারবেন না!’’ তৃণমূলের এই আক্রমণের নেপথ্যে রয়েছে এনডিএ শাসিত বিহার সরকারের একটি সাম্প্রতিক নির্দেশিকা। সেখানে জনস্বাস্থ্য ও ‘শিশুদের উগ্র মানসিকতা’ কমানোর দোহাই দিয়ে প্রকাশ্যে মাছ-মাংস বিক্রি এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে আমিষ পসরা সাজানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি বিজেপি প্রার্থী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়কে দেখা গিয়েছিল সটান হাতে মাছ নিয়ে বাজারে প্রচার করতে। ভোটারদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেছিলেন, ‘‘বাঙালি মাছ-মাংস সব খাবে, তৃণমূলের কথায় বিভ্রান্ত হবেন না।’’ মমতা যখন সোমবার মাছ-মাংস নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করছেন, তার খানিকক্ষণ আগেই হলদিয়ায় ‘বিজয় সঙ্কল্প সভা’ থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান তৃণমূলের এই অভিযোগকে স্রেফ ‘ইস্যুহীন রাজনীতি’ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর পাশে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, ‘‘মমতাদির কাছে আর কোনও কাজ নেই, তাই খাবার নিয়ে রাজনীতি করছেন। কালই আমি নন্দীগ্রামে ছিলাম, সেখানে নিজে মাছ ও ডিম খেয়েছি। বিজেপি নেতা বলে কি আমরা মাছ খাই না?’’ তাঁর দাবি, কাজ করার কিছু নেই বলেই তৃণমূল এখন বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর পাঁশকুড়ার সভায় ফিরে এল ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কথা। তাঁর অভিযোগ, বার বার কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানালেও মাস্টার প্ল্যানের টাকা দিতে অস্বীকার করেছে বিজেপি সরকার। তিনি বলেন, ‘‘দিল্লির জমিদারদের কাছে বার বার আবেদন জানিয়েছি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য। আমি প্রতিবার এখানে আসি বলে আমি জানি, মানুষ কত কষ্টে থাকে। এতদিন বলার পরেও ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান করেনি। আমরা রাজ্যের তরফ থেকে দেড় হাজার কোটি দিয়েছি। কাজ শুরু হয়েছে। কাজ শেষ হলে সারা মেদিনীপুর জেলা উপকৃত হবে।’’ পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে এবার প্রার্থী পরিবর্তন করেছে তৃণমূল। আর তা নিয়েই স্থানীয় স্তরে অসন্তোষ দানা বেঁধেছিল। সোমবার বেলদার ভরা জনসভা থেকে সেই ক্ষোভ প্রশমন করতে মমতা বলেন, ‘‘এখানে আগের প্রার্থীকে টিকিট দিতে পারিনি। অন্যদেরও তো সুযোগ দিতে হয়। কখনও কখনও সংখ্যালঘু বা মেয়েদেরও জায়গা ছাড়তে হয়।’’ টিকিট না পাওয়া ক্ষুব্ধ নেতাদের উদ্দেশে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ‘‘কেউ যদি মনে করেন আজীবন আমি একাই থাকব, তবে সেটা ভুল। দল সকলের জন্য। টিকিট পাননি বলে দলের বিরোধিতা করবেন, তা ঠিক নয়। একটা আসন তো একজনকে ছাড়া দেওয়া যায় না।’’ মমতার এই ‘সবাইকে নিয়ে চলা’র বার্তা অসন্তুষ্টদের মান ভাঙানোরই চেষ্টা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। মমতা যখন বেলদায় নরম সুরে বোঝাচ্ছেন, ঠিক তার ২৪ ঘণ্টা আগে মুর্শিদাবাদের নওদায় ছবিটা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। সেখানে প্রার্থী শাহিনা মমতাজ বেগমের সমর্থনে অভিষেকের সভার আগেই চেয়ার ছোড়াছুড়ি ও হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েছিল দলের দুই গোষ্ঠী। সেই বিশৃঙ্খলা দেখে চুপ করে থাকেননি তৃণমূলের ‘সেকেন্ড ইন কম্যান্ড’। কড়া বার্তা দিয়ে অভিষেক সাফ জানান, ‘‘দলকে চাপে রাখতে কেউ বিশৃঙ্খলা করলে তাঁকে ক্ষমা করা হবে না। মনে রাখবেন, নওদা আসনে প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাকে দেখেই ভোট দেবেন।’’ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মমতা-অভিষেক- দু’জনেরই লক্ষ্য এক, কিন্তু শৈলী আলাদা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই বলে থাকেন, ‘‘২৯৪টি কেন্দ্রে আমিই প্রার্থী, আমার ওপর ভরসা রাখুন।’’ অন্যদিকে অভিষেকও নওদার অসন্তোষের মাঝে নিজেকেই ‘প্রার্থী’ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন।

পুরুলিয়ার সভায় কুড়মি সমাজকে বার্তা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৩০ মার্চঃ আদিবাসী কুড়মি সম্প্রদায়ের ভোট কোন পক্ষে তা নিয়ে জোর চর্চা রয়েছে জঙ্গলমহলে। এর মধ্যেই সোমবার পুরুলিয়ার ঝালদায় প্রার্থীর সমর্থেন প্রচার সভায় হাজির হয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কুড়মি সমাজের দাবি নিয়ে একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসই সোচ্চার হয়েছে বলে এ দিন দাবি করেন অভিষেক। নিজের বক্তৃতায় উল্লেখ করেন, কু।মালি ভাষাকে অষ্টম তফসিলির অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে আবেদন জানানোর বিষয়টিও। এ দিনের সভা থেকে অভিষেকের বক্তব্য, ‘‘আমাদের সরকার চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি পাঠিয়েছে। চিঠির কপি দেখালাম। কুড়মিদের এই দাবি নিয়ে একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস সোচ্চার হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যসচিব এই চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে জানানো হয়েছে,

রাজবংশী ও কুড়মালি ভাষাকে অষ্টম তফসিলি অন্তর্ভুক্ত করে আপনাদের দাবিকে যোগ্য মান্যতা দেওয়ার।’’ বিজেপির সমালোচনা করে অভিষেক বলেন, ‘‘কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। আমি যদি মিথ্যা কথা বলি, যদি জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো বা বিজেপির যে কোনও নেতা তা প্রমাণ করতে পারে, আমি ক্যামেরার সামনে বলছি, আমার বিরুদ্ধে মামলা করুক।’’ উল্লেখ্য, তৃণমূল-বিজেপির পাশাপাশি এ বার ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়ার আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে কুড়মি সমাজের প্রতিনিধিরাও প্রার্থী দেবেন বলে খবর। অভিষেকের দাবি, ‘‘এক বুক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কুড়মি সমাজ আন্দোলন করেছিল। তাদের যোগ্য দাবি ছিল। অজিত মাহাতোরা দিল্লি গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে একদিকে গোপীবল্লভপুরে রাজেশ মাহাতো এবং জয়পুরে বিজেপি সমর্থিত নির্দল প্রার্থী হিসেবে নিজের পুত্রকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তবে আমরা বিভাজনের রাজনীতি চাই না। একতার রাজনীতি চাই।’’ পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডির চড়িদা গ্রাম পঞ্চায়েতে ছৌ মুখোশের সঙ্গে ২০০-২৫০ পরিবার যুক্ত। সেই শিল্পীদের জন্য যদি একটা মার্কেট করার কথা বলা হয়। একই সঙ্গে বান্দোয়ান ও বাঘমুন্ডিতে কোল্ডস্টোরেজ গড়ার আশ্বাস দেওয়া হয় এ দিনের মিটিংয়ে।

‘বাংলাকে জামাতের হাত থেকে বাঁচাতে হবে’

হলদিয়ার সভা থেকে মমতাকে আক্রমণ শুভেন্দু-ধর্মেন্দ্রর

নিজস্ব প্রতিনিধি, হলদিয়া, ৩০ মার্চঃ সপ্তাহের প্রথম দিনেই হলদিয়ায় ‘বিজয় সঙ্কল্প সভা’ থেকে সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু আধিকারী। তাঁর দাবি, নন্দীগ্রামের পাশপাশি এবার ভবানীপুরেও মুখ্যমন্ত্রীকে হারাবেন তিনি। তাঁর আহ্বান, বাংলাকে জামাতের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ হতে দেওয়া যাবে না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, ‘‘আসন্ন নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে কোনও ইস্যু নেই। সেই কারণেই খাবার নিয়ে রাজনীতি করছেন তিনি।’’ সোমবার হলদিয়ায় মনোনয়নপত্র জমা দেবার আগে, সভা থেকে তৃণমূলকে হারানোর ডাক দিয়েছেন তিনি। তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘লড়াইয়ের ময়দানে দেখা ভবানীপুরেও হারছেন। এই সভা থেকেই ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, ‘‘বাংলাকে জামাতের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। সেটার জন্য শুভেন্দুর হাত শক্ত করতে হবে। এবার মমতাদির কাছে কোনও ইস্যু নেই।’’ ধর্মেন্দ্র প্রধানের দাবি, তৃণমূলের কাছে বলার মত কিছু নেই। তাঁরা কোনও কাজ করেনি। সেই কারণেই খাবার নিয়ে রাজনীতি করছেন তিনি। প্রধান বলেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েয় দাবি বিজেপি জিতলে মাছ-ডিম খাওয়া বন্ধ করে দেবে।’’ তিনি মনে করিয়ে দেন রবিবার তিনি নন্দীগ্রামে ছিলেন। বিজেপি নেতা হয়েও সেখানে তিনি মাছ খেয়েছেন এবং তিনি মাছ ও ডিম দুটিই খান। তাঁর অভিযোগ, তিনি মানুষের জন্য কোনও কাজ করেননি। হেরে যাওয়ার ভয়েই বিজেপি প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যা কথা বলছেন।

হবে।’’ তিনি বলেন, ‘‘হলদিয়া সাবডিভিশনে গতবার ২-১ ফল হয়েছিল। আজ আমরা সবাইকে কথা দিচ্ছি এবার ৩-০ করব। তার দাবি, সব বুথে ৫০০ ভোটের লিড থাকবে।’’ শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ হতে দেওয়া যাবে না। জামাতিদের হাতে যেতে দেব না। মানুষ জেগেছে। বাংলাকে বাঁচাতে হবে। ২০২৬ সালের নির্বাচনে তৃণমূলকে বিসর্জন দেওয়ার ডাক দিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘‘মে মাসের চার তারিখে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার হবে।’’ তিনি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁর দাবি, নন্দীগ্রামের মত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানেই না থেমে, চাকরি এবং মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। প্রধানের দাবি, বাংলায় চাকরি চাই, মহিলাদের সুরক্ষা চাই। তৃণমূল সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে তাঁর অভিযোগ, বাংলাকে বাঙালিদের হাতে রাখতে হবে, অনুপ্রবেশকারীদের হাতে নয়। মমতা চান বাংলার শাসন অনুপ্রবেশকারীদের হাতে যাক। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আক্রমণ করতে ছাড়েননি তিনি। পারিবারিক রাজনীতির দিকে আঙুল তুলে তিনি বলেন, ‘‘মমতা শুধু ভাইপোর জন্য চাকরি খুঁজেছেন। শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের সকল মানুষের জন্য চাকরি খুঁজবেন।’’

ভোটের বাংলায় মোদির প্রথম সভার স্থান পরিবর্তন, কোথায় আসবেন প্রধানমন্ত্রী?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ মার্চঃ বাংলায় বিধানসভা ভোটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রথম সভার স্থান পরিবর্তন হল। ভোটের বাংলায় মোদির প্রথম সভা করার কথা ছিল আলিপুরদুয়ারে। ৫ এপ্রিলের ওই সভা বাতিল হল। তার পরিবর্তে ওই দিনই প্রধানমন্ত্রী সভা করবেন কোচবিহারের রাসমেলার মাঠে। পাঁচ দিন পর ফের বাংলায় আসবেন মোদি। ১০ এপ্রিল শিলিগুড়িতে তিনি রোড শো করবেন। গত ১৪ মার্চ ব্রিগেডে সভা করে গিয়েছেন মোদি। বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দেন। পরদিন জাতীয় নির্বাচন কমিশন বাংলায় ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করে। এরপরই জল্পনা শুরু হয়, প্রধানমন্ত্রী কবে বাংলায় নির্বাচনী প্রচার শুরু করবেন। বঙ্গ বিজেপির একাংশ চেয়েছিলেন, রামনবমীতে বাংলায় প্রচার শুরু করুন প্রধানমন্ত্রী। মার্চের শেষেও

মোদি ভোটবঙ্গে প্রচার শুরু করতে পারেন বলে জল্পনা ছড়ায়। শেষপর্যন্ত জানা গিয়েছিল, ৫ এপ্রিল আলিপুরদুয়ারে প্রথম নির্বাচনী সভা করবেন মোদি। প্রথম নির্বাচনী প্রচারের দিন ঠিক থাকলেও সভার স্থান পরিবর্তন হল। তবে আলিপুরদুয়ারে প্রধানমন্ত্রীর সভা কেন বাতিল করা হল, তা নিয়ে বিজেপির তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। বাংলায় এবার দুই দফায় ভোটগ্রহণ হবে। ২৩ ও ২৯ এপ্রিল। উত্তরবঙ্গের সব আসনেই ভোট হবে প্রথম দফায়। অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের আসনগুলিতে ভোটের আর একমাসও বাকি নেই। ২০১৯ সাল থেকে উত্তরবঙ্গ ক্রমশ পদ্মশিবিরের শক্ত ঘাঁটি হয়ে উঠে। একুশের বিধানসভা নির্বাচন ও চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনেও উত্তরবঙ্গে ভালো ফল করে গেরুয়া শিবির। সেই উত্তরবঙ্গেই প্রথম সভা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মোদি। ৫ এপ্রিল কোচবিহারের রাসমেলার মাঠে প্রধানমন্ত্রী কী বলেন, সেদিকে তাকিয়ে সবাই। আবার ওই সভার ৫ দিন পর শিলিগুড়িতে রোড শো করবেন মোদি। ১০ এপ্রিল শিলিগুড়িতে ৩ কিমি রোড শো করার কথা তাঁর।

রাজ্যের সিইও দপ্তরেও এ বার বদল, সরানো হলো ডেপুটি সিইও-কে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ মার্চঃ রাজ্য পুলিশ-প্রশাসনে রদবদল আগেই করেছে নির্বাচন কমিশন। সরিয়ে দেওয়া হয়েছে সিপি-ডিজিপি সহ অনেককে। এমনকী সরানো হয়েছে বিডিওদেরও। আর এবার ডেপুটি সিইও পদে রদবদল নির্বাচন কমিশনের। সরানো হয়েছে সুব্রত পালকে। তাঁকে বদলি করা হয়েছে স্বাস্থ্য-দফতরে। তাঁর জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে রাহুল নাথকে। ভোটের আবহে কমিশনের বড় বদল। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ পাল যখন ফুল বেঞ্চ সমেত কলকাতায় আসেন সেই সময় সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন এই সুব্রত পাল। তিনি ২০১৮ সাল থেকে সিইও দফতরে কাজ করছেন। তবে ভোট যখন একেবারে মধ্য গগনে সেই সময় হঠাৎ করেই গতকাল সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে, নতুন ডেপুটি সিইও

রাহুল আগেও কাজ করেছেন। পরবর্তী সময়ে তাঁকে বদল করে দেওয়া হয়। তবে, সুব্রত পালকে কী কারণে বদলি তা যদিও আলাদা করে বলা হয়নি। তবে প্রশ্ন উঠছে সুব্রতবাবু যখন কমিশনারের দায়িত্বে ছিলেন, এমনকী তাঁর প্রশংসাও করা হয়েছিল। হঠাৎ করে কী এমন হল যে তাঁকে বদলানো হল? উঠছে প্রশ্ন। প্রসঙ্গত, ভোটের আবহে পুরো প্রশাসনে বদল এনেছে কমিশন। রবিবার ৮৪ জন বিডিওকে আগেই বদল করেছে নির্বাচন কমিশন। এর মধ্যে নন্দীগ্রামের বিডিও বদল করা হয়েছে বলে খবর। এর আগেও কলকাতার পুলিশ কমিশনার থেকে শুরু করে রাজ্যের ডিজিপি সকলকেই বদল করেছে কমিশন। বস্তুত, বাংলায় ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। লাগু হয়েছে আদর্শ আচরণবিধি। কিন্তু, কমিশন ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করার আগে রাজ্য পুলিশে বড় রদবদল করেছে নবান্ন। জানা গিয়েছে, এর আগে ২৭ জন ইন্সপেক্টর ও ১২ থানার আইসি-কে বদলি করা হয়েছে।

পেট্রোল পাম্পে ৬০ দিনের জন্য মিলবে কেরোসিন

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চঃ পশ্চিম এশিয়ায় চলমান যুদ্ধের জেরে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সরবরাহে অনিশ্চয়তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ সিদ্ধান্ত। এলপিজির বিকল্প ইন্ধন হিসেবে দেশে যাতে কেরোসিন ব্যবহার করা যেতে পারে তার জন্য আগামী দুই মাস সব পেট্রোল পাম্প থেকে কোরোসিন বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। প্রতিটি পেট্রোল পাম্পে ৫০০০ লিটার কেরোসিন মজুত রাখার যাবে বলে গতকাল রবিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায় কেন্দ্র সরকার। সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম এর আওতায় সুপিরিয়র কেরোসিন অয়েল অস্থায়ীভাবে বরাদ্দ করা হবে। আগামী ৬০ দিন পর্যন্ত বা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত বলবত থাকবে এমনটা জানানো হয়। দেশের ২১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কেরোসিন সরবরাহ করতে উদ্যোগী কেন্দ্র। যেই রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে কেরোসিনের গণবন্টন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেই রাজ্যগুলি থেকে ফের কেরোসিন পাওয়া যাবে এই তালিকায় আছে দিল্লি, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, গোয়া, জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ, চণ্ডীগড়, পুদুচেরি, দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ, নাগাল্যান্ড ও সিকিম।

কেওড়াতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন, চিরনিদ্রায় রাহুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ মার্চঃ এ যেন এক দুঃস্বপ্নের দিন। চোখের জলে চিরবিদায় জানানো হল। পরিবার-পরিজন-ইন্ডাস্ট্রির সদস্যদের মনে এখন কেবল একটাই প্রশ্ন, ‘এত সম্ভব?’ ঘড়ির কাঁটায় তখন ঠিক পৌনে তিনটে। সোমবার দুপুরবেলা বাড়ি ফিরল আদরের বাবিন। সোমবার বাড়ি ফেরার কথাই ছিল তাঁর। শুটিং শেষ করে সোমবার ফিরছেন, খবর ছিল তেমনই। কিন্তু এ কেমন ফেরা? রবিবার সন্ধ্যায় একটা খবরে পাল্টে গেল পরিবারের চেনা ছবি। পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে টলিউডের সহকর্মীরা, বন্ধু-পরিজনেরা রাহুলের শেষ যাত্রায় পা মেলালেন সকলে। ফুলে ফুলে সেজে উঠল স্বর্গরথ। সেই গাড়ি করেই শেষবারের মতো বাড়ি ছাড়লেন রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। গানে গানে বন্ধু-সহকর্মীকে চিরবিদায় জানালেন সকলে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ কেওড়াতলা মহাশ্মশানে পৌঁছে যায় দেহ। জনস্রোত দেখা গেল মহাশ্মশান চত্বরেও। রবিবার সন্ধ্যায় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণের খবর সামনে আসার পর থেকেই শোকে পাথর গোটা বাংলা। গত ২৪ ঘণ্টা আগেও কেউ জানতেন না, কী খবর আসতে চলেছে? শুটিং করছিলেন। আচমকাই এক অঘটন। তাতেই সব শেষ। সেই থেকেই রাহুলের অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে ছিলেন পরিবারের সদস্যরা। শত শত অনুরাগীরা, ইন্ডাস্ট্রির সদস্যরা। রবিবার রাত থেকেই রাহুলের বাড়িতে সকলের আনাগোনা শুরু হয়। সোমবার সকাল থেকে যে ভিড় ক্রমশ বাড়তে থাকে। কথা ছিল এদিন সকাল ১০টায় ময়নাতদন্ত হবে অভিনেতার। সেইমতো তমলুক মেডিক্যাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় মরদেহ। ময়নাতদন্ত শেষ হতেই কলকাতার পথে রাহুলের মরদেহ নিয়ে রওনা হন তাঁর বন্ধুরা। অবশেষে বাড়ি ফেরে সকলের প্রিয় বাবিন। সকলেই অপেক্ষা করছিলেন সকাল থেকেই। সেখানেই একে একে শ্রদ্ধাঞ্জাপন করতে থাকেন তাঁরা। অভিনেতা আর সেখান থেকেই সকলে মিলে তাঁর দেহ নিয়ে রওনা দেন কেওড়াতলা মহাশ্মশানের পথে। অভিনেতার পথ চেয়ে রইল শূণ্য ঘর, নাড়িয়ে দিয়েছে পরিবার, সহকর্মী এবং অনুরাগীদের। হাসপাতাল সূত্রে জানা যাচ্ছে, রাহুলের শরীরের ভেতরে যে ছবি পাওয়া গিয়েছে, তা কোনও

থেকে শুরু করে শুটিং সেটের বিভিন্ন কলাকুশলিরা এদিন অপেক্ষায় ছিলেন তাঁর। শ্রদ্ধা জানিয়েছেন স্বরূপ বিশ্বাস। পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি উপস্থিত হয়েছিলেন বন্ধু-পরিজনেরা। উপস্থিত ছিলেন পাড়া প্রতিবেশীরাও। আর কখনও ফেরা হবে না। থেকে যাবে শত শত স্মৃতি। এদিকে রাহুলের ময়নাতদন্ত শেষ হওয়ার পরই আরও স্পষ্ট মৃত্যুর ভয়াবহতার ছবি। প্রাথমিক রিপোর্টে উঠে এসেছে একাধিক আশঙ্কাজনক তথ্য, যা নতুন করে সাধারণ ডুবে যাওয়ার ঘটনা নয়। তাঁর ফুসফুসে জমে ছিল অস্বাভাবিক পরিমাণ বালি ও নোনা জল এতটাই, যে ফুসফুসের আকার ফুলে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, খাদ্যনালিতেও মিলেছে বালি ও সমুদ্রের জল। চিকিৎসকদের স্পষ্ট বক্তব্য, অল্প সময় জলে থাকলে এমনটা হয় না। অর্থাৎ, রাহুল অনেকক্ষণ জলের নীচে ছিলেন। সম্ভবত এক ঘণ্টারও বেশি। চিকিৎসক মহলের একাংশের মতে, এই ধরনের শারীরিক অবস্থা ইঙ্গিত দেয় যে, দুর্ঘটনার পর দ্রুত উদ্ধার সম্ভব হয়নি। দীর্ঘ সময় জলের নিচে থাকার ফলেই শরীরের বিভিন্ন অংশে নোনাজল প্রবেশ করে এমন পরিস্থিতির হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই তথ্যটাই এখন তদন্তের কেন্দ্রবিন্দুতে। কারণ, ঘটনাস্থলের একাধিক বয়ান বলছে, দুর্ঘটনার পর খুব দ্রুত উদ্ধার করা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু ময়নাতদন্ত যেন সেই দাবি নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। যদি সত্যিই দ্রুত উদ্ধার করা হয়ে থাকে, তবে শরীরে এত বিপুল পরিমাণ জল ও বালি এল কীভাবে? এখানেই খুলছে নতুন প্রশ্নের দরজা। উদ্ধার করতে দেরি হয়েছিল? নাকি তাঁকে খুঁজে পেতেই অনেকটা সময় লেগে যায়? প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশের দাবি, দীর্ঘ সময় তাঁকে দেখা যায়নি। আবার প্রোডাকশন টিমের বক্তব্য সম্পূর্ণ আলাদা। এই দ্বন্দ্বই এখন তদন্তকারীদের কাছে সবচেয়ে বড় ধাঁধা। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, রাহুলের শরীর থেকে ভিসেরা সংগ্রহ করা হয়েছে। তা পাঠানো হয়েছে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য। তাঁর শরীরে অ্যালকোহলের উপস্থিতি ছিল কি না, সেটাও এখন পরীক্ষাধীন। যদিও প্রাথমিক রিপোর্টে সেই বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা হয়নি, তবু তদন্তকারীরা কোনও সম্ভাবনাকেই এখনই উড়িয়ে দিচ্ছেন না। সব মিলিয়ে, রাহুলের এই মৃত্যুর ঘটনা কেবল একটি দুর্ঘটনার গল্প নয়। এটা সময়ের হিসাব মেলানোর, উদ্ধার প্রক্রিয়ার প্রশ্নের গল্প, আর একের পর এক অসঙ্গতির জটিল সমীকরণ। যতই তথ্য সামনে আসছে, ততই পরিষ্কার হচ্ছে, ঘটনাটা যতটা সরল মনে হয়েছিল, বাস্তবে তা নয়।

রাজস্থান দিবস-এ শুভেচ্ছা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ মার্চ ঃ রাজস্থান দিবস-এ শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোাধ্যায়। সোমবার সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে তিনি শুভেচ্ছাবার্তা দেন। জানান, রাজস্থানের আমার সকল ভাই ও বোনকে জানাই 'রাজস্থান দিবস'-এর শুভেচ্ছা।এই শুভলগ্নে, বাংলায় বসবাস করা আমার সকল রাজস্থানি এবং মারোয়াড়ি ভাই ও বোনকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা।বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনাদের অমূল্য অবদান আমাদের এই সুন্দর রাজ্যের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।আপনারা সর্বদা আমাদের 'বাংলা পরিবার'-এর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থাকবেন। আমরা এই বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ যে, আপনারা যেন সকলের সঙ্গে মিলেমিশে এক শান্তিপূর্ণ, আনন্দময় ও সম্প্রীতির পরিবেশে উত্তরোত্তর উন্নতি, বিকাশ ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারেন। সকলের জন্য রইল শুভকামনা।

সোমবার দিনের শুরুতেই পড়লো শেয়ার বাজার

মুম্বই, ৩০ মার্চ ঃ পশ্চিম এশিয়ায় সাম্প্রতিক সংঘাতের জেরে অস্থির শেয়ার বাজার। সোমবার সকালে বাজার খোলার সঙ্গে-সঙ্গে ধসে পাল সেনসেক্স এবং নিফটি। দিনের শুরুর বাণিজ্যে সেনসেক্স ১১৯১.২৪ পয়েন্ট পড়ে ৭২,৩৯১.৯৮-এ নেমে এসেছে। নিফটি ৩৪৯.৪৫ পয়েন্ট কমে ২২,৪৭০.১৫-তে দাঁড়িয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড ব্যারেল প্রতি ১১৫.৩ ডলারে নেমে এসেছে।বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধসের নেপথ্যে রয়েছে বিশ্ববাজারের দুর্বলতা এবং পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমাগত ঘনীভূত হওয়া যুদ্ধ পরিস্থিতি। ইরান-আমেরিকা সংঘাত প্রশমিত হওয়ার কোনও লক্ষণ না থাকায় বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে ব্যারেল প্রতি প্রায় ১১৬ ডলার (আদতে ১১৫.৩ ডলার) ছুঁইছুঁই। ভারত তার চাহিদার সিংহভাগ তেল আমদানি করে বলে তেলের এই মূল্যবৃদ্ধি দেশের অর্থনীতির ওপর বড়সড় চাপের সৃষ্টি করেছে। এর পাশাপাশি বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের ক্রমাগত শেয়ার বিক্রির হিড়িকবাজারকে আরও খাদের কিনারে ঠেলে দিয়েছে।

সোমবার কিছুটা উঠলো টাকার দাম

মুম্বই, ৩০ মার্চ ঃসোমবার বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গে সেনসেক্স বড়সড় বিপর্যয়ের মুখে প।ে। নিফটি সূচকেও দেখা যায় ব্যাপক বিক্রির হি।কি। তবে এ দিন সকালে টাকা কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে। গত শুক্রবার ডলারের নিরিখে ভারতীয় টাকার দর ৮৯ পয়সা কমে ৯৪.৮৫-এর সর্বকালীন সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছিল। তবে সোমবার সকালে টাকা কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে। প্রাথমিক লেনদেনে রেকর্ড নিম্নস্তর থেকে ১২৮ পয়সা পুনরুদ্ধার করে ডলার প্রতি ৯৩.৫৭-এ থিতু হয়েছে ভারতীয় মুদ্রা। তা সত্ত্বেও তেলের চড়া দাম এবং বিশ্ববাজারের অস্থিরতা লগ্নিকারীদের মনে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে, যার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে এদিনের টালমাটাল শেয়ার বাজারে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দেশের প্রকৃত শক্তি সাধারণ মানুষের মধ্যেই, 'মন কি বাত'-এ বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩০ মার্চঃ দেশের অগ্রগতি ও ভবিষ্য নির্মাণে সাধারণ মানুষের ভূমিকাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিলেন প্রধানমন্ত্রী Narendra Modi। রবিবার তাঁর জনপ্রিয় রেডিও অনুষ্ঠান ' মন কি বাত'-এর ১৩২তম পর্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, ভারতের আসল শক্তি কোনও প্রতিষ্ঠান বা কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা নিহিত রয়েছে দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের মধ্যে, যাঁদের অংশগ্রহণ ও উদ্যোগই জাতির এগিয়ে যাওয়ার মূল চালিকাশক্তি।এই পর্বে প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে তুলে ধরেন একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ-' জ্ঞান ভারতম' সমীক্ষা। তাঁর কথায, এই উদ্যোগ দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারকে সংরক্ষণ ও নথিভুক্ত করার এক অনন্য প্রচেষ্টা। তিনি বলেন, ভারতের ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের বিপুল ভাণ্ডার ছড়িয়ে রয়েছে নানা পাণ্ডুলিপির মধ্যে, যেগুলির অনেকই এখনও অজানা বা অপ্রকাশিত। এই মূল্যবান সম্পদকে সামনে নিয়ে আসার জন্যই ' জ্ঞান ভারতম' প্রকল্প চালু করা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী জানান, এই সমীক্ষায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, আজ ' মন কি বাত'-এ আমি এমন একটি উদ্যোগের কথা বলতে চাই, যা দেশবাসীর অংশগ্রহণের চেতনাকে প্রতিফলিত করে। ' জ্ঞান ভারতম' সেই প্রচেষ্টা, যা আমাদের মহান সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। তিনি আরও উল্লেখ করেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা মানুষজন ইতিমধ্যেই এই উদ্যোগে অংশ নিচ্ছেন এবং নিজেদের কাছে থাকা পাণ্ডুলিপি বা তার তথ্য শেয়ার করছেন।এই প্রক্রিয়াকে সহজতর করতে চালু করা হয়েছে ' জ্ঞান ভারতম' অ্যাপ। প্রধানমন্ত্রী ব্যাখ্যা করেন, কোনও ব্যক্তির কাছে যদি কোনও প্রাচীন পাণ্ডুলিপি থাকে কিংবা সে সম্পর্কে কোনও তথ্য জানা থাকে, তবে সেই তথ্য বা পাণ্ডুলিপির ছবি এই অ্যাপের মাধ্যমে আপলোড করা যেতে পারে। প্রতিটি তথ্য যথাযথভাবে যাচাই করার পরই তা নথিভুক্ত করা হচ্ছে বলে তিনি জানান। এতে দেশের বিভিন্ন কোণ থেকে ছড়িয়ে থাকা অমূল্য ঐতিহ্য একত্রিত করা সম্ভব হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী এই উদ্যোগের সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ইতিমধ্যেই হাজার হাজার পাণ্ডুলিপি এই প্ল্যাটফর্মে জমা পড়েছে, যা দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এক বড় পদক্ষেপ। তাঁর মতে, এই ধরনের উদ্যোগ কেবল অতীতকে সংরক্ষণই করে না, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক সমৃদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডার তৈরি করে।এদিনের বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ গুরুত্ব দেন দেশের যুবশক্তির উপরও। তিনি বলেন, ভারত বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম নবীন দেশ, যেখানে বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণী রয়েছে। এই যুবশক্তিকে সঠিক পথে কাজে লাগানো গেলে দেশ দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। তিনি বলেন, যখন দেশ গড়ার কাজে যুবশক্তির সদ্ব্যবহার করা হয়, তখন তা বিপুল সমর্থন জোগায়।এই প্রসঙ্গে তিনি ' যুব ভারত' সংস্থার কথাও উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য অনুযাযী, এই সংস্থা দেশের যুবকদের বিভিন্ন ইতিবাচক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করছে এবং তাদের মধ্যে দাযিত্ববোধ ও নেতৃত্বের গুণাবলি গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। তিনি মনে করেন, দেশের ভবিষ্য গঠনে এই ধরনের সংগঠনগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে বারবার উঠে এসেছে একটি মূল ভাবনা-দেশের উন্নয়ন কোনও একক প্রচেষ্টার ফল নয়, বরং তা সম্ভব হয় সম্মিলিত উদ্যোগ ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে যুবসমাজ-সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণই ভারতকে আরও শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর করে তুলতে পারে।' মন কি বাত'-এর এই পর্বে তাই একদিকে যেমন দেশের ঐতিহ্য সংরক্ষণের বার্তা উঠে এসেছে, তেমনি অন্যদিকে যুবশক্তির গুরুত্ব এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও নতুন করে সামনে এসেছে। প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তা দেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা ও দাযিত্ববোধ জাগিয়ে তুলবে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

পৃথক জনসভা থেকে বিরোধী দলকে নিশানা মমতা-অভিষেকের

পুরুলিয়া,মুর্শিদাবাদ,উত্তর ২৪ পরগনা, ৩০ মার্চ ঃ ভোটের আগে রাজ্য রাজনীতিতে উত্তাপ বাড়িয়ে একাধিক জনসভা থেকে বিরোধী দলকে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। রবিবার পুরুলিয়ার মানবাজারে ছিল তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা। আর মুর্শিদাবাদের নওদা ও উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা।পুরুলিয়ার মানবাজারে তৃণমূল প্রার্থী সন্ধ্যারানি টুডুর সমর্থনে সভা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কে প্রার্থী দেখতে হবে না, আমিই প্রার্থী। আমার উপর ভরসা রেখে ভোটটা দেবেন। তৃণমূলই সরকার গড়বে। বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, বাংলা দখলের জন্য তোমরা এত হ্যাংলা কেন? একইসঙ্গে বুথ পাহারা দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, পুনর্নির্বাচনের ষড়যন্ত্র চলছে এবং তা ব্যর্থ করা হবে।বিজেপিকে আক্রমণ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, বিজেপি এলে আপনারা মাছ-মাংস বা ডিম খেতে পারবেন না। বিজেপি একপেশে, তারা কোনও ধর্মে বিশ্বাস করে না। দাঙ্গা উস্কে দিযে. তারা ক্ষমতায় আসে। পাশাপাশি নোটবন্দি, আধার এবং সাধারণ মানুষের আর্থিক সমস্যার প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রকে নিশানা করেন তিনি।নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের একাধিক আইএএস ও আইপিএস অফিসারদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করার চেষ্টা। একইসঙ্গে জঙ্গলমহলে উন্নয়ন ও শান্তি ফিরিয়ে আনার কথাও তুলে ধরেন তিনি।যুবসাথী প্রকল্প নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনার জবাবে মমতা বলেন, যুবসাথী ভিক্ষা বা ভাতা নয়, এটা হাতখরচ। যাতে যুবক-যুবতীরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। তিনি আশ্বাস দেন, যাঁরা এখনও টাকা পাননি, তাঁদের সমস্যার সমাধান করা হবে। অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদের নওদায় অভিষেকের সভার আগে সাময়িক বিশৃঙ্খলার ঘটনা সামনে আসে। চেয়ার দখলকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হলেও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। সভামঞ্চ থেকে এই প্রসঙ্গে কড়া বার্তা দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বলেন, যদি কেউ ভাবেন বিশৃঙ্খলা করে দলকে চাপে রাখবেন, দল তাঁকে ক্ষমা করবে না। আমি ওয়ার্নিং দিয়ে যাচ্ছি।একই সভা থেকে বিজেপিকে আক্রমণ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমি দেওয়াও চলবে না। আমাদের ২২-০ করতে হবে। নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপ নিয়েও প্রশ্ন তুলে তিনি অভিযোগ করেন, উচ্চপদস্থ অফিসারদের বদলি করে অশান্তির পরিবেশ তৈরির চেষ্টা হচ্ছে।দলের মধ্যেই অন্তর্ঘাতের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, যে দলের জার্সি পরে আছেন, সেই দলের হয়েই খেলুন। অন্য দলের হয়ে খেলতে গেলে ভোটের পরে লাল কার্ড দেখতে হবে।উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির সভা থেকেও বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ করেন অভিষেক। তিনি দাবি করেন, গত কয়েক বছরে সন্দেশখালিকে ঘিরে যে ' ছড়ানো হয়েছে, ভোটের ফলেই তার জবাব মিলবে। তাঁর কথায়, গদ্দার, বেইমান, বাংলা-বিরোধী পরিযায়ী নেতাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হবে এই মাটিতেই। রাজনৈতিক মহলের মতে, একাধিক জনসভা থেকে তৃণমূল নেতৃত্বের এই আক্রমণাত্মক অবস্থান স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে যে ভোটের আগে রাজ্যে রাজনৈতিক লড়াই আরও তীব্র হতে চলেছে।

অভিনেতা রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণঃ দুর্ঘটনাস্থলে মুখ্যসচিব, শোকস্তব্ধ টলিপাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩০ মার্চ ঃ জনপ্রিয় চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বাংলার বিনোদন জগতে। সোমবার সকালে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছন রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিযালা। রবিবার সন্ধ্যায় দিঘার সমুদ্রে নেমে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হয় অভিনেতার।পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, সোমবার কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে রাহুলের মরদেহের ময়নাতদন্ত হওয়ার কথা ছিল। সূত্র মারফত জানা গিয়েছিল যে, সোমবার সকাল ৮টা নাগাদ ময়নাতদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হবে। তবে প্রশাসনিক কিছু জটিলতায় সকাল ৯টার পরেও সেই প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব হয়নি।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হয়ে প্রয়াত অভিনেতার মরদেহ দিঘা থেকে কলকাতার বিজয়গড়ে তাঁর বাসভবনে নিয়ে আসার দায়িত্ব নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই এদিন সকালেই দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছন মুখ্যসচিব। অভিনেতার অকাল প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চাইবাসা প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপনীতে থাকছেন না রাহুল গান্ধী

পশ্চিম সিংভূম, ৩০ মার্চ ঃ ঝাড়খণ্ডের চাইবাসায় কংগ্রেসের প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন না কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। সোমবার এই তথ্য জানানো হয়েছে দলীয় সূত্রে। জানা গিয়েছে, পশ্চিম সিংভূম জেলার গুইরায় এলাকায় ট্রাইবাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টারে (টিআরটিসি) আয়োজিত ১০ দিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি হবে ৩১ মার্চ।সোমবার জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র ত্রিশানু রায় জানান, সোনিয়া গান্ধীর শারীরিক অসুস্থতার পরিস্থিতির জন্য রাহুল গান্ধীর এই সফর আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। পূর্বে এই অনুষ্ঠানে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও উপস্থিত থাকতে পারেন বলে জল্পনা ছিল, যদিও তা নিয়ে এখনও কোনও সরকারি নিশ্চিতকরণ হয়নি। উল্লেখ্য, এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার নবনিযুক্ত জেলা কংগ্রেস সভাপতিদের সংগঠন শক্তিশালী করা, নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ উন্নত করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ১০ দিনব্যাপী এই কর্মশালার মূল লক্ষ্য হল তৃণমূল স্তরে সংগঠনকে আরও মজবুত করা এবং নতুন নেতৃত্ব গড়ে তোলা।

গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক, গুজবে কান না দেওয়ার আবেদন প্রশাসনের

কাটিহার, ৩০ মার্চ ঃপশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি ঘিরে গ্যাস সরবরাহ নিয়ে ছড়ানো গুজবের মধ্যে কাটিহার জেলা প্রশাসন স্পষ্ট জানাল, জেলায় এলপিজি সরবরাহ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে। সোমবার জেলা শাসক আশুতোষ দ্বিবেদী জানান, ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছে পর্যাপ্ত গ্যাস সিলিন্ডার মজুত রয়েছে।এদিন প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার জেলায় মোট ৬,২৭৬টি সিলিন্ডার সরবরাহ করা হয়েছে এবং বর্তমানে ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছে ১৬,৭৮২টি সিলিন্ডার মজুত রয়েছে। সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে গ্যাস সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করা হচ্ছে বলেও জানান জেলাশাসক। একই সঙ্গে কাটিহার শহরে পাইপলাইনের মাধ্যমে গৃহস্থালির রান্নার গ্যাস (পিএনজি) সরবরাহ শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৭৩০ জন এই সংযোগের জন্য আবেদন করেছেন। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে শহরের

অশান্ত উখরুলে শান্তির বার্তা, হিংসা ত্যাগের আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী খেমচাঁদের

ইমফল, ৩০ মার্চঃমণিপুরের উখরুল জেলায় সাম্প্রতিক সহিংসতার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্রমেই উত্তেজনা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ইউমনাম খেমচাঁদ সিং শান্তি ও সংযম বজায় রাখার জন্য সকলের প্রতি আন্তরিক আহ্বান জানিয়েছেন। রবিবারের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, হিংসার মাধ্যমে কোনও সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় এবং এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করতে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি।উখরুল, যা মণিপুরের একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তবর্তী জেলা এবং তাংখুল নাগা সম্প্রদায়ের বসবাসের জন্য পরিচিত, সেখানে এই সহিংসতার ঘটনার পর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে। স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী খেমচাঁদ সিং বিশেষভাবে তাংখুল নাগা সম্প্রদায়ের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেন, রাজ্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ পুনর্গঠনে এগিয়ে আসা প্রযোজন।তিনি তাঁর বিবৃতিতে উল্লেখ করেন, সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে যে কোনও ধরনের অস্থিরতা দ্রুত বৃহত্তর সমস্যার রূপ নিতে পারে, তাই শুরুতেই তা নিযন্ত্রণে আনা জরুরি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, উখরুলের সাম্প্রতিক ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত। এই ধরনের সহিংসতা কোনওভাবেই কাম্য নয়। আমরা চাই, সকলেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করুন।রাজ্য সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করে তিনি বলেন, প্রশাসন ইতিমধ্যেই পরিস্থিতি নিযন্ত্রণে আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং গোটা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে কোনওরকম শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না বলেও তিনি জানিয়েছেন। পাশাপাশি, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং আইন তার নিজস্ব গতিতেই চলবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।উখরুলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসনের তরফে নিবিড় নজরদারি চালানো হচ্ছে। নিরাপত্তা বাহিনীকে সতর্ক অবস্থানে রাখা হয়েছে যাতে নতুন করে কোনও অশান্তি ছড়িয়ে না পড়ে। স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনী এলাকায় টহল বাড়িয়েছে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর এই শান্তির আহ্বানকে স্বাগত জানিয়েছেন বিভিন্ন মহল। সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা মনে করছেন, এই সংবেদনশীল সময়ে সকলের সংযম ও সহযোগিতাই পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সহায়ক হবে। তারা আশা প্রকাশ করেছেন, প্রশাসনের উদ্যোগ এবং মানুষের সদিচ্ছার ফলে উখরুলে দ্রুত শান্তি ফিরে আসবে।সাম্প্রতিক এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করে দিয়েছে, সংবেদনশীল এলাকায় সামান্য উত্তেজনাও বড় আকার নিতে পারে। তাই আগাম সতর্কতা এবং সকলের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহমর্মিতার পরিবেশ গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুখ্যমন্ত্রী ইউমনাম খেমচাঁদ সিং সেই দিকেই গুরুত্ব দিয়ে সকলকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।পরিস্থিতি কোন দিকে এগোয়, তা এখন সময়ই বলবে। তবে আপাতত প্রশাসন এবং সরকারের মূল লক্ষ্য একটাই-উখরুলে দ্রুত শান্তি ও স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে, তার জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

নীতীশ কুমারের রাজনৈতিক সফরঃবিধান পরিষদ ছেড়ে রাজ্যসভায় নতুন অধ্যায়

পাটনা, ৩০ মার্চ ঃ নীতীশ কুমারের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা। সোমবার তিনি বিহার বিধান পরিষদের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন, যা তাঁর রাজনৈতিক সফরে গুরুত্বপূর্ণ মো। বলে মনে করা হচ্ছে।নীতীশ কুমার প্রথম ২০০৬ সালে বিধান পরিষদের সদস্য হয়ে ২০১২, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালে টানা মোট চারবার তিনি এই পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য, রাজ্য আইনসভার উচ্চকক্ষের সদস্যপদের মেয়াদ ছয় বছরের।তিনি ২০০৬-২০১২, ২০১২-২০১৮, ২০১৮-২০২৪ এবং ২০২৪ থেকে বর্তমান সময় (ইস্তফা আগের মুহূর্ত) পর্যন্ত ওই পদে ছিলেন।২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে প্রথমবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে তিনি কখনও বিধানসভা নির্বাচন ল।েননি। বরং বিধান পরিষদের সদস্য হিসেবেই মুখ্যমন্ত্রীর পদে শপথ নিয়েছেন। যদিও ১৯৮৫ সালে তিনি হরনৌট কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন এবং পরে লোকসভার সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।রাজনৈতিক জীবনে এক অনন্য নজির গ।ছেন নীতীশ কুমার। বিধায়ক, সাংসদ, বিধান পরিষদের সদস্য হওয়ার পর এবার তিনি রাজ্যসভার সদস্য হতে চলেছেন। এর ফলে দেশের ও রাজ্যের আইনসভার চারটি কক্ষেই থাকার বিরল কৃতিত্ব অর্জন করবেন তিনি।সংবিধান অনুযায়ী, বিধান পরিষদের সদস্যপদ ছাড়ার পর তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর পদও ছাড়তে হতে পারে। তবে নিয়ম অনুযায়ী, তিনি ছয় মাস পর্যন্ত কোনও পরিষদের সদস্য না হয়েও মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকতে পারবেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁকে পুনরায় কোনও এক কক্ষের সদস্য হতে হবে।১৯৮৫ সাল থেকে শুরু হওয়া নীতীশ কুমারের রাজনৈতিক সফরে রাজ্যসভায় যোগদান এক নতুন দিক উন্মোচন করতে চলেছে। আগামী ১০ এপ্রিল তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যসভার সদস্যপদ গ্রহণ করবেন বলে জানা গেছে।

মহাবীর জয়ন্তীর প্রাক্কালে শুভেচ্ছাবার্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩০ মার্চ ঃ মঙ্গলবার মহাবীর জয়ন্তী। তার আগে সোমবার দুপুরেই মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে আগাম শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিন নিজের এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে তিনি লেখেন, মহাবীর জয়ন্তীর এই শুভলগ্নে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সেই সঙ্গে তাঁর পোস্টে ছিল- 'বাঁচো এবং বাঁচতে দাও'-এর বার্তাও। রাজ্যে সাম্প্রতিক এসআইআর পরবর্তী জটিল পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে বিঁধেই মুখ্যমন্ত্রী এমন কথা তাঁর পোস্টে লিখেছেন বলেই মনে করছেন অনেকে।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়ে লেখেন, মহাবীর জয়ন্তীর এই শুভলগ্নে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। ভগবান মহাবীরের শান্তি, সত্য ও অহিংসার শিক্ষা আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করুক। জৈনধর্মের মূল মন্ত্র হলো শান্তি। এই পোস্টের শুরু এবং শেষে ছিল 'বাঁচো এবং বাঁচতে দাও'-এর বার্তা।

বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীনের

পটনা, ৩০ মার্চঃভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন ইস্তফা দিলেন বিধাযক পদ থেকে। তিনি বিহার বিধানসভায় পটনার বাঁকিপুর আসনের প্রতিনিধিত্ব করতেন।সোমবার তিনি বলেন, আজ আমি বাঁকিপুর আসন থেকে বিহার বিধানসভার সদস্য হিসেবে ইস্তফা দিচ্ছি। দল আমাকে যে নতুন দাযিত্ব দিয়েছে, তার মাধ্যমে আমি আমার নির্বাচনী এলাকা এবং বিহারের উন্নযনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও নিবেদিতপ্রাণ থাকব। আমাদের কর্মী এবং বিহারের জনগণের সঙ্গে আমার যে অটুট বন্ধন, তা চিরকাল থাকবে এবং আমাকে নতুন শক্তি, অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনা জোগাবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত এবং বিকশিত বিহারের স্বপ্ন বাস্তবাযনের জন্য আমি চেষ্টা চালিয়ে যাব।এই প্রসঙ্গে বিহার বিধানসভার অধ্যক্ষ প্রেম কুমার বলেন, আমি নিতিন নবীনের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছি। পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশও আমি জারি করেছি। এ বিষয়ে দফতর থেকে একটি চিঠি ইস্যু করা হয়েছে এবং শীঘ্রই একটি আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হবে। এটি সত্যিই অত্যন্ত আবেগঘন একটি মুহূর্ত। আমি পূর্ণ আস্থা রাখি, তাঁর চিন্তাভাবনা সর্বদা বিহারের কল্যাণের নিবদ্ধ থাকবে।

দ্বিতীয় সন্তান হওয়ায় খুশির জোয়ার সোনম কাপুরের পরিবারে

মুম্বই, ৩০ মার্চ ঃ বলিউড অভিনেত্রী সোনম কাপুর ও তাঁর স্বামী আনন্দ আহুজা-র পরিবারে আবারও খুশির আমেজ। দম্পতি তাঁদের দ্বিতীয় পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। এই সুখবর সামনে আসতেই কপূর ও আহুজা পরিবারে উসবের আবহ তৈরি হয়েছে।সামাজিক মাধ্যমে নিজেরাই এই খবর শেয়ার করেন সোনম ও আনন্দ। একটি আবেগঘন বার্তায় তাঁরা জানান, অপরিসীম কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা নিয়ে তাঁরা তাঁদের সন্তানের আগমনের কথা ঘোষণা করছেন। তাঁদের বড় ছেলে বায়ু আহুজা-ও নতুন ভাইকে পেয়ে ভীষণ খুশি।এই সুখবরের পর বলিউডের একাধিক তারকা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পরিণীতি চোপড়া, কারিনা কাপুর-সহ অনেকেই শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন। অনুরাগীরাও সামাজিক মাধ্যমে ভালোবাসা উজা। করে দিচ্ছেন।উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে সোনম ও আনন্দের প্রথম পরিচয় হয়। এরপর ২০১৮ সালে তাঁদের বিয়ে হয়। ২০২২ সালে তাঁদের প্রথম সন্তান বায়ুর জন্ম হয়। দ্বিতীয় সন্তানের আগমনে এখন তাঁদের পরিবার পূর্ণতা পেল। কাজের ক্ষেত্রে সোনম কাপুরকে শেষবার দেখা গিয়েছিল 'ব্লাইন্ড' ছবিতে।

রাশিফল

মেষঃএই দিনটি আপনার জন্য উসাহব্যঞ্জক হতে পারে। আপনি শক্তি ও অনুপ্রেরণায় ভরপুর থাকবেন, যা আপনাকে আপনার কাজগুলি দ্রুত শেষ করতে সাহায্য করবে। ব্যক্তিগত ও পেশাগত উভয় ক্ষেত্রেই আপনার ধারণাগুলি স্বীকৃতি পাবে। আপনার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে, যা অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করবে। শুভদিন হবে।
বৃষঃ আপনার দিনটি নতুন সম্ভাবনা ও সুযোগে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনাকে আত্মবিশ্বাস জোগাবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহনশীলতা বজায় রাখতে হবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে এই দিন আপনি শক্তি ও ইতিবাচকতায় ভরপুর থাকবেন। ।
মিথুনঃকাজের জায়গায় বরিষ্ঠদের থেকে চাপ এবং ঘরে মতভেদ কিছু চাপ আনতে পারে- যা আপনাকে কাজে মনোনিবেশ করতে উপদ্রব করবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
কর্কট রাশি ঃ আজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন। শুভদিন
সিংহঃ এই দিনটি সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য ইতিবাচক শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ থাকবে। সন্তান হতে পারে আজ।
কন্যাঃআপনার আশা একটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে। শুভদিন হবে।
তুলাঃজাতক জাতিকাদের জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এই দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার চিন্তাভাবনা ও আদর্শে এক নতুন স্বচ্ছতা পরিলক্ষিত হবে। শুভদিন
বৃশ্চিকঃ আপনি মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে সামান্য নীচু থাকবেন- একটু বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাদ্য আপনার শক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। বিবাহের যোগ হবে
ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি নতুন সম্ভাবনা ও সুযোগে পরিপূর্ণ থাকবে। সন্তান হতে পারে
মকরঃ মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি ইতিবাচক শক্তিতে পরিপূর্ণ থাকবে।
কুম্ভঃ আপনার প্রত্যাশা পূরণের জন্য ব্যক্তিগত সম্পর্কের অপব্যবহার আপনার স্ত্রীকে বিরক্ত করবে।
মীনঃআপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। আপনি আজকে ভাল অর্থ উপার্জন করবেন- কিন্তু এটিকে আপনার হাতের মধ্যে দিয়ে চলে যেতে দেবেন না।

আবহাওয়া

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টি চলবে। ফের কালবৈশাখী ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে চলতি সপ্তাহেই। কলকাতাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে বইবে ঝোড়ো হাওয়া। উত্তরবঙ্গেও দুর্যোগের পূর্বাভাস রয়েছে।সোমবার দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির পূর্বভাস রয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায়। মঙ্গলবার নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা এবং পূর্ব বর্ধমানে বজ্রবিদ্যু-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে ৫০-৬০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে বইতে পারে দমকা হাওয়াও। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও মঙ্গলবার ৪০-৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। বুধবারও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে। এর পর থেকে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হতে পারে।উত্তরবঙ্গে সোমবার এবং বুধবার হলুদ সতর্কতা এবং মঙ্গলবারের জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে। সোমবার হাওয়ার বেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার। মঙ্গলবারও উত্তরের পাঁচ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কালিম্পঙে। একই সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়াও। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং কোচবিহারে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে মঙ্গলবার। বুধবারও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরের এই পাঁচ জেলায়। সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়াও। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৪শত করা এবং সর্বনিম্ন ৫১ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়নি।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১ টা ৪৫ মিনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৪৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৪৫মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪৫মিনিটে হতে পারে।

ওসি বদলির তালিকায় বিভ্রান্তি, আর জি কর কাণ্ডে বিতর্কিত অভিজিৎ মণ্ডলকে নিয়োগ ঘিরে প্রশ্নের মুখে নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩০ মার্চ ঃ ভোটের আগে কলকাতা পুলিশের ৩১টি থানার ওসি বদলিকে ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে। বদলির তালিকায় পর্ণশ্রী থানার ওসি হিসেবে টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজি মণ্ডলের নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রবিবার রাতে প্রকাশিত তালিকায় তাঁর নাম ছিল ষষ্ঠ স্থানে। উল্লেখযোগ্য, আর জি কর হাসপাতালের মহিলা চিকিসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার সময় অভিজি মণ্ডল টালা থানার ওসি ছিলেন এবং সেই মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। বর্তমানে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চলমান। এমন পরিস্থিতিতে তাঁকে নতুন করে থানার দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত কীভাবে নেওয়া হল, তা নিয়েই কমিশনের অঃদরেই শুরু হয় জোর আলোচনা। কমিশন সূত্রে খবর, তালিকা প্রকাশের পরেই বিষয়টি নজরে আসে শীর্ষ কর্তাদের। গভীর রাতে তাঘি।ি সিইও অন্যান্য আধিকারিকদের হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় জানান, অনিচ্ছাকৃতভাবে অভিজি মণ্ডলের নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। তিনি পর্ণশ্রী থানায় যোগ দেবেন না এবং বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকই বহাল থাকবেন। তবে এই ঘটনা কমিশনের প্রস্তুতি ও পেশাদারিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিভিন্ন মহলে। অভিযোগ উঠেছে, পর্যাপ্ত যাচাই-বাছাই ছা।া তাঘি।ি করে বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পুলিশ মহলের একাংশের দাবি, যাঁদের বিভিন্ন থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাঁদের অনেকেরই থানায় কাজের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা নেই। ফলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই ধরনের রদবদল কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করা হচ্ছে। সমালোচকদের মতে, নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় হোমওয়ার্ক না করেই ইচ্ছামতো আধিকারিক বদল করছে, যা প্রশাসনিক স্থিতিশীলতার পক্ষে শুভ সংকেত নয়। এদিন বদল করা হয়েছে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর, কালীঘাট থেকে শুরু করে মধ্য কলকাতার হেয়ার স্ট্রিট, বউবাজার, মুচিপা।া, উত্তর কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট, ভাঙ।, পোলেরহাট থানার ওসিকে। ভবানীপুর থানার নতুন ওসি হলেন এসটিএফের ইন্সপেক্টর সৌমিত্র বসু। উপলকুমার ঘোষ হলেন ন কালীঘাট কালীঘাট থানার থানার নতুন নতুন। ওসি। আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার নতুন ওসি হয়েছেন শুভদীপ চক্রবর্তী। নিরুপম নাথকে একই সঙ্গে মানিকতলা ও পার্ক স্ট্রিট থানার ওসি ঘোষণা করায় বিভ্রান্তি হয়। প্রিয়ঙ্কর চক্রবর্তী হলেন আলিপুর থানার ওসি। সোমনাথ বিশ্বাস হয়েছেন একবালপুর থানার ওসি। ফৈয়াজ আহমেদ হলেন হরিদেবপুর থানার ওসি। প্রসেনজি ধর হয়েছেন রাজাবাগান থানার ওসি। দিলীপ সরকার হয়েছেন গার্ডেনরিচ থানার ওসি। মনোজকুমার বিশ্বাস হয়েছেন নারকেলডাঙা থানার ওসি। তাপস মণ্ডল হলেন এঃটালি থানার ওসি। জো।াসাঁকো থানার ওসি হলেন গোয়েঃদা বিভাগের সুশান্ত মণ্ডল। পাটুলি থানার ওসি হয়েছেন জয়ন্ত সরকার। গা।িয়াহাট থানার ওসি হয়েছেন প্রশান্ত মজুমদার। গিরিশ পার্ক থানার ওসি হয়েছেন সিকিউরিটি কঃেট্রালের সুমিত ঘোষ। নিউ মার্কেটের ওসি হলেন রিজার্ভফোর্সের প্রবীরচন্দ্র মণ্ডল। হেয়ার স্ট্রিট ওসি হয়েছেন রাজীব সাহু, বউবাজার থানার থানার ওসি হলেন রাজীব সরকার, ওয়াটগঞ্জ থানার ওসি হয়েছেন সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়, টালিগঞ্জ থানার ওসি হলেন সুমন নস্কর। লেক থানার নতুন ওসির পদে এলেন গৌরাঙ্গ হালদার। তারাতলা থানার ওসি হয়েছেন কৌশিক সিংহরায়, বেহালা থানার ওসি হলেন জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়। ট্রাফিকের ওসি লোপসাং শেরিং ভুটিয়া হলেন ঠাকুরপুকুর থানা, সুনীল দেবনাথ হলেন ব।বাজার থানার ওসি। শুভম গুহ হয়েছেন পোলেরহাট থানার ওসি, পিটিএসের দেবকুমার বঃেদ্যাপাধ্যায় হয়েছেন ভাঙ। থানার ওসি। অরি ঃদম পান্ডাকে নাদিয়াল থানা ও জ্যোতির্ময় বসুকে মুচিপা।া থানার ওসির পদে এনেছে নির্বাচন কমিশন। ভোটের মুখে এত ব।স। রদবদল এবং তার সঙ্গে যুক্ত বিভ্রান্তি প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে যদিও বলা হয়েছে, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু ভোট পরিচালনার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে অভিজি মণ্ডলকে ঘিরে সাম্প্রতিক বিতর্ক কমিশনের ভাবমূর্তিতে ধাক্কা দিয়েছে বলেই মত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের একাংশের।

চুঁচুঁড়ায় প্রচারে বেরিয়ে আপ্লুত বিজেপির প্রার্থী সুবীর নাগ

মলয় সুর , হুগলিমানুষের ভালোবাসা পাচ্ছি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, প্রচারে বেরিয়ে এমনই উপলব্ধি হুগলি চুঁচুঁড়া বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী ভূমিপুত্র সুবীর নাগের। সোমবার চুঁচুঁড়া পৌরসভার অন্তর্গত ওয়ার্ডগুলিতে বাড়ি বাড়ি প্রচার সারেন তিনি। প্রচারের সময় স্থানীয় বাসিন্দদাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং তাদের অভাব অভিযোগ ও সমস্যার কথা শোনেন। পরে সুবীর বাবু বলেন, আমি পেশাদার রাজনীতিবিদি, তবে প্রচারে বেরিয়ে মানুষের কাছ থেকে যে আন্তরিক সা।ড়া পাচ্ছি তাতে আমি আপ্লুত। সাধারণ মানুষের ভালোবাসা ও সমর্থনই আমাকে আরো দায়িত্বশীল করে তুলেছে বলে মনে করি। তিনি আরও বলেন, মানুষের যে ভালোবাসা পাচ্ছি তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এই ভালোবাসার মর্যাদা রাখার চেষ্টা করব। প্রচারের সময় তাঁর সঙ্গে দলের কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। চুঁচুঁড়া বিধানসভা কেন্দ্রে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। আর সেই সুবাদেই নতুন করে জল্পনার জন্ম দিলেন বিজেপির চুঁচুঁড়া পেয়ারা বাগানের ভুমিপুত্র প্রার্থী সুবীর নাগ। তাঁর দাবি, চুঁচুঁড়ার মানুষ ও সমর্থকদের সমর্থন এবার তাঁর ঝুলিতেই থাকবে। প্রকাশ্যে এল। একদিকে নাম না করে প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন হুগলির তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। চুঁচুঁায় এক সভা থেকে রচনা বলেন, গত ১৫ বছরে মানুষ

ইতিমধ্যেই এই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে তিনি জোরালো দাবি করেন পঞ্চাশ হাজার ভোটে জিতবেন । এলাকায় রাজনৈতিক শোরগোল শুরু হয়েছে। এই বিধানসভায় বিজেপি, তৃণমূল ও বামফ্রন্ট তাদের প্রার্থী দিয়েছে। এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের বহিরাগত দেবাংশু ভট্টাচার্য লড়ছেন। ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে মতবিরোধ বঞ্চিত হয়েছে, আমরা পাঁচ বছরে দেখিয়ে দেব যা এতদিন হয়নি। দেবাংশু বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস একটি পরিবার, সেখানে মতানৈক্য থাকতেই পারে। ভোটের মুখে চুঁচুড়ায় তৃণমূলের অন্দরের এই প্রকাশ্যে বাকযুদ্ধ রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট কুরুচিপূর্ন ইঙ্গিত বলেই মনে করা হচ্ছে।

ধীরেন্দ্রনাথ প্রয়াণ দিবস উদযাপন ও ভাষা রত্ন পুরস্কার প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩০ মার্চ ঃ বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশের জাতীয় .ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেবার প্রধান রূপকার প্রয়াত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষে আনন্দবাহার ও ইউনাইটেড জার্নালিস্ট ফোরামের যৌথ পরিচালনায় এবং বিশিষ্ট বাংলাদেশী পৃষ্ঠপোষক অধুনা মার্কিন প্রবাসী নুরুল ইসলামের সহযোগিতায় সম্প্রতি ২৯ মার্চ,২০২৬,রবিবার বিকেল ৩ টে থেকে সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত শিয়ালদহের কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে আয়োজিত হয়ে গেল ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতা শীর্ষক অনুষ্ঠান। এদিন ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের অবদান ও জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন সাহিত্যিক সুশান্ত ঘোষ,অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ অধিকারী, গবেষক লিটন রাকিব, সমাজকর্মী গৌরনিতাই সাহা,প্রাক্তন আমলা তথা এদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রদীপকুমার চৌধুরি।আমেরিকা থেকে পাঠানো নুরুল ইসলামের লেখা পাঠ করেন প্রাবন্ধিক মাখনলাল প্রধান, ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের কন্যা নবতিপর মনীষা পুরকায়স্থ শারীরিক অসুস্থতার কারণে আসতে না পারায় তার প্রেরিত বক্তব্য পড়ে শোনান বাচিকশিল্পী সুমনা ভট্টাচার্য। পদার্পণ সংগীত গোষ্ঠীর ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা শীর্ষক উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সুচনা হয়। উপস্থিত সকলে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন ধীরেন্দ্রনাথ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে। এছাড়াও বিশিষ্ট বাউল গানের শিল্পী গনেশচন্দ্র রায়ের দুটি স্বরোচিত মাতৃভাষা রক্ষা বিষয়ক গান মোহিত করে দেয় উপস্থিত দর্শক শ্রোতাকে। এদিন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবি,সমাজকর্মী, চিন্তাবিদ নাগাথিহাল্লি রমেশ এবং ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের কন্যা মনীষা পুরকায়স্থকে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি সম্মানে সম্মানিত করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাঙ্গালিকে বাংলা হরফের পরিচয় করানোর দিশারী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বাংলা ভাষা রক্ষার জন্য জীবনপন লড়াই করে একটি দেশের রাষ্ট্রভাষাকে বাংলা করার অন্যতম পথিকৃ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নামাঙ্কিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত আন্তর্জাতিক স্মৃতি সম্মান, ভাষা রত্ন ২০২৬ পুরস্কার তথা স্মারক শংসাপত্র এদিন কর্ণাটকের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব নাগাথিহাল্লি রমেশ ও ধীরেন কন্যা মনীষা পুরকায়স্থর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এর মাঝে পদার্পণ পরিবার ও কাব্যদীপ আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্রের সদস্যারা এদিন কবিতার কোলাজ নিয়ে দুটি অসাধারণ উপস্থাপনা করেন। কবিতা পাঠে ছিলেন কবি মদন চক্রবর্তী। সম্মাননা ছাড়াও এদিন নাগাথিহাল্লি রমেশকে এক লক্ষ টাকার সাম্মানিক চেক দেওয়া হলেও তিনি তা গ্রহণ করে আবার বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তা ফিরিয়ে দেন আয়োজকদের। মনীষা পুরকায়স্থ শারীরিক কারণে আসতে না পারায় এদিন সন্ধ্যায় তার বাড়িতে গিয়ে তাকে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন নাগাথিহাল্লি রমেশ ও আয়োজক সদস্যবৃন্দরা । সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় ছিলেন সঞ্চালক প্রবাল কুমার চক্রবর্তী ও ফোরামের সভাপতি সুমিত পালিত।

ক্যানিং-এ মানুষের মন জয়ে অভিনব কৌশল তৃণমূল প্রার্থীর

ক্যানিং, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, ৩০মার্চ ঃ ক্যানিং পশ্চিমে বাড়ি বাড়ি প্রণাম, মানুষের মন জয়ে অভিনব কৌশল তৃণমূল প্রার্থীর। ভোটের আবহে যখন রাজ্য জুড়ে রাজনৈতিক দলগুলির জোরদার প্রচার চলছে, তখন ক্যানিং পশ্চিমে এক অভিনব উদ্যোগ নিয়ে নজর কেড়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পরেশরাম দাস। নিজের বিধানসভা এলাকায় অন্তত এক লক্ষ প্রবীণ মানুষের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে আশীর্বাদ নেওয়ার লক্ষ্য স্থির করেছেন তিনি। প্রার্থীর দাবি, ইতিমধ্যেই তিনি প্রায় ১৫ হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে তাঁদের আশীর্বাদ নিয়েছেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরাসরি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এই প্রচার পদ্ধতি বেশ সাড়া ফেলেছে এলাকায়। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া ও ভালোবাসা পাচ্ছেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, গত নির্বাচনে এই কেঃদ্র থেকে জয়লাভ করে বিধায়ক হয়েছিলেন পরেশরাম দাস। এবারের নির্বাচনে দল পুনরায় তাঁর উপরই আস্থা রেখেছে। তাই প্রচারের শুরু থেকেই প্রতিটি পঞ্চায়েত ও বুথে নিজে উপস্থিত থেকে মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগে জোর দিচ্ছেন তিনি। প্রচারের অংশ হিসেবে প্রবীণদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার পাশাপাশি তাঁদের পাশে থাকার

নির্বাচনী আবহে ইডির তলব তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস কুমারকে, রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩০ মার্চ ঃ রাজ্যে ভোটের আবহে ফের সক্রিয় এনফোর্সমেঃট ডিরেক্টরেট। জমি দখল সংক্রান্ত একটি প্রতারণা মামলায় তলব করা হল বিদায়ী বিধায়ক তথা রাসবিহারী বিধানসভা কেঃেদ্রর তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস কুমার-কে। সোমবার সকালে তিনি সল্টলেকে ইডির দপ্তরে হাজিরা দেন। সূত্রের খবর, প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে কেঃদ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত দেবাশিস কুমারের কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতা ও শহরতলির একাধিক এলাকায় জমি দখল ও প্রতারণার অভিযোগ ঘিরে তদন্ত শুরু হয়েছে। সংশ্লিষ্ট একটি সংস্থার দপ্তর এবং যুক্ত কয়েকজন আধিকারিকের বা।িতে সম্প্রতি তল্লাশি চালানো হয়। অভিযোগ, প্রকল্পের নাম করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে এবং জোর করে জমি দখল করা হয়েছে। এই ঘটনায় কলকাতা ও আশপাশের বিভিন্ন থানায় অন্তত ১৬ থেকে ১৭টি এফআইআর দায়ের হয়েছিল। অভিযোগগুলি ইডির কাছে পৌঁছনোর পরই

তদন্তের প্রক্রিয়া শুরু হয়। দীর্ঘ তল্লাশিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি ও তথ্য হাতে এসেছে বলে দাবি তদন্তকারীদের। সেই সূত্রেই দেবাশিস কুমারের নাম উঠে আসে এবং তাঁকে তলব করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা তীব্র হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার অভিযোগ করেন, ভোটের মুখে কেঃদ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করে বিরোধীদের চাপে রাখার চেষ্টা চলছে। তাঁর দাবি, সবটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং এর পেছনে কেঃদ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ রয়েছে। যদিও বিজেপির পালটা বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্ট ও হাই কোর্টের নির্দেশ মেনেই ইডি ও সিবিআই তদন্ত চালাচ্ছে। কোনও অভিযোগ থাকলে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে তারা। ভোটের প্রাক্কালে এই ইডি তপরতা ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

হাওড়া সদরের চার প্রার্থীকে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া,৩০ মার্চ ঃ হাওড়া সদরের চার প্রার্থীকে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক এসইউসিআই (সি)-এর, হাওড়া জেলায় তারা ল।ছে মোট ৯টি আসনে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দল হাওড়া জেলায় মোট ৯টি আসনে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এর মধ্যে হাওড়া সদরে তারা লড়ছে বালি, শিবপুর, হাওড়া মধ্য ও দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রে। এছাড়া উলুবেড়িয়া মহকুমায় তারা লড়ছে উলুবেড়িয়া পূর্ব, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ, শ্যামপুর, বাগনান ও আমতা বিধানসভা কেন্দ্রে। হাওড়া সদরের প্রার্থীদের নিয়ে সোমবার বিকেলে হাওড়া ময়দানের ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন হলে এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করে এসইউসিআই(সি) হাওড়া জেলা কমিটি এখানে প্রার্থীদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয়। সাম্প্রতিক এসআইআর ইস্যু নিয়ে 'ভোট রক্ষা কমিটি' গড়ে বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন শুরু হযেছে বলে এদিন জানান দলের সদর নেতৃত্ব। এসইউসিআই(সি) এর দাবি, ২০২৫ এর নির্বাচন কমিশনের ভোটার লিস্ট ধরে এবার নির্বাচন করানো হোক। সেই দাবিতে এদিন তাঁরা সোচ্চার হন। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক সৌমিত্র সেনগুপ্ত,রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জয়মিনি বর্মন, জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য বিশ্বজিৎ মিত্র। এছাড়া বালি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী পুতুল চৌধুরী,মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শ্রীরূপ দাস, শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কার্তিক শীল এবং দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী রীতা ঘোষাল।

‘বিদ্রোহী’ সুনীলের পথ বদল, গেরুয়া শিবিরে যোগের ইঙ্গিত

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,৩০ মার্চ ঃ ভোটের ঠিক আগে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের রাজনীতিতে বড়সড় মোড়। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করলেন প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিং। সোমবার নিজেই এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে তিনি স্পষ্ট করেন, খুব শীঘ্রই তিনি বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন। দলবদলের ইঙ্গিত দিয়ে সুনীল সিং জানান, বিজেপিতে যোগ দিলে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং-এর বিরুদ্ধে জোরদার প্রচারে নামবেন তিনি। যদিও কবে আনুষ্ঠানিকভাবে গেরুয়া শিবিরে যোগ দেবেন, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এদিন জানাননি তিনি। রাজনৈতিক জীবনে একাধিকবার দলবদলের সাক্ষী এই নেতা। গারুলিয়া পুরসভার পুরপ্রধান থেকে শুরু করে উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে নোয়াপা।ার বিধায়ক-বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে লড়াই করলেও পরবর্তীতে ২০২২ সালে ফের তৃণমূলে ফিরে আসেন। তবে সেই সময় থেকেই দলের সক্রিয় রাজনীতিতে তাঁকে খুব একটা দেখা যায়নি। এদিন নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়ে সুনীল সিং অভিযোগ করেন, দল তাঁকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়নি এবং কোনও সাংগঠনিক কাজে ব্যবহার করেনি। তাঁর কথায়, মানুষের সঙ্গে থেকেই রাজনীতি করতে চাই। মানুষের সমর্থন থাকলে পরিবর্তনের লড়াইয়ে অবশ্যই অংশ নেব। উল্লেখ্য, সম্প্রতি রামনবমীর মিছিলে অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে তাঁকে দেখা যাওয়ার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছিল। এদিন সেই জল্পনারই অবসান ঘটালেন তিনি। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্য এই ঘটনাকে তেমন গুরুত্ব দিতে নারাজ। জগদ্দলের তৃণমূল বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম কটাক্ষ করে বলেন, দল কাউকেই গুরুত্ব দেয় না, নিজের গুরুত্ব নিজেকেই তৈরি করে নিতে হয়। ভোটের মুখে সুনীল সিংয়ের এই সিদ্ধান্ত নোয়াপাড়ার রাজনৈতিক সমীকরণে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জোর আলোচনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

শ্রীরামপুরে নতুন মুখের ইঙ্গিত, নিজে প্রার্থী না হয়ে ছেলেকেই এগিয়ে দিতে চান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর, ৩০০ মার্চ ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রার্থী তালিকা নিয়ে জোর জল্পনার মধ্যেই সোমবার বড় ইঙ্গিত দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। নিজে নির্বাচনী লড়াই থেকে সরে দাঁড়িয়ে নতুন প্রজন্মকে সুযোগ দেওয়ার সম্ভাবনার কথা তুলে ধরলেন তিনি। তাঁর কথায়, অনেকেই চাইছেন তাঁর ছেলে আঃেদালন সরকার এবার ভোটের ময়দানে নামুক। জানা গিয়েছে, শ্রীরামপুর বিধানসভা কেঃদ্রকে ঘিরেই এই জল্পনা সবচেয়ে বেশি। ২০২১ সালের নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকেই প্রতিদ্বনিন্দ্বতা করেছিলেন শুভঙ্কর সরকার। ফলে এবারের ভোটেও তিনি প্রার্থী হবেন কি না, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল তৈরি হয়েছিল। তবে সোমবার তিনি স্পষ্ট জানান, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই নেবে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের ছেলে আন্োলন। ২৫ বছর বয়সী আনেন্দালন সরকার বিদেশে আইন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। ছোটবেলা থেকেই রাজনৈতিক পরিবেশে বড় হওয়ায় রাজনীতির প্রতি তাঁর আগ্রহও স্পষ্ট। বর্তমানে বাবার বিভিন্ন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে পরামর্শদাতা হিসেবেও ভূমিকা রাখছেন তিনি। তাই এবারের নির্বাচনে তাঁর সম্ভাব্য প্রার্থীতা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির কথায়, শ্রীরামপুরের মানুষ চাইছেন আমি প্রার্থী হই। গতবার আমি ৬২ হাজার ভোট পেয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে ২৯৪ টা আসন দেখতে হবে। অনেকে বলছেন আমার ছেলে প্রার্থী হোক। কংগ্রেস হাইকম্যান্ড সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, পরিবারতন্ত্রের অভিযোগে অতীতে একাধিকবার সমালোচনার মুখে পড়েছে কংগ্রেস। তবুও রাজ্য রাজনীতিতে একাধিক নেতার পরিবারের সদস্যদের যেমন, সোমেন মিত্রের ছেলে রোহন মিত্রও নির্বাচনে প্রতিদ্ধন্দ্বিতা করেছেন। প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি ও দীপা দাশমুন্সির ছেলে মিছিল-এর সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা গিয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় এবার নতুন নাম হিসেবে উঠে আসছে আন্দোলন সরকারের নাম। ফলে শ্রীরামপুর কেন্দ্র ঘিরে আগামী দিনে রাজনৈতিক সমীকরণ কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

ভোটার লিস্টে বৈধ ভোটারদের নাম তোলার দাবি বসিরহাটে বিক্ষোভ

সৌরভ দাশ,বসিরহাট,৩০ মার্চ ঃ সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট এ বৈধ ভোটার দের নামবাদ দিয়ে বেনাগরিক করা হয়েছে, অবিলম্বে ভোটার লিস্টে বৈধ ভোটারদের নাম তুলতে হবে এই দাবিতে বসিরহাটে মিছিল এস.ইউ.সি.আই এর, মিছিল শেষে মহকুমা শাসকের দপ্তরে স্মারক লিপি জমা। অবিলম্বে ভোটার তালিকায. বৈধ ভোটারদের নাম তোলার দাবিতে ফেস্টুন ব্যানার নিয়ে প্রতিবাদে সামিল এস ইউ সি আই। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট ইছামতি ব্রিজের সন্নিকটে বোটঘাট ইটিন্ডা রোডে প্রতিবাদ বিক্ষোভ ইসিইউআই কর্মী সমর্থকদের। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা এসইউসিআই কমিটির সদস্য অজয় বাইন বলেন বিগত দিনের যে দুটি সাপ্লিমেন্ট তালিকা বেরিয়েছে তাতে রাজ্যের বহু বৈধ নাগরিক কে বেনাগরিক বা অবৈধ ভোটার করে দিয়েছে। তালিকা থেকে যে সকল বৈধ নাগরিকদের নাম বাদ গিয়েছে অবিলম্বে তাদের নাম ভোটারের তালিকায় নাম তুলতে হবে,নাহলে ২০২৫ সালে যে ভোটার তালিকা অনুযায়ী ভোট হয়েছিলো সেই অনুযায়ী ভোট করতে হবো। এই দাবিতেই তারা মিছিল করেন তারপরে বসিরহাট শাসকের দপ্তরে স্বারক লিপি জমা

হাওড়ার ডোমজুড়ে পাখা কারখানায় বিধ্বংসী আগুন, কালো ধোঁয়ায় ঢাকল গোটা এলাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া,৩০ মার্চ ঃ সোমবার সকাল ৬টার দিকে হাওড়ার ডোমজুড়ে একটি পাখা তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ঘটে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে কারখানার ভিতরের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল, ফলে কালো ধোঁযা. পুরো এলাকায ছেয়ে যায়। আশপাশের কারখানায .আগুন ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, যার ফলে এলাকাবাসী আতঙ্কিত হয়ে প।নে। প্রাথমিকভাবে কারখানার কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালান। তারা দ্রুত জল ছিটিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও তীব্র আগুনের কারণে পরিস্থিতি নিযন্ত্রণের বাইরে চলে যায। খবর পেযে. দমকলের ১০টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে দ্রুত আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। দমকল কর্মীরা জানিয়েছেন, আগুন নেভাতে আরও সময .লাগবে এবং পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি নিযন্ত্রণে আসেনি। কারখানাটি ঘিঞ্জি এলাকা

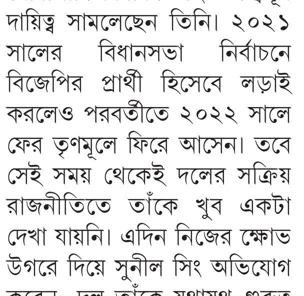

হওয়ায় দমকলের পৌঁছাতে বেশ বেগ পেতে হয়। কারখানায় প্রচুর দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায আগুনের তীব্রতা আরও বেড়ে গেছে। দমকল সূত্রে জানা গেছে, কীভাবে আগুন লেগেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তারা ঘটনাস্থলে কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন। স্থানীয়রা জানান, আগুনের তীব্রতা এবং কালো ধোঁযা এমনভাবে ছড়িয়েছে যে আশেপাশের এলাকা পুরোপুরি ধোঁয়ায় ঢাকা। দমকলের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তপর ভূমিকা নেয়। আশেপাশের ব্যবসাযী ও কর্মীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে কারখানার যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হযেছে। দমকল কর্মীরা জানান, দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে হলে আরও কিছু সময. লাগবে। এলাকা সচেতন রাখা হয়েছে যাতে আশেপাশের জনসাধারণ নিরাপদে থাকতে পারে। ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্ণয় এবং ক্ষযক্ষতি পরিমাপের কাজ শুরু হয়।

কলকাতার আরজি স্টোন ইউরোলজি অ্যান্ড ল্যাপারোস্কোপি হাসপাতাল কিডনিতে জটিল পিইউজে প্রতিবন্ধকতা সফলভাবে নিরাময় করেছে

কলকাতা, ৩০ মার্চ ঃ কলকাতার আরজি স্টোন ইউরোলজি অ্যান্ড ল্যাপারোস্কোপি হাসপাতাল একটি বিরল অস্ত্রোপচারগত সাফল্য অর্জন করেছে। তারা কিডনির এক জটিল সমস্যায় ভুগতে থাকা ২৩ বছর বযসী এক রোগীর চিকিৎসা করেছেন। রোগীটির 'হর্সশু কিডনি' ছিল, যা একটি বিরল জন্মগত ত্রুটি যেখানে কিডনি দুটি একসাথে জোড়া লেগে থাকে। এই রোগী পিইউজে অবস্ট্রাকশনেও ভুগছিলেন, যা কিডনি ও মূত্রনালীর সংযোগস্থলে সৃষ্ট একটি প্রতিবন্ধকতা। ডাক্তার জিশান রহমান একটি অত্যাধুনিক ল্যাপারোস্কোপি সম্পাদনে মেডিকেল টিমকে নেতৃত্ব দেন। এটি একটি ন্যূনতম ইনভেসিভ সার্জারি যেখানে খুব ছোট ছোট ছিদ্র ব্যবহার করা হয়। অস্ত্রোপচারের সময় সার্জনরা সাবধানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী রক্তনালীকে সুরক্ষিত রাখেন। অস্ত্রোপচারটি সফলভাবে প্রতিবন্ধকতা দূর করে এবং কিডনির মারাত্মক ফোলাভাব কমায়। ফলে, রোগী মাত্র তিন দিনের মধ্যে ব্যথামুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরতে সক্ষম হন।রোগী বাম কোমর অঞ্চলে ক্রমাগত ব্যথা নিয়ে এসেছিলেন। একটি নন-কনট্রাস্ট সিটি স্ক্যানে হর্সশু কিডনির বাম অংশে গুরুতর হাইড্রোনেফ্রোসিস ধরা পড়ে। এটি একটি জন্মগত অবস্থা, যার বৈশিষ্ট্য হলো সংযুক্ত কিডনি এবং পরিবর্তিত গঠন। পরবর্তী পরীক্ষায় একটি আড়াআড়ি রক্তনালীকে প্রতিবন্ধকতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যা কেসটিকে বিশেষভাবে জটিল করে তোলে।আরজি কলকাতার ইউরোলজি বিভাগের পরামর্শদাতা ডা. জিশান রহমান বলেন, হর্সশু কিডনির ক্ষেত্রে পিইউজে'র প্রতিবন্ধকতা বা বাধার ব্যবস্থাপনা স্বভাবতই বেশ জটিল একটি বিষয় এর মূল কারণ হলো কিডনির গঠনগত ভিন্নতা এবং এর সাথে যুক্ত রক্তনালীর বৈচিত্র্য। বর্তমান ক্ষেত্রে, প্রতিবন্ধকতা দূর করার পাশাপাশি কিডনির ওপর দিয়ে আ।াআ।িভাবে অতিক্রান্ত রক্তনালীটিকে অক্ষত রাখাটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত ল্যাপারোস্কোপিক কৌশলের সহায়তায় আমরা অত্যন্ত সফলভাবে এই উভয় লক্ষ্যই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি, যা রোগীর সর্বোত্তম ফলাফল এবং দ্রুত আরোগ্যলাভ নিশ্চিত করেছে।তিনি আরও বলেন, শারীরিক গঠনের জটিলতার কারণে, সার্জিক্যাল টিম জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়ার অধীনে ডিজে স্টেন্টিং সহ একটি ল্যাপারোস্কোপিক পাইলোপ্লাস্টি সম্পন্ন করেছে। আড়াআড়িভাবে থাকা রক্তনালীগুলোর উপস্থিতির কারণে গুরুত্বপূর্ণ রক্তনালী কাঠামোগুলো অক্ষুণ্ণ রেখে প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সূক্ষ্ম সার্জিক্যাল পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন ছিল। অস্ত্রোপচারটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতা কার্যকরভাবে দূর করা সম্ভব হয়েছে এবং একই সাথে সংযোগকারী রক্তনালীটিও অক্ষত রাখা হয়েছে, যা বৃক্কের কার্যকারিতা বজায় রাখা ও জটিলতা এড়ানোর জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রোগী স্বাভাবিকভাবে সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং অস্ত্রোপচারের তৃতীয় দিনে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়, যা জটিল মূত্ররোগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম আক্রমণাত্মক অস্ত্রোপচারের উপকারিতা তুলে ধরে।এই সাফল্য ইউরোলজির কঠিনতম চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় আরজি স্টোন কলকাতার দক্ষতাকে জোরালোভাবে তুলে ধরে-যা প্রচলিত অস্ত্রোপচারের তুলনায় রোগীর সুস্থ হয়ে ওঠার সময় ও জটিলতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১১৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৬ চৈত্র, ১৪৩২

বীরাঙ্গনা চারুপ্রভা

শিকল ভাঙার আহ্বানে যখন বাংলার অন্তঃপুর কেঁপে উঠছিল, যখন পর্দার আড়ালে বন্দী নারীরাও স্বাধীনতার স্বপ্নে জেগে উঠছিল;সেই আগুনের অগ্নিশিখা ছিলেন এক অদম্য নারী;চারুপ্রভা সেনগুপ্ত। ১৮৯৭ সালের ২৯ মার্চ, ময়মনসিংহের কাঁঠালিয়া গ্রামে জন্ম নেন এই সাহসিনী। পিতা মহেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও মাতা কুসুমকুমারী দেবীর আদর্শে বড় হয়ে ওঠা চারুপ্রভা শৈশব থেকেই ছিলেন দৃঢ়চেতা। তাঁর পারিবারিক শিকড় ছিল বংশী গ্রামে, আর দিদি হেমপ্রভা দাসগুপ্তও ছিলেন শিক্ষিত ও সচেতন এক নারী। পরবর্তীতে ভারতবন্ধু সেনগুপ্তের সাথে বিবাহ হলেও সংসারের গণ্ডি তাঁকে কখনোই আটকে রাখতে পারেনি। দেশ তখন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তাল। সেই সময় নারীদের ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখার প্রথাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চারুপ্রভা গড়ে তোলেন অন্তঃপুর শিক্ষা সমিতি;নারীশিক্ষার এক সাহসী উদ্যোগ। তিনি প্রকাশ করেন প্রিয়পুজা নামে একটি পুস্তিকা, যা নারীদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু তিনি শুধু কলমেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না;তিনি ছিলেন রাস্তায় নামা এক যোদ্ধা। পিকেটিং, বেআইনি সভা, শোভাযাত্রা;সব ক্ষেত্রেই তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে রাজবাড়ির বহু নারী, বউ ও কন্যারা ঘরের বাধা ভেঙে রাস্তায় নেমে আসেন। এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ১৯৩০ সালের জুলাই মাসে, তাঁর বজ্রকণ্ঠ বক্তৃতা ব্রিটিশ শাসকদের কাঁপিয়ে তোলে। রাজদ্রোহ -এর অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু কারাবাস তাঁর মনোবল ভাঙতে পারেনি। তিনি যোগ দেন ঐতিহাসিক লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে, যা ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এক প্রতীকী বিদ্রোহ। ১৯৩২ সালে আবারও আইন অমান্যের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ১৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। জেলের অন্ধকার কুঠুরিতেও তাঁর আত্মা ছিল অবিনাশী। ১৯৩৩ সালে মুক্তি পেয়ে তিনি সমাজগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন; হরিজন বিদ্যালয়, চরকা, খদ্দর;সব কিছুর মধ্য দিয়ে তিনি জাতীয় চেতনাকে ছড়িয়ে দিতে থাকেন। ১৯৩৫ সালে তাঁর পরিবারও ব্রিটিশ অত্যাচারের শিকার হয়। টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর ছেলেদের গ্রেপ্তার করা হয়, ঘন ঘন বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়;যদিও তাদের সঙ্গে বিপ্লবী কার্যকলাপের কোনো সরাসরি যোগ ছিল না। এই মানসিক ও শারীরিক চাপ তাঁর স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে, এবং ১৯৩৬ সালে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। তবুও সংগ্রাম থামেনি। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলন-এ তিনি আবার ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেই সময় তাঁর প্রায় সমস্ত সন্তানই গ্রেপ্তার হন। নিজেও তিনি প্রেসিডেন্সি জেলে প্রায় ১০ মাস নিরাপত্তা বন্দী হিসেবে কাটান। ১৯৪৬ সালে, যখন ফরিদপুরের রাজবাড়িতে দাঙ্গার আগুন জ্বলছিল, তখন এই সাহসী নারী শান্তি কমিটি গঠন করে সেই দাঙ্গা রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর মানবিকতা ও নেতৃত্ব সেই অশান্ত সময়ে এক আলোর দিশা দেখায়। অবশেষে, ১৯৭৫ সালের ২০ এপ্রিল তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আজও ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল।

অভিনেতা রাহুল

'রাহুল দা' আর নেই, এ কথা মানতেই পারছেন না অভিনেত্রী শ্বেতা মিশ্র। আধ ঘণ্টা আগেও একসঙ্গে শুটিং করেছেন তাঁরা। তারপরই এই ঘটনা! দিঘার হাসপাতালের যে ভিডিয়ো সামনে এসেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে, অভিনেত্রীকে ধরে রাখাই যাচ্ছে না। বারবার প্রশ্ন করছেন, 'রাহুল দা কোথায়?' তালসারির সমুদ্রে রবিবার বিকেলে তলিয়ে যাওয়ার প্রায় সাড়ে ৩ ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হয় অভিনেতা রাহুলকে। দিঘা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ৪৩ বছরের অভিনেতাকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। আপাতত সেখান থেকে দেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে। রাতেই ময়নাতদন্তের পর কলকাতায় দেহ নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানা যাচ্ছে। 'ভোলে বাবা পার করেগা' ছবির শুটিং-এ তালসারি গিয়েছিলেন রাহুলরা। অভিনেত্রী শ্বেতা মিশ্রও ছিলেন ওই সিরিয়ালে। সূত্রের খবর, নায়িকা শ্বেতা মিশ্র আর রাহুল জলের দিকে গিয়েছিলেন। ইউনিটের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, বোট থেকে পড়ে যাননি অভিনেতা। শুটিং-এর প্যাকআপ হয়ে যায়। তারপর নায়িকা শ্বেতা মিশ্র আর রাহুল জলের দিকে গিয়েছিলেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন রাহুল। তখন শ্বেতা টেকনিশিয়ানদের ডাকেন বলে সূত্রের খবর। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, শ্বেতা হাসপাতালে বসে রয়েছেন। তাঁকে ধরে রাখা যাচ্ছে না। তিনি বলছেন, আমি আর রাহুলদা আধ ঘণ্টা আগেও তো শুটিং করছিলাম। আমিও পড়ে গেলাম। আমি তো ঠিক আছি। রাহুলদা ঠিক আছে তো? আমি কথা বলব, আমাকে যেতে দিচ্ছে না। এদিকে, টলিপাড়ায় নেমেছে শোকের ছায়া। শোকস্তব্ধ গোটা পরিবার। বিজয়গড়ে রাহুলের বাড়িতে একে একে উপস্থিত হচ্ছেন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। বাংলা সিনেমা যখন মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে ঠিক তখন কোনও না কোনও অঘটন ঘটে চলেছে। বহু প্রতিভাবান অভিনেতা থেকে শুরু করে অভিনেত্রীরা বাংলা সিনেমা ত্যাগ করে মুম্বই পাড়ি দিয়েছে। আবার বহু বাংলা চলচ্চিত্রের দক্ষ টেকনিশিয়ানরা পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করে মুম্বই কিংবা চেন্নাইতে পাড়ি দিয়েছেন। তার ফলে বাংলার টলিপাড়ায় দক্ষ টেকনিশিয়ান থেকে শুরু করে অভিনেতা এবং অভিনেত্রীর অভাব দেখা দিতে শুরু করেছে। যদিও বাংলা চলচ্চিত্রকে ভালোবেসে এখন বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান শিল্পীরা রয়েছেন। তারা বাংলা ছবি ত্যাগ করে অন্য কোনও ছবি করার ইচ্ছা প্রকাশ করছে না। তবে এখন যেভাবে টিভি শিরিয়াল ক্রমশ জনপ্রিয় হতে শুরু করে দিয়েছে তার ফলে বাংলা চলচ্চিত্র তৈরি হওয়ার সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। এই সময়ে বাংলার বেশ কয়েকজন তরুণ প্রতিভাবান অভিনেতারা দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করে চলেছেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

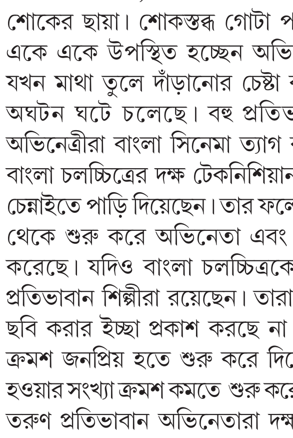

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বললেন, যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার কোনওদিন কোথাও বিপদ হয় না। তিনি সব সময়ে বিজয়ের মুকুট পরে থাকেন। জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। সত্যের মধ্যে শক্তি নিহিত। যার কাছে সত্য রয়েছে তিনি সর্বশক্তির অধিকারী। তিনি সব সময়ে শক্তি ধারন করতে পারেন। মিথ্যাচারের কাছে কোনও শক্তি থাকে না। মিথ্যাচার কেবল শক্তিহীন হয়ে পড়তে শুরু করে। তন্ত্র সাধনা করে মা কালীকে জাগ্রত করতে হবে। তার কাছ থেকে শক্তি প্রার্থনা করতে হবে। তবেই তিনি মাতৃশক্তি দিয়ে থাকেন। সকলের মধ্যে ঈশ্বরের স্থান রয়েছে। তিনিই সৎ পথে পরিচালিত করেন।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, ধর্মের জয়ী সব সময়ে। অধর্মের পরাজয় ঘটে। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে ফিরে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। নরেনকে জয় করার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি মা থাকেন।

নকশাল আন্দোলনে না জড়ালেও উৎপল দত্ত চারু মজুমদারের সঙ্গে কমিউনিস্ট বিপ্লবের কথা বলতেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

১৯৬৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর মিনার্ভা হলে 'তীর' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়েছিল। ৮ দিন পর, ২৪ ডিসেম্বর মুম্বইয়ে গ্রেপ্তার হন উৎপল দত্ত। নকশালবাড়ির অভ্যুত্থানের কমবেশি ছয় মাস পরের ঘটনা। ওই বছর ১০ সেপ্টেম্বর কোচবিহার জেলার শহিদ বাগে 'নকশালবাড়ি ও কৃষক সংগ্রাম সহায়ক কমিটি' আয়োজিত প্রকাশ্য জনসভায়

উৎপল দত্ত বলেন, 'উষার সূর্যোদয়ের মতো নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলন বিপ্লবের প্রথম আলোকপাত এবং প্রকৃত কমিউনিস্টরা এই পথ গ্রহণ করবে। কারণ মাতৃজঠরের শিশুস্পন্দন যেমন মায়েরাই গ্রহণ করতে পারেন, অপরে নয়- তেমনি নকশালবাড়ির কৃষক বিপ্লব সাচ্চা বিপ্লবীরাই ধরতে পারবেন।'

শিলিগুড়িতে নকশালবাড়ি রাজনীতির প্রবক্তা চারু মজুমদারের বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে এবং অন্যতম প্রধান নেতা সৌরেন বসুর সঙ্গে কৃষক বিপ্লবের রাজনৈতিক তাৎপর্য এবং ঘটনাবলির নানা দিক নিয়ে আলোচনা, অভ্যুত্থান ও রাষ্ট্রীয় গণহত্যার ঘটনাস্থল বড়ো ঝড়ুজোত ও প্রসাদুজোত সরজমিন দেখা, কৃষকদের অভিজ্ঞতা শোনা এবং তাঁদের গান শোনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নকশালবাড়ির বাস্তবকে আত্মস্থ করেন উৎপল দত্ত। সব রেকর্ড করেন। একটি নাটক নির্মাণের আদর্শগত ও ঘটনাগত উপকরণ সংগ্রহের নিবিড় সময় সেটা। তিনি লিখেন, 'গাঁ থেকে গাঁয়ে ঘুরে জঙ্গি চাষি আর তাদের পরিবার- ওঁরাও, রাজবংশী, গোর্খা আর বাঙালিদের সঙ্গে কথা বলি। পক্ষকালের শেষে টেপ করা গান আর ট্রাইবাল সঙ্গীতের একডজন স্কুল আমাদের সংগ্রহে আসে। এরপরই আমি 'তীর' নাটকটা লিখে ফেলি। দিনরাত রিহার্সাল চলে পুরোদমে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচনা করেন তার সঙ্গীত।' উৎপল দত্তের এই সফরে সঙ্গী ছিলেন আলোকশিল্পী তাপস সেন এবং মঞ্চস্থপতি নির্মল গুহরায়। নাটকটি কী হতে চলেছে তা জানতে একদিন চারু মজুমদার নিজে রিহার্সাল দেখতে আসেন। ইতিমধ্যে উৎপল দত্তকে বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিপিএম। ১৯৬৭ সালের ৮ সেপ্টেম্বর, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি এক বিবৃতি দেয়, 'বিখ্যাত নাট্যশিল্পী উৎপল দত্ত কখনও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না, এখনও তিনি ভারতের কমিউনিস্ট (মার্কসবাদী) -র সভ্য নন। অতীতে তাঁর শিল্পকর্মের মারফতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে এবং পার্টি বিভক্ত হওয়ার পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পক্ষে তিনি প্রচার করেছেন। তাতে পার্টির লাভ নিশ্চয় হয়েছে, তাঁর নিজের ও তাঁর দলের জনপ্রিয়তাও বেড়েছে। আজ উৎপল দত্ত হঠকারীদের দলে ভিড়ে গিয়ে আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাতে আরম্ভ করেছেন। তিনি নিজের পথ বেছে নিয়েছেন। আমাদের পার্টির সভ্য তিনি নন যে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা আমরা নেব। আমাদের পার্টির সভ্য ও বন্ধুগণের নিকট আমরা অনুরোধ জানাই যে তাঁরা যেন শিল্পী উৎপল দত্ত ও তাঁর দলের সঙ্গে কোনও সংস্রব না রাখেন- কোনও সভাসমিতি ও অভিনয়ে তাঁদের যেন নিমন্ত্রণ না করেন।' উত্তরবঙ্গ থেকে ফেরা ও 'তীর' নাটক মঞ্চস্থ হবার মাঝখানে একদিন উৎপল দত্ত কলকাতায় এক সভায় এলেন। দৃশ্যত গান ও নাটকের অনুষ্ঠান, ভেতরে রাজনৈতিক কর্মসূচি। 'অভিযান গোষ্ঠী' আয়োজক। বামপন্থী সাংস্কৃতিক সংগঠন 'অভিযান' তখন আড়াআড়ি ভাগ হয়ে গেছে। সাবেক সিপিএম আর নকশালপন্থী সিপিএম-এ। তখনও নকশালপন্থীদের কোঅর্ডিনেশন কমিটি বা বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়নি। পার্টি হতে আরও অনেক দেরি। সুন্দরীমোহন এভেনিউয়ে ন্যাশনাল মেডিকাল কলেজের 'দেশবন্ধু ছাত্রাবাস'-এর উলটো দিকে লেডিজ পার্কে সভার আয়োজন করা হয়েছিল।

'অভিযান'-এর সংগঠক এবং বামপন্থী ছাত্র-যুবরা নকশাল বাড়ির প্রকৃত ঘটনা জানতে উদগ্রীব ছিলেন। ঘণ্টাখানেকের ভাষণে উৎপল দত্ত স্বভাবসিদ্ধ আকর্ষণীয় ভাষা ও ভঙ্গিতে গ্রামীণ জনতার অভ্যুত্থান এবং রাষ্ট্রীয় বর্বরতার ছবিটি তুলে ধরেন। তাঁর বক্তৃতায় অনেকেই সংশয় কাটিয়ে উঠে বুঝে নেন বিপ্লবী লড়াই শুরু হয়ে গেছে। মঞ্চে সেদিন ছিলেন ঋত্বিক ঘটকও, যথারীতি নীলকণ্ঠ। শূন্যে হাত তুলে মুঠিবদ্ধ করে বলেছিলেন, ভান্ত ঘোষের মতো সমাজশত্রুদের ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। প্রসঙ্গত, প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে কংগ্রেসের সমর্থনে প্রফুল্ল ঘোষকে ক্ষমতায় বসানোর ম্যানেজার ছিলেন ভান্ত ঘোষ এবং তাঁর বাসস্থান লেডিজ পার্কের সভাস্থলের গায়ে।

নকশালবাড়ির ঘটনা নিয়ে কেন তিনি নাটক করতে গেলেন, সে-বিষয়ে অনেক পরে ইতালিয় কমিউনিস্ট নেতা গ্রামশিকে উদ্ধৃত করে উৎপল দত্ত লেখেন, 'আমাদের কাছে ছোটোখাটো আন্দোলনও বড় হয়ে দেখা দিতে পারে। কারণ আমরা তাকে অন্যান্য আন্দোলনের পাশে রেখে দেখি। সেগুলো কেবল আমরাই অনুভব করি। আমাদেরই প্রত্যহের সঙ্গে সেঁটে থাকে সেগুলো, আমরাই তো সেগুলো এক অন্তর্বর্তী পৃথিবীর অণু বলে অনুভব করি। 'তীর'-এ কোনো মিথ্যের অবতারণা করা হয়নি। কৃষকদের বীরত্ব যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি পুলিশের বেপরোয়া বর্বরতা। শ্রেণি সংগ্রামের মুহূর্ত এটা একটা, ইতিহাসের রশ্মিকেন্দ্রে এক অনাবৃত বিস্ফোরণ।'

নকশালপন্থায় বিশ্বাসী নেতাদের অনেকের সঙ্গে উৎপল দত্তের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। তাঁর জীবনী লেখক জানায়, শহিদ মিনারে নকশালপন্থীদের প্রথম প্রকাশ্য সমাবেশে উৎপল দত্ত ছিলেন প্রধান বক্তা। ১৯৬৭ সালে এই রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মুখপত্র 'দেশব্রতী'র শারদ সংখ্যায় তিনি লেখেন 'শাহেনশা, তোমার পুরস্কার তোমারই থাক'। 'শাহেনশা, যে হাতে তুমি দিতে এলে পুরস্কার। সচকিত তাকিয়ে দেখি কৃষ্ণনগরের রক্তের ছাপ তাতে রয়েছে এখনো।

ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়াচ্ছে মেঝেয়, নূরুল নামে আমার একটি ছোট্ট ভাইয়ের খুন।'

১৯৬৭ সালের ১২ নভেম্বর, 'তীর' নাটকের মহলা চলছে তখন, নকশালবাড়ি আন্দোলনের ডজনখানেক নেতার সঙ্গে উৎপল দত্তের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। উৎপল আত্মগোপন করেন। গ্রেপ্তার হলেন মুম্বইয়ে। তখন তিনি ইসমাইল মার্চেন্টের 'গুরু' ছবিতে কাজ করছেন। কেন গ্রেপ্তার হলেন? উৎপল নিজেই বলেছেন, 'তীর' নাটকের জন্য নয়। হয়েছিল অন্য কারণে। নকশাল নেতৃত্বের নির্দেশে একটি 'আর্মস ডিল' অর্থাৎ অস্ত্র ব্যবসায়ীর কাছ থেকে গোপনে অস্ত্র কেনার চুক্তি করতে গিয়ে। Towards A Revolutionary Theatre -গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদে লিখেছেন নাট্যকার। তাঁর এই বয়ান নিয়ে সংশয় আছে, তর্ক আছে। মুম্বই পুলিশ দীর্ঘ জেরার পর উৎপল দত্তকে বিমানে উড়িয়ে আনে কলকাতায়। নিয়ে যাওয়া হয় দমদম সেন্ট্রাল জেলে। বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্রনেতা অচিন্ত্য গুপ্ত তখন ওই জেলে বন্দি। তাঁর পাশের সেলে ঠাঁই হয় নাট্যকারের। অচিন্ত্য গুপ্তের লেখা আত্মকথা-নির্ভর উপন্যাস 'একজন নকশালপন্থীর অর্ধেক জীবন' থেকে এই সময়টা আমরা পড়ে নিতে পারি;

'জেলার সাহেব নিজে দাঁড়িয়ে থেকে লোক ডেকে সেলটি পরিষ্কার করালেন। যেন জেলারের ব্যক্তিগত কোনো ভিআইপি অতিথি আসছেন। সকালবেলার খাবারের ব্যবস্থা করে রাখতে বললেন। এই সমাজে সফল, জনপ্রিয় মানুষের মর্যাদা যে কোনো অবস্থাতেই বেশি। ঠিক এগারোটায় জেলখানার গেট পেরিয়ে হাতে একটা সেতার গুঅন্য এক জায়গায় আছে, তানপুরা নিয়ে উৎপল দত্ত ঢুকলেন। পাশে জেলার ওঁর পারিষদবর্গকে সঙ্গে নিয়ে বেশ অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে আসছেন। আজিজুল হক, অরিন্দমরা উপন্যাসে লেখকের নাম এগিয়ে গিয়ে লাল সেলাম জানিয়ে হাত মেলাল। আজিজুলদার সঙ্গে অনেক আগে থেকেই পরিচয়। অরিন্দম উৎপল দত্তর তিন-চারটে জিবি-তে হাজির থেকে দীর্ঘ আলোচনা মুগ্ধ হয়ে শুনেছে, ব্যক্তিগত আলাপ ছিল না। উৎপল দত্তকে ঘিরে কমরেডদের বেশ বড় জটলা তৈরি হল।

তিনতলায় ওঁর জন্য নির্দিষ্ট করা সেল উপচে পড়ল। উৎপল দত্ত আসার পর থেকে জেলখানার একঘেঁয়েমিটা খানিকটা কাটল। ওঁরই উদ্যোগে নিয়মিত স্টাডি ক্লাস শুরু হল। উৎপল দত্ত, আজিজুল হক, অশোক দত্ত ক্লাস নিতেন। দেশ-বিদেশের বিপ্লবী লড়াইয়ের ইতিহাস শোনাতেন।

নবদ্বীপের ডায়েরি ঃ চৈতন্যস্থানে অন্নপূর্ণা পুজো

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

স্বয়ং অন্নপূর্ণা। অন্ন প্রদায়নী মা অন্নপূর্ণা পুজো, বাবা ভিখারি হলেও মা যে জগৎ জননী। এই অন্নপূর্ণা পুজোর দিন অন্য অন্নপূর্ণাদের গল্প, গল্প ঠিক নয় রূপকথা। সাবেকী ঘরানার বড় হওয়ার সুবাদে আমরা আজো সেকেলে। বারো মাসে ঘরে তেরো পার্বণ, তার সঙ্গে জড়িত লৌকিক আচার বিচার অতিথি আপ্যায়ন মূল অঙ্গ। সেই সূত্রে এই অন্নপূর্ণাদের প্রসার, নবদ্বীপের ঠাকুর এর কাজ থেকে বিয়ে অন্নপ্রাশন উড়িয়া ঠাকুর ছাড়া রান্না তথাকথিত সনাতনী সমাজে ব্রাত্য। তাই তখন বাড়ি বিশেষ খ্যাতি সম্পন্ন ঠাকুর যেমন আমাদের দুই বাড়িতে অতিথি আপ্যায়ন এ পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত বাসু ঠাকুর দাদু আর পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত বেকা ঠাকুর দাদু, এনাদের জোগানদাতা এই সব দিদুরা পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রী মতী পচি দিদুন আমাদের বাড়িতে আর পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রী মতী রাণী দিদুন চৌধুরী বাড়িতে। ক্রমে ছোট খাটো অনুষ্ঠানে জন্মদিন,সাধ বা ১০০-১৫০ লোকের রান্নায় এনাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ঠাকুর দের পাশাপাশি,আজো নবদ্বীপের তথাকথিত সনাতনী বাড়িতে এনারা উৎসবের মূল কাণ্ডারি। এখন তথা কথিত ক্যাটারিং সার্ভিস এর দৌলতে ঠাকুর কালচার না থাকলে ও এনাদের অস্তিত্ব স্ব মহিমায় ভাস্বর। আমাদের বাড়িতে ঠাকুর দের অন্যতম ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত সূর্য ঠাকুর চন্দননগরের,এনার হাতের মাংস থেকে রাধা বল্লভী সব অনবদ্য। এই রাণী দিদুন চৌধুরী বাড়িতে পয়লা বৈশাখ এ দোকান এ যে বসে পাত পেড়ে লুচি আলুর দম খাওয়ানো হতো তার যোগানদার ঠাকুর এর, তাই মামের জন্ম ইস্তক রাণী পিসি, তেল মাখিয়ে দেওয়া থেকে যত্ন করে চুল বেঁধে দেওয়া যখন কাজে যেতেন চৌধুরী বাড়িতে।তাই ভদ্রমহিলা মাম চলে যাওয়ার ইস্তক মনখারাপ, তার সুযোগ্য মেয়ে আমার পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রী মতী আরতিদি মামের কাজের সময় সব নিজের হাতে করেছেন কিন্তু রাণী দিদুন আসেনি, কোলে পিঠে মানুষ করা মেয়েটা অচিন পুরে মেনে নিতে পারেননি মন থেকে,আজ দেখা হতেই গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কতক্ষণ গল্প গাছা পুরানো সব কথা। তবে ৭০ ওপর বয়স (দেখলে মনে হয় না)। এখনো ২০০-৩০০ লোকের রান্না অনায়াসে করতে পারেন,বড় বড় খুন্তি হাতা নেড়ে। এখন মূল কথা সামনে মামের বাৎসরিক সম্পন্ন হওয়ার পর আমার শুভ অনুষ্ঠান কবে করবো তাই নিয়ে, খুব আশা নিজের হাতে নাতিন জামাইকে রেঁধে খাওয়াবে। বাসন্তী পুজোর এই কটা দিন বিশেষ করে অন্নপূর্ণা পুজোর বলতে আমার বর্ণামার বাড়িতে (প্রতিবেশী ঠাম্মা হলেও ঠাম্মার থেকে বিন্দুমাত্র কম ছিল না, ঠাম্মা মজা করে বলতো আমার দাইমা) বাংলাদেশের পুজো, এখানে আসার পর শুরু হয় তখন থেকেই আমি এর সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, নিজের হাতে বর্ণালীকে ওরফে আমাকে সব শিখিয়েছিলেন মানুষটা,এক সময় ভর আসতো সিঁদুর পড়ে ডাকের তালে তালে আমার বর্ণামা চিন্ময়ী হয়ে উঠতো। এখন কাকু কাকীমা ভাই বোনরা আনন্দ করে পুজো করি, কাকীমা কাকুকে এবার মজা করে বলছিল,ভাইজি এবার পর হলো, পরের বছর থেকে ভাইজি জামাইকে আগে থেকে নেমন্তন্ন না করলে ভাইজিকে আর আসতে দেবে না, তখন পুজোর কাজ, অতিথি আপ্যায়ন পরিবেশন, নরনারায়ণ সেবাকে তোমার এত ভোগ সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত বসে বাড়বে, এখন সবেতেই তো মনা আছে তখন কি হবে আপনার কাকু,কাকুর উওর আসবে সে সময়, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে পর হয়ে যায় বরং একটা ছেলে পাবো ঠাকুর এর কাজের। সেই সব কথা গল্প আড্ডা সঙ্গে মন ভালো করা কাজ, কত চেনা মানুষ এর সঙ্গে দেখা, পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রী মতী মনিকা পিসি (কাউন্সিলর) কতক্ষণ ভাঁড়ার ঘরে এসে আমার সঙ্গে গল্প গাছা করে গেছে,কত মানুষ দেখা করতে এসেছেন ঠাকুর ঘরে এবার আমার দেখা না পেয়ে। আমরা একটু সেকেলে কিনা এগুলো আমাদের ঐতিহ্য, এগুলো রক্তের টান থেকে ও বেশী। পরমেশ্বরের কৃপায় সুস্থ থাক এই অন্নপূর্ণারা আর তাদের পরবর্তী প্রজন্ম। দেশ বিদেশের থেকে ডাক পেলেও মাটির মানুষ, মাটিতে থাকতে পছন্দ করেন। জয় মা অন্নপূর্ণা সবাইকে সুস্থ রেখো ভালো রেখো। ছবিটা ইচ্ছে করে তুলে রাখলাম আজ আছি কাল নেই থাক স্মৃতি টুকু। এনাদের হাতের রান্না স্বাদ হয়তো, হয়তোবা কেন সত্যি সত্যি অন্নপূর্ণা মায়ের মতো।

আজ মাকে আরেকবার বিদায় দিয়ে এলাম গঙ্গায় কিছুমাস আগে এই রকম সময় কাকু বাবাইদের হাত ধরে একটা কলসি শুদ্ধ তাকে ও নিয়মা চার মেনে দিয়ে এসেছিলাম গঙ্গায়। বড় ছোটবেলার থেকে তার মুখে একটা কথা খুব শুনতাম,সে ভদ্রমহিলার মা মাত্র পাঁচ বছরে তাকে রেখে অচিন পাখি হয়েছিলেন তাই তাকে তার শেষ যাত্রায় রাখে নি কেউ, দূর থেকে আগুনে এক ঢাল চুল আর ধোঁয়ার কথাটা বার বার ফিরে আসতো স্মৃতি তে। মাঝে মাঝে বলতো আমি চলে গেলে তুই আমার আগুন আহুতি দিবি অন্য কেউ না,তুই আমার ছেলে তুই মেয়ে তোকে তোর বাবাই ছেলের মতো করে মানুষ করেছে কিনা। মজার ছলে বলা কথাটা এত তাড়াতাড়ি ফলে যাবে ভাবিনি, ঠাম্মা বলতো মানুষের মুখে মা সরস্বতী বাস করেন তাই কটু কথা বলতে নেই।

চলচ্চিত্র থেকে চির বিদায় নিলেন অভিনেতা 'রাহুল'

অনিকেত নস্কর

অভিনেতা রাহুল পরলোকে চলে গেলেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ছিল। সমরেশ বসু এবং 'কালকূট'-এর উদাহরণ টেনে বহু সাক্ষাৎকারে চিরঞ্জিত বলেছেন, দীপক চক্রবর্তী আর 'চিরঞ্জিত'- এই দুই আলাদা সত্তার মাঝে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। এক দিকে 'চিরঞ্জিত' ব্র্যান্ডকে তিনি বিক্রি করেছেন, কিন্তু সমান্তরাল ছবিতে পরিচালকদের বলতেন 'লিখো ইন্ট্রোডিউসিং দীপক চক্রবর্তী।'

অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানুষ কিন্তু আগেই চিনত সিরিয়াল থেকে। কিন্তু মাস্-মুভিতে সেই নাম মানুষ 'খাবে' না। অতএব 'রাহুল'-এর জন্ম। লেখালিখির সময় কিংবা কেরিয়ারের মাঝামাঝি সময় থেকে রাহুল কিন্তু মিডল নেম হিসেবে তাঁর ভাল নামটাকেই ব্যবহার করা শুরু করেন। এমন মানুষকে সাহিত্যিক বলব না তো কাকে বলব!

দুটো চরিত্রের জন্য অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় সকলের স্মৃতিতে থেকে যাবেন। না, এই দুটো ছবিতে অতি আশ্চর্য কিছুই করেন নি রাহুল। বরং আত্মীয়,বন্ধু মহলে যাদের দেখা গিয়েছে, সেরকম দুটো চরিত্রকেই প্রায় হুবহু আশ্চর্যভাবে সামনে এনে হাজির করতেন তিনি।

এক, ছবির নাম 'জাতিস্মর'। পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়। রাহুল এখানে অমিতাভ। 'এলিট' বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাম্প মারা আঁতেল ছাত্র সে। সেই সঙ্গে আদুরে, আটপৌরে মধ্যবিত্ত। সেন্স অফ হিউমার তুখোড়। বন্ধুদের খুবই ফেবারিট। আঁতেল, পাকা হলেও লিডার জাতীয় কেউ নয়। প্রসেনজিৎ,যিশু,স্বস্তিকা,রিয়া সেন এরকম প্রবল তারকাখচিত কাস্টিংয়ের মাঝে পড়েও অমিতাভ হারিয়ে যায় নি। কারণ সৃজিতের প্রিয় ওয়ার্ডপ্লে আর পানিং অসাধারণ দক্ষতায় বেরিয়ে এসেছে তার মুখ থেকে। যেমন, হলুদ ট্রাউজার্স পরে এসে স্বস্তিকাকে প্রোপোজ করতে গিয়ে যিশু যখন ল্যাং খায়, অমিতাভ বলে, 'হলুদ প্যান্ট। কারেক্ট ডিসিশন।' এ ছাড়াও গুজরাটি যিশুকে সে সম্বোধন করত 'ভীরুভাই আম্বানি'। স্বস্তিকার মা,কেও বলে কতদিন তোমার হাতে ডিমের ঝোল খাইনা মাসিমা। কিন্তু কী করব, এখন কোলস্টেরল যে! বড় হয়ে গিয়েও ভার্সিটি জীবনের পুরনো ঝলক ফিরিয়ে আনে ধাবায় বসে। ওয়েটারকে মজা করে ডাকে, 'কাকুদা'। স্বস্তিকা যখন জিজ্ঞাসা করে 'তোরা কেউ নান খাবি?' অমিতাভ চকিতে জবাব দেয় 'নান অফ আস।'

অমিতাভ ক্রিসমাসে পরে জম্পেশ ধুতি,পাঞ্জাবি। অমিতাভর মধ্যে নিজের প্রচুর সুরসিক আত্মীয়,বন্ধুকে সে পেয়েছে। এখনও বার বার তাই ঘুরিয়ে,ফিরিয়ে দেখতে হয় শুধু অমিতাভর দৃশ্যগুলো। কমিক টাইমিং দেখিয়েছিলেন বটে রাহুল! সিনেমায় না-থাকলেও কিস্যু এসে যেত না। দ্বিতীয় ছবির নাম 'ক্ষত'। পরিচালক কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। প্রসেনজিৎ,পাওলি-রাইমা-সহ বড় বড় স্টারদের ভিড়ে আশ্চর্যভাবে এখানেও জাত চিনিয়েছেন রাহুল। চরিত্রের নাম অলকেশ। ভীরু মধ্যবিত্ত আর কেন্নোসম পৌরুষের প্রতিনিধি। সামান্য চাকরি করে, আগুন বউকে সামলাতে গিয়ে সামাজিক ভাবে হিমশিম খেতে হয় তাকে (যদিও তা সে স্বীকার করে না)। সবকিছু ম্যানেজ দেওয়ার চেষ্টা করে ওই হিউমার দিয়েই। অভাবের সংসারেও ইয়াব্বড় ইলিশ কিনে আনে অলকেশ। দামি দামি গিফট দিয়ে বউকে খুশি করার চেষ্টা করে। সবার কাছে ভাল হতে গিয়ে নেমন্তন্ন করে বসে একগাদা মানুষকে। বিরক্ত হয়ে বউ একসময় বলে ওঠে 'বাজার সরকার একটা' কিংবা 'নিজের ওজন বুঝেছ কখনও?' এই ধরণের চরিত্রকে দোষী বলা যায় না। এই চরিত্রগুলোকে বুঝতে হলে রবি ঠাকুরের 'পয়লা নম্বর' গল্প কিংবা বুদ্ধদেব বসুর 'রাত ভ'রে বৃষ্টি' উপন্যাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে হবে। সিনেমার প্রসেনজিৎ এক ধরণের বাঙালি পৌরুষ; সেলেব্রিটি, উইম্যানাইজার, প্লেবয়, হাইফাই স্টেটাসের লোক। এর বিপরীতেই দাঁড়িয়ে রাহুলের অলকেশ। কলেজ জীবনের একদা ইন্টেলেকচুয়াল। এখন টানাটানির সংসারেও সবাইকে নিয়ে, সবাইকে খুশি করে চলার চেষ্টা করে। কিন্তু তবু বুঝতে পারে ফাঁক যা,থাকার, থেকেই গিয়েছে। এটাও বোঝে না (কিংবা জানে) যে, চড়া জোক বলে সবাইকে হাসানোর চেষ্টা করে মনোযোগ পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু ভীষণভাবে পরীক্ষার মুখে পড়ে আসলে ব্যক্তিত্ব। গেট টুগেদারে তার বউ কথা বলে বাকিদের চমৎকৃত করলে রাহুলের পৌরুষ ছাপিয়ে যেতে চায় বউকেও। খানিক ছ্যাবলামি মেরেই সে বলে ওঠে ,'কত্ত বুদ্ধি তোমার। এঁটো মুখে চুমু খেতে ইচ্ছে করছে মাইরি।'

কিংবা জঙ্গলে ভ্রমণ করতে গিয়েও সে বলে, 'এখানে এসে নিজেকে বেশ একটা নেংটি,পরা টারজান বলে মনে হচ্ছে।' কী করবে, সে তো গলগ্রহ। মার খেতে খেতেও তাই ভেসে থাকার চেষ্টা করা! দারুণ জোকও তাই হয়ে যায় বোকা জোক।

রাহুলের এই রসিক ইমেজ আবার আলাদা করে খুব একটা দাগ কাটেনি 'এবার শবর', ছবিতে। আবার এ কথাও ঠিক যে, বড়লোকের বখাটে লাল্টুশ ছেলে সমীরণের চরিত্রে তাঁর জুড়িও সে সময় ছিল না। শোনা যায়, শুধু লাল জাঙিয়া পরে অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয় করতে হবে বলে পারফেকশন আনার জন্য সেটে বহুক্ষণ ধরে শুধু সেটা পরেই ঘুরেছিলেন। আবার মাল্টিস্টারার 'জুলফিকার',এ লাল্টু 'লেপিডাস' দাস,এও খুব নতুন রাহুলকে যে আমরা দেখেছি, তা নয়। তবু নিজস্ব সিগনেচার কিছু ছিল তাঁরও।

আমাদের সময়ে টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে রাহুল ছিলেন একাধারে অভিনেতা, লেখক, ইন্টেলেকচুয়াল, দুর্দান্ত ক্যুইজ-খেলোয়াড়, সঞ্চালক, রাজনীতির অ্যাক্টিভিস্ক কী না! এমন উদাহরণ আর নেই। তাঁর কথা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে শোনা যেত। বলতে জানতেন। টলিউডের অদ্ভুত এক যুগসন্ধির সাক্ষী তিনি। আদ্যন্ত 'মাস', মশালা ছবি 'চিরদিনই তুমি যে আমার' করেই যখন তিনি তুফান তোলে, নতুন মুখ বলা যাবে না তাঁকে। বরং বাঙালির ঘরে ঘরে আগেই

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে 'ল্যাণ্ডস্কেপ কেরল' প্রদর্শনী

বুদ্ধদেব মিশ্র

কলকাতায় Lenscape Kerala. কেরালার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তুলে ধরতে অভিনব চিত্র প্রদর্শনী ভিক্টোরিয়ায়। কলকাতার মানুষের সামনে কেরালার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সংস্কৃতি ও জীবনের বৈচিত্র্য তুলে ধরতে ভিক্টোরিয়া মেমরিয়াল

এর দরবার হলে শুরু হল সর্বভারতীয় ফটো প্রদর্শনী 'Lenscape Kerala'।

ভারতের ১০ জন বিশিষ্ট ভ্রমণ ও মিডিয়া ফটোগ্রাফারের তোলা ১০০টি ছবির মাধ্যমে 'গডস ওন কান্ট্রি' কেরালার অনন্য রূপ ধরা পড়েছে এই প্রদর্শনীতে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল এবং কেরালা পর্যটন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত শুক্রবার এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ভিক্টোরিয়া মেমরিয়াল হলের সচিব ও কিউরেটর ড. সায়ন ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, কেরালার প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যকে কলকাতার দর্শকদের সামনে তুলে ধরার এই উদ্যোগ দেশীয় পর্যটনকে উৎসাহিত করবে। এই প্রদর্শনীতে তুলে ধরা হয়েছে কেরালার সবুজে ঘেরা প্রকৃতি ও ব্যাকওয়াটার ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য, বন্যপ্রাণী, উৎসব, আধ্যাত্মিকতা,কৃষি ও উপকূলীয় জীবনের নানা দিক। চিত্র শিল্পিরা জানান, গত বছরের ডিসেম্বর মাসে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে এইসব ছবিগুলি তোলা হয়।

বিশিষ্ট শিল্প সমালোচক উমা নায়ারের কিউরেশনে এবং খ্যাতনামা আলোকচিত্রী বালান মাধবনের তত্ত্বাবধানে এই প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছে। অংশগ্রহণকারী ফটোগ্রাফারদের মধ্যে রয়েছেন এইচ সতীশ, শিবাং মেহতা, সৈবাল দাস, উমেশ গোগনা, সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, নাতাশা কার্তার হেম রাজানি, ঐশ্বর্যা শ্রীধর, অমিত পাসরিচা, মনোজ অরোরা এবং কাউন্তেয় সিনহা সহ বহুজন।

২৭ থেকে ২৯ মার্চ প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দরবার হলে এই প্রদর্শনী হবে। ২৮ মার্চ বিকেল ২টো থেকে ৪টে পর্যন্ত একটি বিশেষ মাস্টারক্লাস অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বালান মাধবন, মনোজ অরোরা, কাউন্তেয় সিনহা ও সৈবাল দাস অংশ নেন। এই প্রদর্শনী ভারতের বিভিন্ন শহরে করা হয়েছিল। **ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।**

ঘুঘুমারিতে বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি আটকে বিক্ষোভ কালো পতাকা, গাড়ি বের করতে সাহায্য তৃণমূল প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ৩০ মার্চ ঃ কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই পারস্য চড়তে শুরু করেছে কোচবিহারের রাজনীতিতে। সোমবার কোচবিহারের ঘুঘুমারি মোড়ে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ বোসের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ এবং কালো পতাকা দেখালো স্থানীয় বাসিন্দারা। উল্লেখ্য এস আই আর এর নাম বাদ হওয়ার প্রতিবাদে সকাল থেকে পথঅবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এমত অবস্থায় ঘুঘুমারি যাওয়ার আগেই তোর্সা ব্রিজে গাড়ি আটকে যায় বিজেপি প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ বোসের। প্রায় দেড় ঘন্টা যাবত আটকে থাকেন তিনি। এরপর পেছন থেকে কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিকের সমর্থনে কোচবিহারে আসা সংসদ তথা নায়ক দেবের কণভয় এসে পৌঁছায়। এমতাবস্থায় রবীন্দ্রনাথ বোসের গাড়ি এগোতেই বচসা শুরু হয় বিজেপি প্রার্থী এবং তৃণমূল প্রার্থীর মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ বোসের গাড়ি মাঝ রাস্তাতে আটকে রাখেন তিনি বলেন সাধারণ গাড়ি যেতে পারছে না সেখানে পিছন থেকেই কনভয় কেন যাবে?

আর সেখান থেকেই সমস্যা। অভিজিত দে ভৌমিক নিজে গাড়ি থেকে নেমে বিজেপি প্রার্থীর গাড়িকে এগিয়ে যেতে বলেন সেখানে রীতিমতো কথা কাটাকাটি হয় অভিযোগ তৃণমূল প্রার্থী অসভ্য ভাষায় গালাগালি করেন বিজেপি প্রার্থীকে ইতিমধ্যে সেই ছবি ভাইরাল করেছে বিজেপি সোশ্যাল মিডিয়াতে। পরবর্তীতে পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় গাড়িটি ব্রীজ ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে ঘুঘুমারি মোড়ে পৌঁছতেই স্থানীয় বাসিন্দারা কালো পতাকা ও ঝাড়ু দেখায় বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি আটকে। চরম বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে যেতে থাকে। যদিও পরবর্তীতে তৃণমূল প্রার্থী এসেই সেই গাড়ি সেই বিক্ষোভকারীদের সামনে থেকে বের করে দেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ - বংশপরম্পরায় এই দেশের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সোমবার সকাল থেকেই শুরু হওয়া এই পথ অবরোধকে ঘিরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় কোচবিহার দিনহাটা এবং মাথাভাঙ্গা রাজ্য সড়কে, সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে রাস্তার ওপর। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ সহ কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। স্থানীয়দের দাবি - যতক্ষণ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন তাদের আশ্বস্ত করবেন না ততক্ষণ এই আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন। এই প্রসঙ্গে সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপি প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ বোস বলেন - আজকে এর আগের দিনের রিপ্লে হল। এর আগের দিন কোচবিহার তিন নম্বর ওয়ার্ডে আমি প্রচারে যাওয়ার সময় আমাকে ঘিরে রাখার পরিকল্পনা ছিল। আজকে আমার ঘুঘুমারিতে বৈঠক ছিল দলীয় কর্মীদের সাথে সেখানে যাওয়ার আগেই তারা পথ অবরোধ করে রেখেছিল এস আই আর এর নাম করে। আমি যাতে যেতে না পারি, সেজন্যই এই ঘটনা। এস আই আর এর বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের আর বিজেপির প্রার্থীকে জবাব দিতে হবে। আপনারা জেলাশাসক দপ্তর ঘেরাও করুন সেটাই তো সবচেয়ে ভালো। আসলে ওদের উদ্দেশ্যটাই হল যে কোন পদ্ধতিতে বিজেপি প্রার্থীকে প্রচার করতেও মানুষের কাছে পৌঁছতে দেবে না। আমি ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসবো এরকম একটা ধারণা ওদের মনের মধ্যে তৈরি হয়েছে। আমরা অবরুদ্ধ হয়েছিলাম এক ঘন্টারও বেশি বারবার পুলিশকে জানিয়েছি কিন্তু পুলিশ নিষ্ক্রিয়। অনেকক্ষন দাঁড়িয়ে থাকার পর দেখলাম হঠাৎ করেই পাশের লেনটা ফাঁকা হয়ে গেল। নাকি কারণ দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে দেব আসছে প্রচারে তার গাড়ির কনভয় যাবে। আমিও প্রার্থী তারা প্রচার করবেন আমরা করব না এমত অবস্থায় তৃণমূল প্রার্থী নেমে অসভ্য ভাষায় গালাগালি শুরু করলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ওখানে দু তিনজন পুলিশ অফিসারও গালাগালি করলেন। এই দৃশ্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেখেছে কিনা জানিনা যে পুলিশ একজন প্রার্থীর উপর গালাগালি করছে। আমার ড্রাইভার কে মেরেছে গাড়ির হ্যান্ডেল ভেঙেছে এবং জোর করে আমার গাড়ি মাথাভাঙ্গার রাস্তায় পাঠিয়ে দিয়েছে আমার সাথে যারা ছিল তাদের গাড়ি আটকে দিয়েছে। এইতো অবস্থা এমতাবস্থায় সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় কোচবিহারের অবস্থা খুব খারাপ যদি সুষ্ঠু নির্বাচন করতে হয় তাহলে উপযুক্ত পুলিশি ব্যবস্থা নিতে হবে এবং এই সমস্ত ক্রিমিনালদের অবিলম্বে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। এই বিষয়ে তৃণমূল প্রার্থী কোন বক্তব্য দিতে রাজি হননি। বারবার নির্বাচন কমিশন যখন সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলছেন বিপুল পরিমাণ কেন্দ্রীয় বাহিনীর কথা বলছেন ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রচারের আগেই যেভাবে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে তাতে যত দিন যাবে তত পরিস্থিতি আরো বেশি উত্তপ্ত হবে বলে, মত ওয়াকিবহুল মহলের। প্রশ্ন উঠছে তাহলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ব্যবহার কোন জায়গায় করা হবে? বিজেপি প্রার্থীকে বিক্ষোভ দেখানো কালো পতাকা এবং পথ অবরোধ প্রসঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী অভিজিত দে ভৌমিক বলেন - প্রচারের জন্য দেব অধিকারী এসছিল আমি যাচ্ছিলাম সেই পথে দেখলাম একমাত্র সেতু তোর্সা সেতুর ওপর বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে পাশের লেনে। পুলিশ একটি লেন ফাঁকা করে যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছিল সেখানে উনি দাঁড়িয়ে বলছেন এবার আমরা দু'ঘণ্টা পথ অবরোধ করবো। যাইহোক পরবর্তীতে আমি সাহায্য করে ওনার গাড়িটি মাথাভাঙ্গার দিকে বের করে দিই এবং আমরাও বেরিয়ে যাই। উনি শিলিগুড়ি কলকাতা গোয়ায় থাকেন কোচবিহারে ওনাকে কেউ চেনেন না। একজন শিক্ষিত মানুষ হয়ে এই ধরনের কথা কখনোই কাম্য নয়। ওনাকে আমি সেই জায়গা থেকে বের করে নিয়ে গেলাম এবং তারপর দেখলাম গাড়িতে বসে উনি সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ধরনের কথা বলছেন।

তৃণমূল প্রার্থী ভূতনাথ মালিকের সমর্থনে মেগা রোড শোয়ে সাংসদ শতাব্দী রায়ঃ জামালপুরে জনতার ঢল

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩০ মার্চঃ প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচারে গতি বেড়েছে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে জনসংযোগ চালাচ্ছেন প্রার্থী ভূতনাথ মালিক। সেই ধারাবাহিক প্রচারের মধ্যেই সোমবার জামালপুরে আয়োজন করা হয় এক বিশাল মেগা রোড শো, যা কার্যত শক্তিপ্রদর্শনে পরিণত হয়। এদিনের রোড শো কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয়। কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন তৃণমূল সাংসদ তথা বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শতাব্দী রায়। মহিলাদের অভূতপূর্ব উৎসাহ দেখা যায় এই রোড শো ঘিরে। এর আগে কর্মীসভা ও ছোট ছোট পথসভা দিয়ে প্রচার চালানো হলেও এবার বড় মাপের কর্মসূচির মাধ্যমে জনসমর্থন আরও জোরদার করার বার্তা দেয় জামালপুর ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। রোড শো শেষে, জামালপুরের পুলমাথার মোড়ে একটি ছোট জনসভায় বক্তব্য রাখেন সাংসদ শতাব্দী রায়। তিনি তৃণমূল প্রার্থীর হাত ধরে উপস্থিত জনতাকে তৃণমূল প্রার্থী ভূতনাথ মালিককে সমর্থন করার জন্য আহ্বান জানান। জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা প্রতিশ্রুতি দেন তা পূরণ করেন। জনসেবামূলক প্রকল্পগুলির সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছে বাংলায় এমন পরিবার বিরল। অপরদিকে বিজেপি যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা করে না। তারা বিভাজনের রাজনীতি করে, বাংলার মানুষের ঐক্য ও সম্প্রীতিকে নষ্ট করার চক্রান্ত করে যাচ্ছে। এখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব মানুষের-কাকে ক্ষমতায় আনবেন। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন জানান, রবিবার কর্মীসভা শেষ হওয়ার পরদিনই এই মেগা রোড শোর আয়োজন করা হয়। ঘরের ছেলে ভূতনাথ মালিককে প্রার্থী করায় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তিনি বলেন, সবাইকে একসঙ্গে চলতে হবে। বিজেপি বা সিপিএমের পক্ষে ভূতনাথ মালিককে হারানো সম্ভব নয়। আমাদের সরকার মানুষের জন্য কাজ করছে, সেই উন্নয়নের ভিত্তিতেই আমরা জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। প্রার্থী ভূতনাথ মালিক এদিনের কর্মসূচিকে এবারের প্রথম বড় পদযাত্রা বলে উল্লেখ করেন। তিনি সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন, নিজেদের অধিকার রক্ষা এবং গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার বজায় রাখতে তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করার আহ্বান

জানান। তিনি জামালপুরবাসীকে এক হয়ে বিভেদকামী শক্তিকে পরাস্ত করার ডাক দেন। অন্যদিকে, রোড শো ঘিরে এলাকাজুড়ে ছিল উৎসবের আবহ। জামালপুরের ১৩টি অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক ছাড়াও দলের নেতা-নেত্রী ও জনপ্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। জামালপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের এই মেগা রোড শো নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট ঘিরে চরম অস্থিরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ৩০ মার্চ ঃ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস কোচবিহারের নটি আসনেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। প্রার্থী তালিকায় স্থান হয়নি, প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষের। উল্লেখ্য গত পৌরসভা নির্বাচনে জয়লাভ করে কোচবিহার পৌরসভার পৌরপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এরপর থেকেই কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক এবং দিনহাটার তৃণমূল প্রার্থী উদয়ন গুহর সাথে দূরত্ব বাড়তে থাকে। পরিস্থিতি চরমে ওঠে। চরম গোষ্ঠীকোন্দলের ছবি দেখতে পাওয়া যায় তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরে। কিছুদিন আগে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক দাবি করেন মোবাইলে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তাকে পৌরসভার পৌরপতি পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সেই সময় বলেছিলেন রাজ্য নেতৃত্ব তাকে কোন কিছু বলেননি তাই তিনি পদত্যাগ করবেন না। ফলে সংঘাত চরমে ওঠে। এমতাবস্থায় কিছুদিন বাদে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান দলের নির্দেশে তিনি পৌরসভার পৌরপতির পথ থেকে পদত্যাগ করছেন। তারপর দিন থেকেই তাকে দেখতে পাওয়া যায় তার প্রাক্তন কেন্দ্র নাটাবাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় মানুষের সাথে জনসংযোগ করতে। সূত্রের খবর অনুযায়ী দলের অভ্যন্তরে শোনা যায় রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে দলপ্রার্থী করছে নাটাবাড়ি কেন্দ্রে। এরপর প্রতিদিন জনসংযোগ বাড়াতে থাকেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এমতাবস্থায় তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই দেখা যায় নাম নেই রবীন্দ্রনাথ ঘোষের। যদিও রবীন্দ্রনাথ ঘোষের অনুগামী তথা ভাইপো বলে পরিচিত পার্থপ্রতিম রায়কে দলটিকিট দেয় কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে। এমতাবস্থায় প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর রীতিমত ভেঙে পড়েন তিনি। তিনি বলেন - দল টিকিট দেয়নি লড়াই করবো কিভাবে। কার্যত রবীন্দ্রনাথ গোষ্ঠীর অনুগামীরা নির্বাচনের আগেই শীতঘুমে চলে যান। এমত অবস্থায় তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অনুগামী বলে পরিচিত খোকন মিঁয়া তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেসের যোগদান করেন এবং কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হন। সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী পোস্ট করেন - রাজনৈতিক জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ভয়ঙ্কর এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হলাম। ফলে স্বভাবতই সোশ্যাল মিডিয়ায় এই পোস্ট ঘিরে এখন চর্চার বিষয় কোচবিহারের রাজনীতিতে। যদি এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন আমি যা বলার সোশ্যাল মিডিয়ায় বলে দিয়েছি আর কিছু বলার নেই। কার্যত তার সাথে ষড়যন্ত্র হয়েছিল বলেই বোঝা যাচ্ছে এই পোস্টে। প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি তিনি নাটাবাড়ি কেন্দ্রে প্রার্থী না হওয়ার কি পিছনে কি দলের অভ্যন্তরের হাত রয়েছে? দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা জেলা সভাপতি এবং রবীন্দ্রনাথ ঘোষের গোষ্ঠীকোন্দলের কারণেই এখানে টিকিট পাননি বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। উল্লেখ্য এবার কোচবিহারের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকায় স্থান হয়নি আদি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বের। কিছুটা হলেও ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা তথা কোচবিহার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ। তিনি বলেছিলেন - দলের অভ্যন্তরে থেকেই এই বিষয়ে প্রশ্ন করব। অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি কেন তারা প্রথম দিন থেকে দলটা করে এসেছে তারা অবহেলিত। কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে ৩১ শতাংশ রয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোট। আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন জীবনের শেষে এসে ভেবেছিলাম টিকিট পাব দল তাও দিল না। যদিও দলবদলের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান তিনি। এমতাবস্থায় প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি এই গোষ্ঠীকোন্দলের ফল প্রভাব ফেলবে এবার তৃণমূলের ভোট বাক্সে ? যদিও এই বিষয়ে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন - আষাঢ় মাসের বাদল সব সময় থাকে না। রাজনীতিতে উত্থান পতন হয়েছে সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। যদিও এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি বিরাজ বোস বলেন - তৃণমূল দলটা হাইজ্যাক হয়ে গেছে তৃণমূলীদের হাতে। যারা বামফ্রন্ট থেকে এসেছে তারাই এখন দল চালাচ্ছে ফলে স্বভাবতই যারা দলের জন্মদাতা তারা আজ ব্রাত্য। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এই দলের জন্মদাতা দীর্ঘদিন জেলা সভাপতি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী এমনকি পৌরসভার দায়িত্ব সামলেছেন আজ তিনি ব্রাত্য। বিরাজ বোস বলেন এই দল এখন কোম্পানি যদি আদি তৃণমূল কংগ্রেসের লোকজন দলে থাকে তাহলে পরে তারা ভুরি মোটা করতে পারবেনা তোলাবাজি করতে পারবে না সে কারণেই এই ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অনুতপ্ত সেই কারণেই তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ধরনের মন্তব্য লিখেছেন। একদিকে যখন প্রচার তুঙ্গে চতুর্থবার ক্ষমতায় আসার কথা বলছে তৃণমূল কংগ্রেস ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কোচবিহারে গোষ্ঠীকোন্দলের যে ছবি পুনরায় ধরা পড়ছে তাতে তৃণমূলের ভোট বাক্সে তাহলে কি প্রভাব কিছুটা হলেও পড়তে পারে আর যদি তা হয় সে ক্ষেত্রে তার সুবিধা পাবে বিরোধীরা বলেই মত রাজনৈতিক মহলের।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লেভেল ক্রসিং গেটগুলোতে উন্নত ওএফসি - ভিত্তিক কমিউনিকেশন সিস্টেমের প্রবর্তন

মালিগাঁও, ৩০ মার্চ ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সুরক্ষা ও পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লেভেল ক্রসিং (এলসি) গেটগুলিতে একটি অত্যাধুনিক ওএফসি-ভিত্তিক সমন্বিত ভয়েস-কাম-ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম চালু করেছে। ভারতীয় রেলওয়ের শক্তিশালী অপটিক্যাল ফাইবার কেবল (ওএফসি) নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ৫০টি লেভেল ক্রসিং গেটে এই ব্যবস্থাটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যা স্টেশন মাস্টার এবং গেট অপারেটরদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ নিশ্চিত করে। শেনচোয়া স্টেশন এবং বরপথার স্টেশনে এই ব্যবস্থাটি ইতিমধ্যেই স্থাপন করা হয়েছে, যা নন-ইন্টারলকড ও ইন্টারলকড গেটগুলোকে সংযুক্ত করে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে, স্টেশন মাস্টার সরাসরি 'এসএম রুম' থেকেই গেটের রিয়েল-টাইম স্টেটাছ-যার মধ্যে গেট খোলা ও বন্ধ হওয়াও অন্তর্ভুক্ত-পর্যবেক্ষণ করতে পারেন যা নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়কে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে।

উচ্চমানের ভয়েস কমিউনিকেশন, সমন্বিত ভয়েস লগিং, আইপি-ভিত্তিক পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম এবং সিসিটিভি ইন্টিগ্রেশনের সমন্বয়ে গঠিত এই ব্যবস্থাটি এলসি গেটসমূহের অডিও ও ভিজ্যুয়াল-উভয় প্রকার পর্যবেক্ষণ সক্ষম করে তোলে। পরিচালনগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এতে সিঙ্গেল-টাচ কলিং, গ্রুপ কমিউনিকেশন এবং ব্যাটারির হেলথ মনিটরিং- এর সুবিধা রয়েছে। একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত অগ্রগতি হলো মাস্টার কনসোলে এআই-চালিত নয়েজ ফিল্টারিং ব্যবস্থা, যা গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময় ট্রেনের হর্ন ও স্টেশনের ঘোষণার মতো পারিপার্শ্বিক শব্দগুলোকে কার্যকরভাবে দূর করে। এই ব্যবস্থাটি সমস্ত এলসি গেট ক্যামেরার কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষণ সমর্থন করে এবং গেট-সংলগ্ন স্থানে স্থাপিত অতিরিক্ত আইপি-ভিত্তিক পিএ ইউনিটের মাধ্যমে পাবলিক অ্যাড্রেস ঘোষণার সুবিধা প্রদান করে, যা নিরবচ্ছিন্ন ও নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ নিশ্চিত করে। এই পদক্ষেপটি উন্নত সুরক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং রেল পরিচালন -বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ লেভেল ক্রসিং গেটগুলোর- দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অঙ্গীকারকেই তুলে ধরে।

বাড়ি বাড়ি প্রচার করছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডাঃ রানা চ্যাটার্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৩০ মার্চ ঃ হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে পায়ে হেঁটে বাড়ি বাড়ি প্রচার করছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডাঃ রানা চ্যাটার্জি। 'ডোর টু ডোর' পৌঁছে গিয়ে জনসংযোগেই জোর দিচ্ছেন তিনি। শিবপুর কেন্দ্রের মানুষ তাঁকে বিধায়ক হওয়ার সুযোগ দিলে তিনি এই কেন্দ্রের জন্য কি কি কাজ করতে চান তাও তিনি তাঁর এবারের প্রচারে তুলে ধরছেন। সোমবার সকালে ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে পায়ে হেঁটে বাড়ি বাড়ি প্রচার করেন প্রার্থী। এদিন পাঠশালা মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু হয়। প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন মহেন্দ্র শর্মা, ভাস্কর ভট্টাচার্য, দেবাংশু দাস, নির্মলেন্দু চ্যাটার্জি, চন্দন কান্তি চক্রবর্তী, ব্রতেন দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন প্রচারে পা মেলান বহু কর্মী-সমর্থকও। পাঠশালা মোড় হয়ে বৃন্দাবন মল্লিক লেন, ফকির চাঁদ ঘোষ লেন, মহেন্দ্র ভট্টাচার্য রোড (আংশিক), বারুইপাড়া ১ম বাই লেন হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে রবীন্দ্র বিদ্যামন্দির স্কুলের সামনে এসে সকালের প্রচার শেষ হয়। পায়ে হেঁটে এই প্রচারে মানুষের দুয়ারে পৌঁছে গিয়ে মানুষের কাছে ভোট প্রার্থনা করেন প্রার্থী ডাঃ রানা চ্যাটার্জি।

সংশোধন

গত ৩০.০৩.২০২৬ তারিখে দুরন্ত বার্তা'র ৫ম পৃষ্ঠায় 'পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংক পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা' শীর্ষক খবরে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বৈদ্যনাথ সরকার এবং সম্মেলনের কনভেনর দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় হবে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য দুঃখিত।

PWD (GOVT. OF W.B.) TENDER NOTICE

EE, PWD, Hooghly Construction Division invites offline SNIQ for the following: **Tender ref. No.: WBPWD/EE/HCD/SHORTNIQ 13/ 2025-26** Last Date and time limit of the application : **02.04.2026 from 1.00 p.m.** Last Date and time limit for issue of quotation paper : **02.04.2026from 2.00 p.m.** Last Date and time limit for submission of quotation paper : **02.04.2026up to 3.00 p.m.** Date and time of opening of quotation: **02.04.2026at 4.00 p.m.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ/NIT and other documents may be downloaded from: **https://wbpwd.gov.in**

Sd/- J.P.Dhar
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division.
Chawkbazar, Hooghly

Govt. of West Bengal.

Short Notice Quotation Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, South 24 Parganas Electrical Division, 57/2, Diamond Harbour Road, Kolkata-700023 from the eligible contractors for the following works. Name of Works: i) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at Hasnecha High School under Nodakhali P for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. **(Tender Ref: NIQ No. 117/Q of S24PED of 2025-26)**
Date of Permission: : **31.03.2026 Upto 01.00 P.M**
Bid Submission closing: **31.03.2026 Upto 01.30 P.M**
Bid opening Date: **31.03.2026 after 02.00 P.M.**

Sd/- A. Haldar
Executive Engineer, PWD
South 24 Parganas Electrical Division

পূর্ব রেলওয়ে

নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে **০২(দুই)টি প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড ক্যাটারিং আউটলেটে (পিবিসিও)-র মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা এবং ০২(দুই)টি ক্যান্টিনের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা** জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। আরও তথ্য জানতে **www.ireps.gov.in**-এর ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখুন। নিলাম সংক্রান্ত বিশদ নিম্নরূপঃ

(ক) **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পিবিসিও-ক্যান্টিন-২৬। ক্র. নং.ঃ ১। এসইকিউ নং. ঃ** এবি/১। **লট নং./বিভাগ ঃ এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-পিএস -৭২-২৬-১ (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা-প্রিমিয়াম স্টোরস)। বিবরণ ঃ** ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য প্রিমিয়াম ব্র্যান্ডেড ক্যাটারিং আউটলেট-এর স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা (হাওড়া স্টেশন, নিউ কমপ্লেক্স/যাত্রী নিবাসে প্রবেশ পথের পাশে)। **বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ০৭.০৪.২০২৬, দুপুর ২ টো ৫০ মিনিটে। **ক্র. নং.ঃ ২। এসইকিউ নং. ঃ** এবি/২। **লট নং./বিভাগ ঃ এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-ডিকেএই - পিএস -৭৪-২৬-১ (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা-প্রিমিয়াম স্টোরস)। বিবরণ ঃ** ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য প্রিমিয়াম ব্র্যান্ডেড ক্যাটারিং আউটলেট-এর স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা (ডানকুনি স্টেশন, নিউ কলোনির নিকটে)। **বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ০৭.০৪.২০২৬, বিকেল ৩টে। **ন্যূনতম বৃদ্ধি % ঃ** ০.২ (ক্র. নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ ১০ %** (ক্র. নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **প্রয়োজনীয় টার্নওভার ঃ** চুক্তির বিশেষ শর্তের অনুচ্ছেদ ২ (v) অনুসারে টার্নওভার প্রয়োজন হবে (ক্র. নং. ১ ও ২-এর জন্য)।

(খ) **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পিবিসিও-ক্যান্টিন-২৬। ক্র. নং.ঃ ১। এসইকিউ নং. ঃ** এএ/১। **লট নং./বিভাগ ঃ এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এসএমএই-এসটিজিইএন-৭৬-২৬-১ (বিবিধ-স্থায়ী- পরিষেবা-স্থায়ী সাধারণ)। বিবরণ ঃ** ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য ক্যান্টিন নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ (সমুদ্রগড় স্টেশন, স্টেশনে প্রবেশ পথের সামনে/অনুমোদিত সাইকেল গ্যারেজের পাশে)। **বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ০৭.০৪.২০২৬, দুপুর ২ টো ৩০ মিনিটে। **ক্র. নং.ঃ ২। এসইকিউ নং. ঃ** এএ/২। **লট নং./বিভাগ ঃ এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-ডিকেএই-এসটিজিইএন-২৭-২৬-১ (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা-স্থায়ী সাধারণ)। বিবরণ ঃ** ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য ক্যান্টিনের ব্যবস্থা। (ডানকুনি স্টেশনে, গুডস শেড এলাকায়)। **বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ০৭.০৪.২০২৬, দুপুর ২ টো ৪০ মিনিটে। **ন্যূনতম বৃদ্ধি % ঃ** ০.২ (ক্র. নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ ১০ %** (ক্র. নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **প্রয়োজনীয় টার্নওভার ঃ** ০ (ক্র. নং. ১ ও ২-এর জন্য)।

HWH-715/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Temporary Electrical Installation work for Accommodation of CAPF/SPF at different accommodation centers for WBLA General Election 2026 under CPC/Hooghly Rural Police District, Hooghly.."
NIQ No. WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-44 of 2025-26
Bid submission closing date: **02/04/2026 upto 02.30 P.M.**
Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর: এস/৪৫/২০২৫-২৬, তারিখ: ২৬-০৩-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলোর জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম নং: ১; টেন্ডার নং: ৩০/২৫/১৪৫৩এ/ওটি/২৩৬/২০২৫-২৬;
বন্ধ হওয়া/খোলার তারিখ: ০৮-০৪-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: আইটেমটির বিবরণ হলো: শিডিউল অনুযায়ী ফিয়াট আইআর বগির জন্য পিন এবং বুশ-এর সেট ১) পিন. ১৯০১৮৭৭ ভার্সন ০০, বা সর্বশেষ, পরিমাণ ১৬, ২) বুশ. ১২৭৪৫৯১ ভার্সন ০০, বা সর্বশেষ, পরিমাণ ১৬, ৩) বোল্ট. ১২৬২৩৭৪ ইনডেক্স ২, বা সর্বশেষ, পরিমাণ ০৮, ৪) লকিং পিন. ১২২৭৩২০ ইনডেক্স ৬, বা সর্বশেষ, পরিমাণ ৩২, ৫) ডিস্ট্যান্স বুশ. ১২৬৮৫৮৩ ভার্সন ০১, বা সর্বশেষ, পরিমাণ ১৬, ৬) পিন. ১৯০১৮৬৪ ভার্সন ০০, বা সর্বশেষ, পরিমাণ ৪, ৭) সিকিউরিটি প্লেট. এলডব্লিউ০৫১১৪ অল্টারনেট-এ, বা সর্বশেষ, পরিমাণ ০৮, ৮) সিকিউরিটি প্লেট. ১২৬৮৮৪৩ ভার্সন ০১আর, বা সর্বশেষ, পরিমাণ ০২, ৯) সিকিউরিটি প্লেট. ১৩৫৬২৫৯ অল্টারনেট-০৫আর, বা সর্বশেষ, পরিমাণ ১৬। [ওয়ারেন্টি পিরিয়ড: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। i) পরিমাণ-৬৫৫ সেট নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য, ii) ৬৬০ সেট কাটিহার জিএসডি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (বিহার)-এর জন্য, iii) ৪৫৭ সেট ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য। পি.এল. নং-৩৩৫০৯৩০০।

ক্রম নং: ২; টেন্ডার নং: ৩০/২৫/৫১৪৪/ওটি/২৩৭/২০২৫-২৬;
বন্ধ হওয়া/খোলার তারিখ: ১৭-০৪-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: আইটেমটির বিবরণ হলো: শিডিউল অনুযায়ী ফিয়াট আইআর বগির জন্য পিন এবং বুশ-এর সেট ১) পিন. ১৯০১৮৭৭ ভার্সন ০০, বা সর্বশেষ, পরিমাণ ১৬, ২) বুশ. ১২৭৪৫৯১ ভার্সন ০০, বা সর্বশেষ, পরিমাণ ১৬, ৩) বোল্ট. ১২৬২৩৭৪ ইনডেক্স ২, বা সর্বশেষ, পরিমাণ ০৮, ৪) লকিং পিন. ১২২৭৩২০ ইনডেক্স ৬, বা সর্বশেষ, পরিমাণ ৩২, ৫) ডিস্ট্যান্স বুশ. ১২৬৮৫৮৩ ভার্সন ০১, বা সর্বশেষ, পরিমাণ ১৬, ৬) পিন. ১৯০১৮৬৪ ভার্সন ০০, বা সর্বশেষ, পরিমাণ ৪, ৭) সিকিউরিটি প্লেট. এলডব্লিউ০৫১১৪ অল্টারনেট-এ, বা সর্বশেষ, পরিমাণ ০৮, ৮) সিকিউরিটি প্লেট. ১২৬৮৮৪৩ ভার্সন ০১আর, বা সর্বশেষ, পরিমাণ ০২, ৯) সিকিউরিটি প্লেট. ১৩৫৬২৫৯ অল্টারনেট-০৫আর, বা সর্বশেষ, পরিমাণ ১৬। [ওয়ারেন্টি পিরিয়ড: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। ৪৩০ সেট এসএসই/ সি/আইসি/ গুয়াহাটি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য। পি.এল. নং-৩৩১৪০২৬১০০২৯।

ক্রম নং: ৩; টেন্ডার নং: ৫০/২৬/৫০৩৯/ওটি/২৩৮/২০২৫-২৬;
বন্ধ হওয়া/খোলার তারিখ: ১৭-০৪-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: আইটেমটির বিবরণ হলো: শিডিউল অনুযায়ী ফিয়াট আইআর বগির জন্য পিন এবং বুশ-এর সেট ১) পিন. ১৯০১৮৭৭ ভার্সন ০০, বা সর্বশেষ, পরিমাণ ১৬, ২) বুশ. ১২৭৪৫৯১ ভার্সন ০০, বা সর্বশেষ, পরিমাণ ১৬, ৩) বোল্ট. ১২৬২৩৭৪ ইনডেক্স ২, বা সর্বশেষ, পরিমাণ ০৮, ৪) লকিং পিন. ১২২৭৩২০ ইনডেক্স ৬, বা সর্বশেষ, পরিমাণ ৩২, ৫) ডিস্ট্যান্স বুশ. ১২৬৮৫৮৩ ভার্সন ০১, বা সর্বশেষ, পরিমাণ ১৬, ৬) পিন. ১৯০১৮৬৪ ভার্সন ০০, বা সর্বশেষ, পরিমাণ ০৪, ৭) সিকিউরিটি প্লেট. এলডব্লিউ০৫১১৪ অল্টারনেট-এ, বা সর্বশেষ, পরিমাণ ০৮, ৮) সিকিউরিটি প্লেট. ১২৬৮৮৪৩ ভার্সন ০১আর, বা সর্বশেষ, পরিমাণ ০২, ৯) সিকিউরিটি প্লেট. ১৩৫৬২৫৯ অল্টারনেট-০৫আর, বা সর্বশেষ, পরিমাণ ১৬। [ওয়ারেন্টি পিরিয়ড: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। ইউভিএএম আইটেম রেফারেন্স (আইটেম আইডি: ৩১০০০৬৫ - এসএমপিএস ভিত্তিক ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার সাপ্লাই (আইপিএস), সাব আইটেম আইডি: ৩১০০০৬৫০০১ - এসএমপিএস ভিত্তিক ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার সাপ্লাই (আইপিএস)। পরিমাণ- ৭ সেট এসএসই/ সিগন্যাল/ গোয়ালপাড়া টাউন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য। পি.এল. নং-৫৬৭৯২৬০০০০৩০।

ক্রম নং: ৪; টেন্ডার নং: ৩৭/২৫/০৭৫৯এ/ওটি/২৩৯/২০২৫-২৬;
বন্ধ হওয়া/খোলার তারিখ: ২৮-০৪-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এনএলবি বগির জন্য কনস্ট্যান্ট কন্টাক্ট পলিউরেথেন সাইড বেয়ারার প্যাড অ্যাসেম্বলি। ড্রয়িং নং: আরডিএসও অনুমোদিত ড্রয়িং নং - এএএল-০২১১০১/এন অল্টারনেট-১। মেটেরিয়াল স্পেসিফিকেশন: ডব্লিউডি-৩৮- মিসলেনিয়াস-২০০৪ (রিভিশন ২) বা সর্বশেষ। [ওয়ারেন্টি পিরিয়ড: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং: আইটেম: ৩১০০৩৫৪, রোলিং স্টকের জন্য কনস্ট্যান্ট কন্টাক্ট সাইড বেয়ারার; সাব আইটেম: ক্যাশনাব ২২ এনএলবি বগির জন্য কনস্ট্যান্ট কন্টাক্ট সাইড বেয়ারার] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। i) পরিমাণ- ১০৮টি পাণ্ডু জিএসডি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য, ii) পরিমাণ- ৫৮৬টি নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য, পরিমাণ- ১৭৯৩টি নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য। পি.এল. নং-৩৮১০৬৪৬২।

ক্রম নং: ৫; টেন্ডার নং: ৬১/২৬/৫১৬১/ওটি/২৪০/২০২৫-২৬;
বন্ধ হওয়া/খোলার তারিখ: ২৪-০৪-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এনএলবি বগির জন্য কনস্ট্যান্ট কন্টাক্ট পলিউরেথেন সাইড বেয়ারার প্যাড অ্যাসেম্বলি। ড্রয়িং নং: আরডিএসও অনুমোদিত ড্রয়িং নং - এএএল-০২১১০১/এন অল্টারনেট-১। মেটেরিয়াল স্পেসিফিকেশন: ডব্লিউডি-৩৮- এমআইএসসি-২০০৪ (রিভিশন ২) বা সর্বশেষ। [ওয়ারেন্টি পিরিয়ড: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং: আইটেম: ৩১০০৩৫৪, রোলিং স্টকের জন্য কনস্ট্যান্ট কন্টাক্ট সাইড বেয়ারার; সাব আইটেম: ক্যাশনাব ২২ এনএলবি বগির জন্য কনস্ট্যান্ট কন্টাক্ট সাইড বেয়ারার] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- ৭৫৫২টি এসএসই/ পি.ওয়ে/ টিডি/ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য। পি.এল. নং-৬০০৯০০৪২।

ক্রম নং: ৬; টেন্ডার নং: ৬১/২৬/০১০৩এ/ওটি/২৪১/২০২৫-২৬;
বন্ধ হওয়া/খোলার তারিখ: ২৩-০৪-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৮৮২২ (অল্টারনেট: ০৪) অনুযায়ী থিক ওয়েব সুইচ এক্সপ্যানশন জয়েন্ট (টিডব্লিউএসইজে) তৈরি এবং সরবরাহ। (আরডিএসও-র চিঠি নং সিটি/জেডব্লিউ/৩ তারিখ ০৪/০৭/২০২৩ অথবা আরডিএসও-র সর্বশেষ নির্দেশিকা অনুযায়ী সমস্ত শর্ত প্রযোজ্য)। আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৮৮২২ (অল্টারনেট: ০৪) অনুযায়ী ফিটিংসের তালিকা, যার মধ্যে ইআরসি এমকে ফাইভ, জিএফএন লাইনার এবং পিএসসি স্লিপার অন্তর্ভুক্ত নয়। (টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখের এক মাস আগে পর্যন্ত আরডিএসও দ্বারা জারি করা ড্রয়িং এবং স্পেসিফিকেশনের অল্টারনেট এই টেন্ডারে প্রযোজ্য হবে।) [ওয়ারেন্টি পিরিয়ড: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং: আইটেম: ৩১০০৫৮২, থিক ওয়েব সুইচ, থিক ওয়েব এসইজে এবং এন্ড ফোর্জিং; সাব আইটেম: থিক ওয়েব এসইজে] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- ২৬২ সেট বঙাইগাঁও ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য। পি.এল. নং-৬০০০০৬০২৪৪।

ক্রম নং: ৭; টেন্ডার নং: ৬১/২৫/৫৫০৩এ/ওটি/২৪২/২০২৫-২৬;
বন্ধ হওয়া/খোলার তারিখ: ২২-০৪-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৮৮২২ (অল্টারনেট: ০৪) অনুযায়ী থিক ওয়েব সুইচ এক্সপ্যানশন জয়েন্ট (টিডব্লিউএসইজে) তৈরি এবং সরবরাহ। (আরডিএসও-র চিঠি নং সিটি/জেডব্লিউ/৩ তারিখ ০৪/০৭/২০২৩ অথবা আরডিএসও-র সর্বশেষ নির্দেশিকা অনুযায়ী সমস্ত শর্ত প্রযোজ্য)। আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৮৮২২ (অল্টারনেট: ০৪) অনুযায়ী ফিটিংসের তালিকা, যার মধ্যে ইআরসি এমকে ফাইভ, জিএফএন লাইনার এবং পিএসসি স্লিপার অন্তর্ভুক্ত নয়। (টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখের এক মাস আগে পর্যন্ত আরডিএসও দ্বারা জারি করা ড্রয়িং এবং স্পেসিফিকেশনের অল্টারনেট এই টেন্ডারে প্রযোজ্য হবে।) [ওয়ারেন্টি পিরিয়ড: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং: আইটেম: ৩১০০৫৮২, থিক ওয়েব সুইচ, থিক ওয়েব এসইজে এবং এন্ড ফোর্জিং; সাব আইটেম: থিক ওয়েব এসইজে] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- ২৩৬৪ সেট এসএসই/ পি.ওয়ে/ টিডি/ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য। পি.এল. নং-৬০১৯০১১৫।

ক্রম নং: ৮; টেন্ডার নং: ৬১/২৬/৫১৫২/ওটি/২৪৩/২০২৫-২৬;
বন্ধ হওয়া/খোলার তারিখ: ২৩-০৪-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৬৯৩০ (অল্টারনেট-৩) অনুযায়ী ইমপ্রুভড সুইচ এক্সপ্যানশন জয়েন্ট (আইএসইজে) অ্যাসেম্বলি তৈরি, ফেব্রিকেশন এবং সরবরাহ, যা ৬৫ মিমি সর্বোচ্চ গ্যাপ সম্পন্ন লং ওয়েল্ডেড রেলের জন্য আইআরএস-টি-১০-২০২৫-এর সাথে সংগতিপূর্ণ। এটি ৫২ কেজি ইউ.আই.সি ব্রডগেজ (বি.জি) পিএসসি স্লিপারের জন্য ড্রয়িং অনুযায়ী সমস্ত ফিটিংস সহ, তবে ইআরসি, লাইনার এবং রাবার প্যাড ব্যতিত। [ওয়ারেন্টি পিরিয়ড: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: হ্যাঁ, স্টেজ: ১] [ইউভিএএম লিঙ্কিং: আইটেম: ৩১০০০৪২, ইমপ্রুভড সুইচ এক্সপ্যানশন জয়েন্ট; সাব আইটেম: ৬৫ মিমি গ্যাপের (সর্বোচ্চ) জন্য ইমপ্রুভড সুইচ এক্সপ্যানশন জয়েন্ট] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- ১৩৩ সেট এসএসই/ পি.ওয়ে/ টিডি/ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য। পি.এল. নং-৬০০৬০৮৩৬০০৬০।

ক্রম নং: ৯; টেন্ডার নং: ২০/২৬/০৪৯৯/ওটি/২৪৪/২০২৫-২৬;
বন্ধ হওয়া/খোলার তারিখ: ১৩-০৪-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ৩ ফেজ লোকোমোটিভের জন্য আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং আরডিএসও/২০১৮/ইএল/এসপিইসি/০১৩৭, রিভিশন '০' বা সর্বশেষ এবং আরডিএসও এসটিআর নং আরডিএসও/২০০৭/ইএল/এসটিআর/০০১৫, রিভিশন-১ বা সর্বশেষ অনুযায়ী ১৭৪৫ এলপিএম ক্ষমতাসম্পন্ন এয়ার কম্প্রেসার [প্রধান] (অয়েল লুব্রিকেটেড)। [ওয়ারেন্টি পিরিয়ড: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং: আইটেম: ৩১০০১৩৬, ইলেকট্রিক লোকোমোটিভের জন্য প্রধান কম্প্রেসার (অয়েল লুব্রিকেটেড) (১৭৪৫ এলপিএম ক্ষমতা)] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। i) পরিমাণ- ০২টি মালদা টাউন ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য, ii) পরিমাণ- ০৩টি নিউ গুয়াহাটি ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য, iii) ০২টি শিলিগুড়ি জংশন ডিজেল ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য। পি.এল. নং-২৯৫১০০১৬।

দ্রষ্টব্য: টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথিপত্রের বিস্তারিত বিবরণের জন্য টেন্ডারকারী ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in)-এ লগ ইন করতে পারেন।যে সমস্ত সম্ভাব্য বিডার উপরোক্ত টেন্ডারগুলোতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের ওই ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন, তবে তাদের অফার ইলেকট্রনিকভাবে জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত না থাকেন, তবে তাদের ভারত সরকারের আইটি অ্যাক্ট ২০০০-এর অধীনে সার্টিফায়িং এজেন্সিগুলো থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে এই টেন্ডারগুলোতে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রূপচর্চা

'ত্বকের জেল্লা?'-ভাইরাল টোটকার আড়ালে আসল সত্যিটা জানুন

রান্নাঘরের পরিচিত সবজি ঢেঁাস হঠাৎ করেই জায়গা করে নিয়েছে রূপচর্চার জগতে। বাঙালির প্রিয় পাতে ডাল-ভাতের সঙ্গে কা।কা। ভাজা ঢেঁাস যেমন স্বাদের তৃপ্তি দেয়, তেমনই এখন নাকি সেই ঢেঁড়সই হয়ে উঠেছে ত্বকের সৌঃ দর্য বৃদ্ধির ' উপাদান। সামাজিক মাধ্যমে ঘুরে বে।ানো নানা ভিডিও আর পোস্টে দাবি করা হচ্ছে- ঢেঁাস দিয়ে বানানো ফেসপ্যাক নাকি ত্বককে করে তুলছে টানটান, উজ্জ্বল, এমনকি বলিরেখাহীন! প্রশ্ন উঠছে, এই দাবিগুলো কি সত্যিই বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত, নাকি নিছকই এক মুহূর্তের হুজুগ?

সাম্প্রতিক সময়ে নেটদুনিয়ায় ছা।য়ে পা।ছে একাধিক ঘরোয়া টোটকা। কেউ কাঁচা ঢেঁাস কুচিয়ে টক দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে মুখে লাগাচ্ছেন, আবার কেউ ঢেঁড়সের আঠালো রস সরাসরি ত্বকে ব্যবহার করছেন। তাদের দাবি- মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবহারে ত্বক হয়ে উঠছে আগের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল, কোমল, এমনকি বয়সের ছাপও নাকি মুছে যাচ্ছে চোখের নিমেষে। সপ্তাহে দু'বার এই প্যাক ব্যবহার করলে ব্রণ কমে, কালচে দাগ হালকা হয়, এমনকি ঝুলে যাওয়া ত্বকও টানটান হয়ে ওঠে- এমন কথাও শোনা যাচ্ছে। তবে এই সব দাবি কতটা বাস্তবসম্মত, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মত একেবারেই আলাদা। প্রথমেই আসা যাক

দইয়ের কথায়। ত্বকের যত্নে দইয়ের ব্যবহার নতুন নয়। বহুদিন ধরেই এটি একটি কার্যকর ঘরোয়া উপাদান হিসেবে পরিচিত। দইয়ের মধ্যে থাকা ল্যাক্টিক অ্যাসিড ত্বকের মৃত কোষ দূর করতে সাহায্য করে, ফলে ত্বক হয় পরিষ্কার ও উজ্জ্বল। এটি প্রাকৃতিক ক্লিনজার হিসেবে কাজ করে এবং ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখে। সূর্যের তাপে পোড়া ত্বককে শান্ত করতেও দইয়ের জুড়ি নেই। এর পাশাপাশি দইয়ে থাকা জিঙ্ক ও ক্যালশিয়াম ত্বককে কোমল ও মসৃণ রাখতে সাহায্য করে। তাই দইয়ের উপকারিতা নিয়ে তেমন কোনও বিতর্ক নেই। অন্যদিকে, ঢেঁাস পুষ্টিগুণে ভরপুর একটি সবজি। এতে রয়েছে ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, অ্যান্টি অক্সিড্যাঃট এবং প্রচুর ফাইবার। শরীরের জন্য এটি অত্যন্ত উপকারী- হজমশক্তি বা।াতে সাহায্য করে, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে, এমনকি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ায়। নিয়মিত খাদ্যতালিকায় ঢেঁড়স রাখলে শরীর সুস্থ থাকে, আর সুস্থ শরীরের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই ত্বকেও পড়ে। কিন্তু সমস্যা শুরু হয় তখনই, যখন এই পুষ্টিকর সবজিটিকে সরাসরি ত্বকে ব্যবহার করার প্রবণতা বাড়ে। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, কাঁচা ঢেঁড়।স ত্বকে লাগানো মোটেই নিরাপদ নয়। ঢেঁাসের আঠালো গঠন অনেকের ত্বকে অ্যালার্জি বা র‍্যাশের কারণ হতে পারে। বিশেষ করে যাদের ত্বক সংবেদনশীল, তাদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি আরও বেশি। ঢেঁড়সের ভেতরের ফাইবার অনেক সময় ত্বকে জ্বালা বা ক্ষতির কারণ হতে পারে। ফলে ত্বক উজ্জ্বল হওয়ার বদলে উল্টে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এছাড়াও, ঢেঁড়স মাখলে বলিরেখা কমে বা বয়স কমে যায়- এমন কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ত্বকের বার্ধক্য একটি জটিল প্রক্রিয়া, যা নির্ভর করে জিনগত কারণ, জীবনযাপন, খাদ্যাভ্যাস, সূর্যালোকের প্রভাব এবং সঠিক পরিচর্যার উপর। একটি মাত্র ঘরোয়া উপাদান দিয়ে এই প্রক্রিয়াকে থামানো বা উল্টে দেওয়া সম্ভব নয়। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এই ধরনের টোটকাগুলি অনেক সময় বাস্তবের তুলনায় অনেক বেশি বাড়িয়ে বলা হয়।

চুলে গায়ের পারফিউম? অজান্তেই বাড়ছে রুক্ষতা- জেনে নিন এর সঠিক ব্যবহার

চুলের সৌন্দর্য শুধু তার দৈর্ঘ্য বা ঘনত্বে সীমাবদ্ধ নয়- তার গন্ধও ব্যক্তিত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একসময় নারীরা চুলে ফুল গুঁজে প্রাকৃতিক সুবাসে মাতিয়ে রাখতেন চারপাশ। সেই ঐতিহ্যই যেন আধুনিক রূপে ফিরে এসেছে ' পারফিউম' বা ' মিস্ট'-এর ট্রেন্ডে। এখন অনেকেই চান, তাদের চুল থেকেও ভেসে আসুক মৃদু, আকর্ষণীয় সুগন্ধ। কিন্তু এই চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে অনেকেই যে ভুল করছেন, তা বুঝতেই পারছেন না। বর্তমানে একটি সাধারণ অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে- সাজগোজের শেষে শরীরের পাশাপাশি চুলেও স্প্রে করা হচ্ছে গায়ের পারফিউম। বাইরে বেরোনোর আগে দ্রুত এক-দু'বার স্প্রে, আর তাতেই মনে হচ্ছে চুল সুগন্ধে ভরে উঠল। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই অভ্যাস চুলের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে।

কেন ক্ষতিকর গায়ের পারফিউম? আমরা যে পারফিউম বা বডি স্প্রে ব্যবহার করি, তার মূল উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম হল অ্যালকোহল। এই অ্যালকোহল দ্রুত শুকিয়ে গিয়ে গন্ধ ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে ঠিকই, কিন্তু চুলের ক্ষেত্রে এর প্রভাব একেবারেই উল্টো। চুলের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা বা ' বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। অ্যালকোহল সেই আর্দ্রতাকে শুষে নেয়। ফলে নিয়মিত চুলে পারফিউম স্প্রে করলে চুল ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে শুষ্ক, নিষ্প্রাণ এবং রুক্ষ। শুধু তাই নয়, চুলের ডগা ফেটে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ে, চুল ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে যাদের চুল আগে থেকেই ড্রাই বা কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট করা (যেমন রিবন্ডিং, কালারিং), তাদের ক্ষেত্রে এই ক্ষতি আরও দ্রুত দেখা যায়। অনেকেই ভাবেন, অল্প করে ব্যবহার করলে ক্ষতি হবে না- কিন্তু নিয়মিত ব্যবহারে অল্প অল্প করেও এই ক্ষতি জমতে থাকে। গন্ধের মোহে লুকিয়ে থাকা বিপদ-চুলে সুগন্ধ ভালো লাগা স্বাভাবিক। সারাদিনের ধুলো, দূষণ, ঘাম- সব মিলিয়ে চুলে অস্বস্তিকর গন্ধ তৈরি হতে পারে। তাই দ্রুত সমাধান হিসেবে পারফিউম

ব্যবহার অনেকের কাছে সহজ পথ। কিন্তু এই ' ফিক্স'-এর আড়ালে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি লুকিয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে পারফিউমের কৃত্রিম সুগন্ধি উপাদান স্ক্যাল্পে জ্বালা বা অ্যালার্জির কারণও হতে পারে। চুলের গোড়ায় এই রাসায়নিক পদার্থ জমে থাকলে স্ক্যাল্পের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে, যা খুশকি বা চুল পড়ার সমস্যাও বাড়াতে পারে। সমাধান- হেয়ার পারফিউম বা হেয়ার মিস্ট-এই সমস্যার সমাধান হিসেবে বাজারে এসেছে বিশেষভাবে তৈরি ' পারফিউম' বা ' মিস্ট'। এগুলি সাধারণ পারফিউমের মতো নয়- বরং চুলের জন্য আলাদা ভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। প্রথমত, হেয়ার পারফিউমে অ্যালকোহলের পরিমাণ থাকে খুবই কম বা অনেক ক্ষেত্রে একেবারেই থাকে না। ফলে এটি চুলের আর্দ্রতা নষ্ট করে না। দ্বিতীয়ত, এতে প্রায়ই যোগ করা হয় বিভিন্ন পুষ্টিকর উপাদান, যেমন এসেনশিয়াল অয়েল, ভিটামিন ই বা অন্যান্য হেয়ার-ফ্রেন্ডলি উপাদান। এগুলি চুলকে শুধু সুগন্ধিই দেয় না, বরং চুলের স্বাস্থ্যও ভালো রাখতে সাহায্য করে। তৃতীয়ত, হেয়ার মিস্টের সুগন্ধ সাধারণ পারফিউমের তুলনায় অনেক বেশি মৃদু ও স্বাভাবিক। এটি তীব্র নয়, বরং দীর্ঘ সময় ধরে ধীরে ধীরে সুবাস ছড়ায়- যা অনেক বেশি আরামদায়ক।

কীভাবে ব্যবহার করবেন হেয়ার পারফিউম? হেয়ার পারফিউম ব্যবহার করার সময় কিছু নিয়ম মেনে চলা জরুরি-

খুব কাছ থেকে স্প্রে না করে কিছুটা দূরত্ব রেখে ব্যবহার করুন

সরাসরি স্ক্যাল্পে না দিয়ে চুলের লেঙ্থে ব্যবহার করুন

ভেজা চুলে নয়, শুকনো চুলে ব্যবহার করাই ভালো

অতিরিক্ত ব্যবহার এড়িয়ে চলুন

কেনার আগে কী দেখবেন? সব হেয়ার পারফিউম সমান নয়। তাই কেনার আগে অবশ্যই উপাদান তালিকা ভালো করে দেখে নেওয়া উচিত। যেগুলিতে প্রাকৃতিক নির্যাস, এসেনশিয়াল অয়েল এবং কম কেমিক্যাল রয়েছে- সেগুলিই বেছে নেওয়া নিরাপদ। অত্যধিক কৃত্রিম সুগন্ধি বা উচ্চমাত্রার অ্যালকোহলযুক্ত পণ্য এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। স্বাস্থ্যকর চুলের আসল রহস্য-চুলের সৌন্দর্য শুধু বাইরের যত্নে আসে না- এটি নির্ভর করে আমাদের খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাপন এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উপর। পর্যাপ্ত জলপান, সুষম খাদ্য, নিয়মিত তেল ম্যাসাজ এবং সঠিক শ্যাম্পু-কন্ডিশনার- এই সবকিছুই চুলকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। সুগন্ধ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তার জন্য চুলের স্বাস্থ্যের সঙ্গে আপস করা উচিত নয়। ফ্যাশন ও ট্রেন্ড আমাদের জীবনকে নতুনভাবে সাজাতে সাহায্য করে ঠিকই, কিন্তু সব ট্রেন্ডই যে অনুসরণযোগ্য, তা নয়। চুলে গায়ের পারফিউম ব্যবহার করার অভ্যাস হয়তো মুহূর্তের জন্য ভালো লাগা দেয়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তা চুলের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।তাই সুগন্ধের জন্য হেয়ার-ফ্রেন্ডলি ও চুলের জন্য আলাদা ভাবে তৈরি হেয়ার পারফিউম। সচেতন থাকুন, কারণ সুন্দর চুল মানেই শুধু বাহ্যিক চাকচিক্য নয়, তার ভেতরের সুস্থতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

হুগলি জেলার চুঁচুড়া ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চলছে অফলাইনে আবেদন করার কাজ

বনস্পতি দে, হুগলি,৩০ মার্চ ঃ হুগলি জেলার চুঁচুড়া ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চলছে অফলাইনে আবেদন করার কাজ। সেখানেই চরম বিশৃঙ্খলার ছবি সামনে আসে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অনুযায়ী হাইকোর্টের গঠন করে দেওয়া ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে হবে সেই সব ভোটারদের। চতুর্থ সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশের পরেও বিভিন্ন জেলায় বহু মানুষের নাম ভোটার তালিকায় ওঠেনি। এতদিন ধরে শুনানি কেন্দ্রে লম্বা লাইন দেখা গিয়েছিল জেলায় জেলায়। এ বার ট্রাইব্যুনালে সামনে লাইন। ভোটার তালিকায় নাম তুলতে হয়রানি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন অনেকেই। কমিশনের নির্দেশে অনলাইন এবং অফলাইনে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করা যাচ্ছে। আবেদন করতে আসা সাধারণ মানুষ জানান, সকাল থেকে রোদ্দুরে লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অসংখ্য মানুষ। স্টেডিয়ামের বাইরে লম্বা লাইন করে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। এক ভোটার বলেন, ' থেকে দুপুর গড়িয়ে গেলেও লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে।' বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ করায় পরে স্টেডিয়ামের ভেতরে লাইনে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। বৃদ্ধ মানুষদেরও এ দিন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এর মধ্যে অনেকের ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম রয়েছে। কেউ কেউ আবার তার আগে থেকে ভোট দিচ্ছেন, তাও নির্বাচনও দিয়েছেন। অথচ তাদের নাম ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। কারও আবার বাবা মায়ের নাম উঠলেও সন্তানের নাম ওঠেনি। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সন্তানের নাম বৈধ ভোটার তালিকায় উঠেছে তাদের পিতা-মাতার নাম নেই বৈধ তালিকায়। বারবার একাধিক ইস্যুতে লাইনে দাঁড়িয়ে হয়রানির স্বীকার হচ্ছে বলে জানান সাধারণ মানুষ।

ভ্রমণের অধিকার পুনরুদ্ধার, অবৈধ যাত্রীদের বিরুদ্ধে পূর্ব রেলওয়ের কঠোর অবস্থান

কলকাতা, ৩০ মার্চ ঃ চলন্ত এক্সপ্রেস ট্রেনের সংকীর্ণ করিডোরে দাঁড়িয়ে সুশান্ত সাহা (নাম পরিবর্তিত) যখন ট্রেনের চাকার ছন্দময় আওয়াজ শুনছিলেন, তখন সেই শব্দ তাঁর মনে কোনো স্বস্তি দিচ্ছিল না। তাঁর পাশেই তাঁর ৯১ বছর বয়সী বৃদ্ধা মা, যিনি অত্যন্ত অসুস্থ এবং দুর্বল, একটি পার্টিশনের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের কাছে বৈধ এবং কনফার্মড রিজার্ভেশন টিকিট থাকা সত্ত্বেও, একদল অননুমোদিত যাত্রী জেদ করে তাঁদের সিট দখল করে রেখেছিলেন এবং জায়গা ছাড়তে অস্বীকার করছিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে একজন শতায়ুপ্রায় বৃদ্ধাকে ভিড় ঠাসা কোচের মধ্যে দাঁড়িয়ে শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে হয়, কারণ কিছু মানুষ নিজের সুবিধার জন্য আইন অমান্য করাকে বেছে নিয়েছিলেন। অবশেষে ট্রাভেলিং টিকিট পরীক্ষক এবং রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের দ্রুত হস্তক্ষেপে সুশান্তবাবু তাঁদের প্রাপ্য আসন ফিরে পান। তবে তাঁর বৃদ্ধা মায়ের ওপর দিয়ে যে মানসিক ও শারীরিক ধকল গেল, তা একটি সভ্য সমাজে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় রেল নেটওয়ার্ক জুড়ে প্রতিদিন এমন দৃশ্য দেখা যায়। যদিও পূর্ব রেলওয়ে ঘনঘন অভিযান ও নজরদারির মাধ্যমে সংরক্ষিত কোচে অননুমোদিত ভ্রমণের এই প্রবণতা রুখতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সাধারণ যাত্রীদের সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ ছাড়া এই প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা সফল হওয়া সম্ভব নয়। সংরক্ষিত কোচগুলি বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে যারা আগে থেকে টিকিট বুক করেছেন, তারা একটি নিরাপদ, মার্জিত এবং আরামদায়ক পরিবেশ পান। বিশেষ করে বয়স্ক, অসুস্থ এবং শিশুদের নিয়ে ভ্রমণকারী পরিবারগুলোর জন্য এটি অত্যন্ত জরুরি। যখন অননুমোদিত ব্যক্তিরা এই সংরক্ষিত স্থানগুলিতে ভিড় জমায়, তারা কেবল একটি 'আসন' দখল করে না বরং তারা বৈধ যাত্রীদের নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা এবং মানসিক শান্তি বিঘ্নিত করে একটি পরিকল্পিত যাত্রাকে যন্ত্রণায় পরিণত করে। নৈতিক উদ্বেগের পাশাপাশি, এই অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে ট্রেনের পরিষেবার মান কমিয়ে দেয়। পূর্ব রেলওয়ে সমস্ত যাত্রীদের কাছে সততার সাথে আচরণ করার এবং সহযাত্রীদের সংরক্ষণের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জরুরি আবেদন জানাচ্ছে। যদি কোনো যাত্রী তাঁদের কোচে অননুমোদিত ব্যক্তি দেখেন, তবে তাঁদের অবিলম্বে

यात्रा के अधिकार की पुनर्प्राप्ति: अनधिकृत यात्रा एक अपराध है।

ধরনের কাজ সম্পূর্ণ বেআইনি এবং ১৯৮৯ সালের রেলওয়ে আইন অনুযায়ী এর গুরুতর পরিণতি রয়েছে। বিশেষ করে, এই আইনের ১৫৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী, অনুমতি ছা।। অন্য কোনো যাত্রীর জন্য সংরক্ষিত কামরায় প্রবেশ করলে রেলকর্মীরা তাকে সরিয়ে দিতে পারেন এবং সেই ব্যক্তি জরিমানার যোগ্য হবেন। অপরাধীদের তাৎক্ষণিক উচ্ছেদ, পুরো ভাড়ার সাথে মোটা অঙ্কের জরিমানা এবং কিছু ক্ষেত্রে কারাদণ্ডও হতে পারে। এছাড়া, এই অননুমোদিত ভিড় ট্রেনের স্বাভাবিক চলাচলেও প্রভাব ফেলে। এটি অনবোর্ড কর্মীদের নিরাপত্তা পরীক্ষা করতে বাধা দেয়, স্টেশনে ওঠানামার প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করে এবং জল ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার ওপর কর্তব্যরত কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করা উচিত, Rail-Madad (RailOne) অ্যাপের মাধ্যমে অভিযোগ জানানো উচিত অথবা রিয়েল-টাইম সহায়তার জন্য সমন্বিত হেল্পলাইন নম্বর ১৩৯-এ কল করা উচিত। এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি জানান যে, প্রতিটি বৈধ যাত্রীর আরাম ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই রেলের অগ্রাধিকার। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, প্রশাসন এনফোর্সমেন্ট ড্রাইভ জোরদার করলেও রেল ভ্রমণ হওয়া উচিত নাগরিক শৃঙ্খলার পরিচয়। জনগণকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে অসুস্থ, বৃদ্ধ এবং শিশুদের যেন তাঁদের আইনত প্রাপ্য জায়গার জন্য লড়াই করতে না হয়।

NAME CHANGE

I, NUR NABI (old name) S/O-JABED ALI residing at VILL- KALUARI PO- JATRADANGA PS&DIST-MALDA PIN-732141 West Bengal, do hereby declare that I have changed My name fom NUR NABI (old name) to MD NURNOBI SK (new name) and henceforth, I shall be Known as MD NURNOBI SK(new name) in all purpose, vide an affidavit swarm before the Notary public at Berhampore court on ,30/03/2026, MD NURNOBI SK (new name) & NUR NABI (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kingshuk Basu s!o Pranab Kumar Basu, residing at B.J.175, Salt Lake, Sector-2, Sech Bhawan, North 24 Parganas, Kolkata- 700091 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare that my actual name is Kingshuk Basu instead of K.Basu which is wrongly recorded in my driving licence no. WB0119960368875 vide an affidavit sworn before the LD. 1st class Judicial Magistrate, Sealdah dates on 30.01.2026. Kingshuk Basu and K.Basu both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sekh Samsuddin (Old Name) S/o Sk Jahuruddin Dawen Residing at Vill - Gandhapur, P.o - Puinan, P.s - Dadpur, District - Hooghly, Pin - 712305, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sk Samsuddin Dawen (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit no 33/2026 Dated 30-03-2026. Sekh Samsuddin (Old Name) and Sk Samsuddin Dawen (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Debabrata, Debabrata Chattopadhyay (Old Name) S/o Late Brojo Gopal Chattopadhyay Residing at Anila Apartment BB/1/6, Flat No-4D, Kolkata, North 24 Parganas - 700059, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Debabrata Brojo Chattopadhyay (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 30-03-2026. Debabrata, Debabrata Chattopadhyay (Old Name) and Debabrata Brojo Chattopadhyay (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kishor Maity, Kishor Kumar Maity, Kisor Kumar Maity (Old Name) S/o Subodhchandra Maiti Residing at Vtc - Uttar Kasim Nagar, P.o - Rajarampur, District - Purba Medinipur, Pin - 721628, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Kishorkumar Maiti (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit no 32/2026 Dated 30-03-2026. Kishor Maity, Kishor Kumar Maity, Kisor Kumar Maity (Old Name) and Kishorkumar Maiti (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Koyel Chattopadhyay (Old Name) D/o Debabrata Brojo Chattopadhyay Residing at Anila Apartment BB/1/6, Flat No-4D, Kolkata, North 24 Parganas - 700059, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Koyel Debabrata Chattopadhyay (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 30-03-2026. Koyel Chattopadhyay (Old Name) and Koyel Debabrata Chattopadhyay (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Akram Ali Khan S/o Late Hyder Ali Residing at 99/E/1, Cossipore Road, P.o+P.s - Cossipore, District - Kolkata, Pin- 700002 West, Bengal India, that my deceased father who previously known as Haidar Ali Khan (Old Name) shall henceforth be known as Hyder Ali (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 30-03-2026. I declare that my deceased father Haidar Ali Khan (Old Name) and Hyder Ali (New Name) is same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sayani Dutta (Old Name) W/o Samijit Dutta Residing at 26/64/108, New Purbachal Halisahar, P.o - Nabanagar, P.s - Bizpur, District - North 24 Parganas, Pin - 743136, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sayani Dutta Bhadra (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 30-03-2026. Sayani Dutta (Old Name) and Sayani Dutta Bhadra (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Yasin Ali Shaikh S/o Late Sk Yakub Ali Residing at Vill - Tegechhia, P.o - Kankrakhuli, P.s - Dhaniakhali, District - Hooghly, Pin-712302, West, Bengal India, that my deceased father who previously known as Sh Yakub Ali (Old Name) shall henceforth be known as Sk Yakub Ali (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 30-03-2026. I declare that my deceased father Sh Yakub Ali (Old Name) and Sk Yakub Ali (New Name) is same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sunil Kumar Das (old name) son of Late Gopal Das, residing at Rathtala Road, P.O & P.S – Barasat, Dist: North 24 Parganas, Pin: 700124, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sunil Das (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide affidavit SL No. 24, dated 13/02/2026. Sunil Kumar Das (old name) and Sunil Das (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Suniti Bala Das (Old Name) W/o Late Prananath Das D/o Late Sudher Das Residing at D/55, Purba Ananda Pally, Purba Putiary, P.s - Regent Park, District - Kolkata, Pin - 700093, P.O.B Adress - B.C Gupta Road, Malugram, P.s - Silchar, District - Cachar Assam, Pin - 788002, India, have changed my name and shall henceforth be known as Suniti Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 30-03-2026. Suniti Bala Das (Old Name) and Suniti Das (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Surendra Agarwal (Old Name) son of Late Mohan Lal Agarwal Resident of ,Southwinds,B2 11A,132, Ghoshal Para Road,P.O-Harinavi,P.S-Sonarpur,Dist-South 24 Parganas,Pin-700148. W.B., have changed my name and shall henceforth be known as Surendra Kumar Agarwala (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 28.03.2026. That Surendra Agarwal (Old Name) and Surendra Kumar Agarwala (New Name) is the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shawani Mukherjee (Old Name) D/o Pradip Mukherjee W/o Sovan Guha Residing at 40 Neheru Colony, Regentpark, Vtc+P.o - Regent park, District - Kolkata, Pin - 700040, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Shawani Guha (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 52/2026 Dated 30-03-2026. Shawani Mukherjee (Old Name) and Shawani Guha (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

OLD NAME MD SAHIDULLA MANDAL S/O MD BADAL MANDAL RESIDING AT VILL SONATALA P/O TABHI CHARA PS NAKASHI PARA NADIA HAVE CHANGED MY NAME SAHIDULLA MONDAL S/O BADAL MONDAL AND HANCEFORTH BE KNOWN SAHIDULLA MONDAL S/O BADAL MONDAL. AS DECLARE BEFORE THE EXECUTIVE MAGISTRATE 1ST CLASS COURT KRISHNAGAR NADIA VIDE AFFIDAVIT NO 527 DATED 9/1/2026 SAHIDULLA MONDAL S/O BADAL MONDAL AND MD SAHIDULLA MANDAL S/O MD BADAL MANDAL BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I, Rinku Das Biswas D/o Late Swapan Kumar Biswas Residing at Kuthipara, Gazna, District - Nadia, Pin- 741507, West, Bengal India, that my deceased father who previously known as Swapan Das, Swapan Kr Biswas (Old Name) shall henceforth be known as Swapan Kumar Biswas (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 34/2026 dated 30-03-2026. I declare that my deceased father Swapan Biswas, Swapan Kr Biswas (Old Name) and Swapan Kumar Biswas (New Name) is same and one identical person.

NAME CHANGE

I , PIKAI BIBI SEKH D/O LATE SEKH KHOKA W/O BHUNO SK R/O VILL + P.O SHEORATALA P.S DEBAGRAM DIST NADIA. KALIGANJ ASSEMBLY WHERE MY FATHER'S NAME HAS BEEN RECORDED AS KHOKA SEKH AND MY PAN CARD MY FATHER'S NAME HAS BEEN RECORDED AS ACHHORADDIN SEKH AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGIS TRATE BERHAMPORE COURT ON 16-3-26 MY FATHER SEKH KHOKA AND KHOKA SEKH AND ACHHORADDIN SEKH ALL ARE SAME PERSON

NAME CHANGE

I,SHEFALI (old name) W/O - ABDUR ROSHID residing at VILL-BIBIGRAM PO - SAYEDPUR PS - KALIACHAK DIST - MALDA PIN - 732206. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SHEFALI (old name) to SAMIMA YEASMIN (new name) and henceforth, I shall be Known as SAMIMA YEASMIN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore Msd court on 01/04/2026. SAMIMA YEASMIN (new name)& SHEFALI (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Narayan Chandra Sarkar (old name) S/o- Subodh Sarkar residing at Betai Lalbazar, Lalbazar, Tehatta, Dist-Nadia, Pin-741163 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from NARAYAN CHANDRA SARKAR to NARAYAN SARKAR and henceforth I shall be known as NARAYAN SARKAR (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 30/03/2026. NARAYAN CHANDRA SARKAR (old name) and NARAYAN SARKAR (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি মইনুদ্দিন, পিতা ইশাক, বয়স প্রায় ৬৭ বছর, ধর্ম ইসলাম ঠিকানা ৬২, আর.বি.সি রোড, চন্দনপাড়া চাঁপদানি, পোঃ- অ্যাঙ্গাস, হুগলি, পিন-৭১২২২১, ওয়েস্ট বেঙ্গল। আমার নাম হয়েছে মইনুদ্দিন । চন্দননগর কোর্টের এফিডেভিট বলে আমার সঠিক নাম MOINUDDIN হয়েছি, MD. MOINUDDIN ও MD. MOINUDDIN ANSARI এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, MOST NIRASHA BIBI (old name) W/O - CHAND MOHAMMAD SK residing at VILL- BIJAYNAGAR PO - KUMARSANDA PS - KANDI DIST - MURSHIDABAD PIN-742136. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MOST NIRASHA BIBI (old name) to MIRA BIBI (new name) and henceforth, I shall be Known as MIRA BIBI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the SDEM at Berhampore Msd court on 01/04/2026. MIRA BIBI (new name)& MOST NIRASHA BIBI (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Islam Mallick (old name) S/o-Amarat Mallick residing at Nasipur, Bhagyabantapur, Kaliganj, Dist-Nadia, Pin-713130 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD ISLAM MALLICK to ISLAM MALLICK and henceforth I shall be known as ISLAM MALLICK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 30/03/2026. MD ISLAM MALLICK (old name) and ISLAM MALLICK (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I PARULA BIBI (OLD NAME) W/O - ANARUL HOQUE Residing at CHARSOFIHAJIPARA P.O HANUMANTANAGAR. PS - BHAGWANGOLA. DIST - MURSHIDABAD PIN - 742135 , WEST BENGAL do hereby declare that I have changed my name from (old name) PARULA BIBI to (new name) PARULA BEWA and henceforth I shall be know as (new name) PARULA BEWA in all purpose, vide an affidavit before the notary public at Lalbagh court on 27/03/2026 (new name) PARULA BEWA And PARULA BIBI (old name) both name are same and one identical person .

NAME CHANGE

I,MD HELAL SK (old name) S/O - MAHATAB SK residing at VILL-SADAL PASCHIMPARA PO - SADAL PS - KHARGRAM DIST - MURSHIDABAD PIN -742159. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MD HELAL SK (old name) to HELAL SK (new name) and henceforth, I shall be Known as HELAL SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 30/03/2026. HELAL SK (new name)& MD HELAL SK (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abdur Rashid Shaikh (old name) S/o-Abdur Rahaman residing at Chhayghari Surangapur, Amtala, Nowda, Dist-Murshidabad, Pin-742121 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ABDUR RASHID SHAIKH to MD ABDUL RASHID SAIKH and henceforth I shall be known as MD ABDUL RASHID SAIKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 30/03/2026. ABDUR RASHID SHAIKH (old name) and MD ABDUL RASHID SAIKH (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I PARULA BIBI (OLD NAME) W/O - ANARUL HOQUE Residing at CHARSOFIHAJIPARA P.O HANUMANTANAGAR. PS - BHAGWANGOLA. DIST - MURSHIDABAD PIN - 742135 , WEST BENGAL do hereby declare that I have changed my name from (old name) PARULA BIBI to (new name) PARULA BEWA and henceforth I shall be know as (new name) PARULA BEWA in all purpose, vide an affidavit before the notary public at Lalbagh court on 27/03/2026 (new name) PARULA BEWA And PARULA BIBI (old name) both name are same and one identical person .

NAME CHANGE

I, FOZLUL MONDAL (old name) S/O - BABAR ALI MONDAL residing at VILL- PATIKABARI PO - PATIKABARI PS-NOWDA DIST - MURSHIDABAD PIN -742162. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from FOZLUL MONDAL (old name) to FAZLUL MONDAL (new name) and henceforth, I shall be Known as FAZLUL MONDAL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 30/03/2026. FAZLUL MONDAL (new name)& FOZLUL MONDAL (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Bidesh Das (old name) S/o- Purna Chandra Das residing at Abhaipur, Karimpur, Karimpur, Dist-Nadia, Pin-741152 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from BIDESH DAS to BISDESH CHANDRA DAS and henceforth I shall be known as BISDESH CHANDRA DAS (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 30/03/2026. (old name) BIDESH DAS and BISDESH CHANDRA DAS (new name) both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, SMRITIKANA MONDAL alias SMRITIKANA RAHA (MONDAL) (OLD NAME) W/O - Dilip Kumar Raha Residing at Vill.-Ganrapota, P.O.-Ganrapota, P.S.-Bongaon, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743251, WEST BENGAL do hereby declare that I have changed my name from SMRITIKANA MONDAL alias SMRITIKANA RAHA (MONDAL) (old name) to SMRITIKANA RAHA MONDAL (new name) and henceforth I shall be know as SMRITIKANA RAHA MONDAL (new name) in all purpose, vide an affidavit before the Ld. Addl. Chief Judicial Magistrate 1st Class at Bongaon, Dist-North 24 Parganas on 11/12/2025. SMRITIKANA MONDAL alias SMRITIKANA RAHA (MONDAL) (Old Name) And SMRITIKANA RAHA MONDAL (New Name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I ABUL HOSEN KHAN S/O ABDUL RASID KHAN residing at Vill & P.O.-Kalindi, P.S.-Ramnagar, East Medinipur-721461, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ABUL HOSSEN KHAN as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 30/03/2026. ABUL HOSEN KHAN and ABUL HOSSEN KHAN both are same and identical person.

NAME CHANGE

I TAHMINA BIBI (OLD NAME) W/O - MD ISMAIL HOQUE Residing at CHARSOFIHAJIPARA P.O HANUMANTANAGAR. PS - BHAGWANGOLA. DIST - MURSHIDABAD PIN - 742135 , WEST BENGAL do hereby declare that I have changed my name from (old name) TAHMINA BIBI to (new name) TAHMINA KHATUN and henceforth I shall be know as (new name) TAHMINA KHATUN in all purpose, vide an affidavit before the notary public at Lalbagh court on 27/03/2026 (new name) TAHMINA KHATUN And TAHMINA BIBI (old name) both name are same and one identical person .

নাম পরিবর্তন

আমি Annapurna Mondal, WO Seshpal Mondal, গ্রামঃ কামাখ্যা, পোঃ দেখুয়িা, থানাঃ রামপুরহাট, বীরভূমের বাসিন্দা।আমার আসল নাম Annapurna Mondal, যা আধার কার্ডে নথিভুক্ত রয়েছে। আমার ছেলে ক্ষণগঞ্জড়ণ্ডণঞ্জড় এর জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নামের জায়গায় Santana Mondal লিপিবদ্ধ রয়েছে। ০৬.০৩.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Annapurna Mondal and Santana Mondal WO Seshpal Mondal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। সেই সঙ্গে আবেদন জানাচ্ছি আমার ছেলের জন্ম সার্টিফিকেটে Santana Mondal এর পরিবর্তে Annapurna Mondal লিপিবদ্ধ করা হোক।

NAME CHANGE

I Solema Bibi (old name) W/O Mujahar sk resident of Vill Tejapata Po Palsanda PS Khargram Dist Murshidabad West Bengal Pin 742159 do hereby declared that I have changed my name from Solema Bibi to Selima Bibi and henceforth I sall be known as Selima Bibi (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 30/03/2026. My name Selima Bibi & Solema Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, INDRANI GOEL D/o Santu Lal Goel residing at Flat 1D, Block-7, Space Town, Raghunathpur, VIP Road, North 24 Pgs, Kolkata: 700059 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name INDRANI BHADRA(DOB: 12.09.1975) instead of INDRANI GOEL(DOB: 12.09.1975), vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at CJM's Court dated on 30/03/2026. INDRANI BHADRA and INDRANI GOEL both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Chumki Hansda Lakshmi Hasda, SO Vede Hansda, গ্রামঃ শিমুল জুড়ি, পোঃ শ্রীরামপুর, থানাঃ মুরারই, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Chumki Hansda, So Vede Hansda যা আধার, ভোটার, প্যান, রেশন কার্ড এবং জন্ম শংসাপত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার ডাক নাম Lakshmi Hazra যা SBI ব্যাঙ্কের রাজগ্রাম শাখায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। ০৬.০১.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট নোটারি পাবলিকের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Chumki Hansda Lakshmi Hasda এক এবং অভিন্ন হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

রাজস্থানে অনুষ্ঠিত ৫ম জাতীয় ব্রেকিং চ্যাম্পিয়নশিপে পশ্চিমবঙ্গের জয়জয়কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৩০ মার্চ ঃ রাজস্থান ড্যান্সস্পোর্ট অ্যাসোসিয়েশন (RDSA) আয়োজিত ৫ম জাতীয় ব্রেকিং চ্যাম্পিয়নশিপ, ২৭ থেকে ২৯ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত রাজস্থানের ঝুনঝুন যোগী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। ন্যাশনাল ড্যান্স চ্যাম্পিয়নশিপে ইয়ুথ বিভাগে রানীগঞ্জের ইন্দ্রজিত পাল ২য় স্থান এবং দুর্গাপুর সেপকো টাউনশিপের তরুণ নৃত্যশিল্পী রায়ান মিশ্র পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করে ৩য় স্থান অর্জন করেছে। প্রথম স্থান পেয়েছে দিল্লির দীপক। সিনিয়র বিভাগে, রাণীগঞ্জের শ্রীকান্ত পাল পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করে ৩য় স্থান অর্জন করেছেন। অ্যামেচার ড্যান্সস্পোর্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (ADSF), ড্যান্স স্পোর্ট এশিয়া, ওয়ার্ল্ড ড্যান্সস্পোর্ট ফেডারেশন এবং আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির স্বীকৃত এই চ্যাম্পিয়নশিপ ভারতের উদীয়মান নৃত্য প্রতিভার উদযাপন করেছে। এই চ্যাম্পিয়নশিপ পশ্চিমবঙ্গের নৃত্য প্রতিভাদের জন্য একটি বড় মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করবে। পশ্চিমবঙ্গের নৃত্য সংস্কৃতিকে জাতীয় স্তরে তুলে ধরার জন্য এই জয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মহিলাদের হাত ধরে বদলে যাচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতির চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৩০ মার্চ ঃ পুরুলিয়া জেলার কাশীপুরের পাথরিয়াগোড়া গ্রামে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতির চিত্র। একসময় যেখানে সংসারের আর্থিক দায়িত্ব মূলত পুরুষদের উপর নির্ভরশীল ছিল, সেখানে এখন মহিলারাও সমানভাবে দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে স্বাবলম্বিতার পথে এগিয়ে চলেছেন। গ্রামের মহিলা ও পুরুষ উভয়েই সারা বছর ধরে বাঁশের তৈরি বিভিন্ন হস্তশিল্প নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ঝুড়ি, খাচি, কুলো-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় নানা সামগ্রী তৈরি করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন তারা। এই হস্তশিল্পই আজ তাদের প্রধান জীবিকার উৎস হয়ে উঠেছে। এর ফলে শুধু ব্যক্তিগত আয়ই বাড়ছে না, পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিও শক্তিশালী হচ্ছে। গ্রামের মহিলারা বলেন, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে এসে তারা এই কাজ শেখেন এবং ধীরে ধীরে দক্ষতা অর্জন করেন। বর্তমানে নিজেদের তৈরি সামগ্রী বিক্রি করে তারা আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠেছেন। সংসারের খরচ বহন থেকে শুরু করে দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানো, সব ক্ষেত্রেই তারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। মহিলাদের এই অংশগ্রহণ শুধু আর্থিক উন্নয়নেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সামাজিক ক্ষেত্রেও ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে। সন্তানদের শিক্ষার খরচ বহন করা, সংসারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ, সব ক্ষেত্রেই মহিলাদের ভূমিকা ক্রমশ বাড়ছে। সব মিলিয়ে পাথরিয়াগোড়া গ্রাম আজ গ্রামীণ স্বাবলম্বিতার এক শক্তিশালী দৃষ্টান্ত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, পরিশ্রম এবং আত্মনির্ভরতার মানসিকতা শুধু তাঁদের নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করেনি, বরং গোটা গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতেও ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। তাদের এই উদ্যোগ ও অদম্য প্রচেষ্টা এখন অন্য গ্রামগুলির কাছেও অনুপ্রেরণা হয়ে উঠছে।

বড়ঞায় মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য, বেপরোয়া ট্রাক্টরের দুর্ঘটনায় আহত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, কান্দি, ৩০ মার্চ ঃ বড়ঞা ব্লকের কুলি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, চৌকি কাটনা নদীর সংলগ্ন এলাকা থেকে রাতের অন্ধকারে যেমন, তেমনই দিনের বেলাতেও অবাধে মাটি কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গ্রামবাসীদের দাবি, কোনোরকম সরকারি অনুমতি ছাড়াই চাষের জমি ও বিভিন্ন জায়গায় জেসিপি লাগিয়ে মাটি তোলা হচ্ছে। সেই মাটি বোঝাই ট্রাক্টরগুলো বেপরোয়া গতিতে চলাচল করায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। নবদুর্গা গ্রামের দুই বাসিন্দা সকালে কুলি থেকে বাজার করে ফেরার পথে একটি মাটি বোঝাই ট্রাক্টর তাদের ধাক্কা মারে। এতে তাদের মোটরবাইক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দু'জনেই গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার করে তাদের কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, ওই এলাকায় দুটি শিশুদের স্কুল এবং একটি অনুষ্ঠান বাড়ি রয়েছে। বেপরোয়া ট্রাক্টর চলাচলের ফলে স্কুল পড়ুয়া ও পথচারীদের নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা কাজল শেখের দাবি, অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে বড়সড় প্রাণহানির ঘটনাও ঘটতে পারত। নম্বর প্লেটবিহীন ট্রাক্টর, চালকের হুমকি গ্রামবাসীদের আরও অভিযোগ, বেশিরভাগ ট্রাক্টরের কোনো নম্বর প্লেট নেই। ফলে সেগুলির পরিচয় জানা সম্ভব হচ্ছে না। কেউ প্রতিবাদ করতে গেলেই চালকদের তরফে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের কাছে দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, অবিলম্বে অবৈধ মাটি কাটার কাজ বন্ধ করা এবং বেপরোয়া ট্রাক্টর চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আনা জরুরি। খবর পেয়ে বড়ঞা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই মাটি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে বলে জানা গেছে।

আসানসোলে অগ্নিমিত্রা পলকে ঘিরে অস্বস্তি, শুরু রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ৩০ মার্চ ঃ ভোটের উত্তাপে সরগরম রাজ্য রাজনীতি, কিন্তু সেই আবহেই আসানসোল দক্ষিণে এক ভিন্ন ছবি সামনে এল। প্রচারে গিয়ে কার্যত জনশূন্য পরিস্থিতির মুখে পড়তে হল বিজেপি বিধায়ক ও প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল-কে। স্থানীয়দের অনাগ্রহে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর শেষমেশ দলীয় কর্মীদের নিয়ে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন তিনি। সোমবার রানিগঞ্জ ব্লকের চেলোদ এলাকায় প্রচারে যান অগ্নিমিত্রা। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখা যায়, অধিকাংশ বাড়ির দরজা বন্ধ, রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। প্রার্থীর আগমনে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি তো দূরের কথা, এলাকার চিত্র যেন একেবারেই বিপরীত। কিছুক্ষণ অবস্থান করার পর পরিস্থিতি বুঝে সেখান থেকে সরে আসেন তিনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক বাকযুদ্ধ। তৃণমূল কংগ্রেস এই ঘটনাকে কটাক্ষ করে বিজেপির জনভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। অন্যদিকে, পালটা অভিযোগ তুলে অগ্নিমিত্রা পল দাবি করেছেন, তৃণমূলের 'ভয়ভীতি' এবং 'সন্ত্রাস' কারণেই সাধারণ মানুষ ঘর থেকে বের হতে সাহস পাচ্ছেন না। যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূল নেতা স্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এলাকার মানুষ পরিশ্রমী। সকাল হলেই তাঁরা কাজের খোঁজে পাথর খাদান বা ইটভাটায় চলে যান। বিজেপির রাজনৈতিক প্রচার দেখার জন্য তাঁরা কাজ ফেলে বসে থাকবেন, এমনটা ভাবা ঠিক নয়। তাঁর আরও কটাক্ষ, অগ্নিমিত্রা পল পরিযায়ী পাখির মতো শুধু ভোটের সময় আসেন। অন্যদিকে তৃণমূলের তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে ১০ বছর ধরে মানুষের ঘরে ঘরে কাজ করেছেন। মানুষ কাজকে চেনে, নাটককে নয়। পাশাপাশি তাঁর দাবি, খুব শীঘ্রই তৃণমূল প্রার্থীর প্রচারে স্বতঃস্ফূর্ত ভিড় দেখা যাবে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আসানসোল দক্ষিণের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নতুন করে চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনের আগে এই ধরনের ছবি বিজেপির জন্য অস্বস্তিকর ইঙ্গিত হতে পারে, যদিও চূড়ান্ত রায় দেবে ব্যালট বাক্সই।

দেবের রোড শোতে জনসমুদ্র কোচবিহারে

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৩০ মার্চ ঃ নির্বাচন ঘোষণার পর তৃণমূল কংগ্রেস কোচবিহার জেলায় ৯ আসনেই প্রার্থী ঘোষণা করেছে। আর এরপর থেকেই জোরকদমে প্রচার ছাড়ছে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা। সোমবার কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিকের সমর্থনে কোচবিহারের চান্দামারী রোড শো করলেন সাংসদ তথা বাংলা সিনেমা জগতের অন্যতম নায়ক দেব। সোমবার হেলিকপ্টারে চান্দামারী স্কুলের মাঠে নামার পর তিনি কোচবিহারের শহরে আসেন সেখানে থেকেই পুনরায় গাড়ি করে রোড শো - এর উদ্দেশ্যে রওনা দেন। চান্দামারীতে দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে রোড শোতে জনসমুদ্র হয়েছিল। দেবকে দেখতে জড়ো হয়েছিল ৮ থেকে ৮০ সকলেই। চান্দামারী রোড এর প্রথম গাড়িতে ছিলেন প্রার্থী অভিজিত দে ভৌমিক এবং পিছনে ছিল দেবের গাড়ি। রাস্তার দু'ধারে এত মানুষের ভিড় ছিল যে গাড়ি এগোতেই সময় লেগে যাচ্ছিল প্রচুর। এই রোড শোকে ঘিরে করা নিরাপত্তা চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল সমগ্র রাস্তা। এরপর তিনি চান্দামারী রোড শো সম্পন্ন করে রওনা দেন নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শৈলেন বর্মার সমর্থনেও মারুগঞ্জ এলাকায় রোড শো করেন সেই রোড শোতেও ছিল উপচে পড়া ভিড়। এরপর তুফানগঞ্জে দুই ব্লকের মহিষকুচি এলাকায়। যে বিপুল সংখ্যক মানুষ দেবকে দেখতে এসেছিলেন সেই ভোট যদি তৃণমূলের ভোট বাক্সে পড়ে তাহলে অনায়াসে এই আসন গুলি জয়লাভ করবে তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও সেলিব্রেটি প্রচার বর্তমান রাজনীতির একটি অঙ্গ তবে এই সেলিব্রেটি প্রচারের ভিড় কি রাজনৈতিক দলের ভাগ্য পরীক্ষা উত্তীর্ণ করতে আদৌ সক্ষম এই প্রশ্ন রয়েছে রাজনৈতিক মহলে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ দেব বলেন - যে বিপুল পরিমাণ মানুষ দেখছি তাতে জয় নিশ্চিত। গতবারের থেকে কত বেশি আসন পাওয়া যাবে সেটাই এখন দেখার। তিনি বলেন, আমি মাত্র তিন দিন হয় প্রচারে বেরিয়েছি তাই যত প্রচারে যাব তত সামনে আসবে কোন জায়গাগুলি আমরা জিততে চলেছি তবে এই কথা ঠিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে চতুর্থ বারের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসতে চলেছে। আগামী ৫ এপ্রিল কোচবিহারের রাস পেলার মাঠে জনসভা করবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কোচবিহারের এবং আলিপুরদুয়ারের প্রার্থীদের সমর্থনে এই জনসভা। তার আগে সোমবার দেবের রোড শো এবং ১ ও ৬ তারিখ তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোচবিহারের দুটি জনসভা রয়েছে। ফলে নির্বাচনের আগে সেলিব্রেটি হেভিওয়েট নেতা প্রচার পাল্টা প্রচারে রীতিমতো জমে উঠেছে রাজনীতির মহল।

বিজেপির বুথ সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ৩০ মার্চ ঃ ভোট প্রচার করার সময় বিজেপির বুথ সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট বিধানসভার দাদপুর গ্রামে। আক্রান্ত বিজেপির বুথ সভাপতির নাম সুভাষ লেট। তিনি রামপুরহাট বিধানসভার দাদপুর গ্রামের ৫৪ নম্বর বুথের বিজেপির বুথ সভাপতি। ঘটনার খবর পেয়ে রামপুরহাট বিধানসভার বিজেপির প্রার্থী ধ্রুব সাহা আক্রান্ত বিজেপির কর্মীদের উদ্ধার করে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করে। আক্রান্ত বুথ সভাপতির অভিযোগ, ভোট প্রচার না করার জন্য এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা তোতা সেখ বারবার হুমকি দিত। সেই হুমকি উপেক্ষা করে রবিবার সন্ধ্যায় ভোট প্রচার করায় তোতা শেখ তার দলবল নিয়ে এসে মারধোর করে। বিজেপির রামপুরহাট বিধানসভার প্রার্থী ধ্রুব সাহার অভিযোগ, এর আগেও আমাদের একই বুথ সভাপতিকে মারধোর করেছিল শাসক দলের কর্মীরা। পুলিশে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। এই ঘটনার পর ফের রামপুরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া না হলে পুলিশের বিরুদ্ধে উপযুক্ত জায়গায় অভিযোগ জানানো হবে। যদিও এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা মুখ খুলতে নারাজ।

হাতির হানায় প্রাণ হারালেন এক বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মাদারিহাট, ৩০ মার্চ ঃ ঘুমের মধ্যেই চিরনিদ্রায় চলে গেলেন মাদারিহাটের এক বৃদ্ধা! হাতির হানায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে, বাঁচার আকুতিটুকুও জানাতে পারেননি। মাদারিহাটে এক সপ্তাহের মধ্যে হাতির হানায় দু'টি মৃত্যুর ঘটনা সামনে এল। আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটে ফের হাতির হানা বৃদ্ধি পেয়েছে। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, গত সপ্তাহ থেকে আবারও লোকালয়ে আসতে শুরু করেছে গজরাজ। বাড়ি, ঘরে ভাঙচুর চালাচ্ছে। সেই সঙ্গেই নষ্ট করছে ফসলের জমি। এবার এক ৯০ বছরের বৃদ্ধাকে ঘর থেকে টেনে এনে পিষে দেওয়ার ঘটনা ঘটল। নৃশংসতায় স্তম্ভিত সকলে। জানা গেছে, গতকাল গভীর রাতে জলদাপাড়া জঙ্গল থেকে মাদারিহাট ব্লকের রহিমপুর চা বাগানে হাতির দল চলে আসে। এরপরেই এলাকাবাসীদের বাড়িঘর ভাঙতে থাকে। ভোর হওয়ার পর হাতির দলের বাকি হাতি জঙ্গলে চলে গেলেও একটি থেকে যায়। ওই হাতিটি এলাকায় দাপিয়ে বেড়াতে থাকে। বুনো হাতি এলাকার বাসিন্দা সাইলি রাইয়ের বাড়িতে হানা দেয়। তাঁর ঘর ভেঙে দেয়। এরপর তাঁকে ঘর থেকে বের করে পিষে মেরে দেয়। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ ও বন দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। বন দফতরের তরফে বৃদ্ধার পরিবারের সঙ্গে ক্ষতিপূরণের বিষয় নিয়ে কথা বলা হবে। এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

মালদায় এবারে বিধানসভার আসনে প্রার্থী মৌসম নূর, তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থীকে টক্কর দিতে শুরু প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৩০ মার্চ ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে প্রার্থী ঘোষণা করল জাতীয় কংগ্রেস। মালদা জেলার মালতিপুর বিধানসভা কেন্দ্র

থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী করা হয়েছে গণি পরিবারের অন্যতম সদস্য মৌসম বেনজির নূরকে। রাজনৈতিক পরিবারে বেড়ে ওঠা মৌসম নূরের, মা তথা কংগ্রেসের প্রাক্তন নেত্রী রুবি নূরের মৃত্যুর পর সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ২০০৯ সালে সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রথমবার জয়ী হয়ে বিধায়ক হন। একই বছরে মালদা লোকসভা আসন বিভক্ত হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ মালদায় ভাগ হলে, মৌসম নূর উত্তর মালদা থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন এবং ২০০৯ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত টানা দু'বার এই আসনে জয়ী হন। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন এবং সেই দলের টিকিটে উত্তর মালদা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মুর কাছে পরাজিত হন। পরবর্তীতে ২০২০ সালে তৃণমূলের হয়ে রাজ্যসভার সাংসদ হন মৌসম এবং টানা ছয় বছর সেই দায়িত্ব পালন করেন। সাম্প্রতিক সময়ে আবার কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন ঘটে তাঁর। দিল্লিতে গিয়ে দাদা ইশা খান চৌধুরীর হাত ধরে দলে ফেরেন তিনি। এরপর থেকেই তাঁর বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়, যা এবার বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এদিন রাজ্যের ২৮৪ টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা হয় জাতীয় কংগ্রেসের। যেখানে মালদার মালতিপুর বিধানসভা আসনে প্রার্থী করা হয় মৌসম নূর কে। অন্যদিকে, মালতিপুর কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বর্তমান বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি। বিজেপি প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন আশীষ দাস এবং সিপিআই(এম) প্রার্থী মিনারুল হোসেন। ফলে এই কেন্দ্রে চতুর্মুখী লড়াইয়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। প্রার্থী তালিকা প্রকাশে কিছুটা দেরি হওয়ায় কংগ্রেস প্রচারের দিক থেকে কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও, ইতিমধ্যেই জেলার বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে জোরদার প্রচার। দেওয়াল লিখন থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ সব ক্ষেত্রেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। তবে এবারে চতুর্মুখী লড়াইয়ের পর মালতিপুরে কে শেষ হাসি সেটাই দেখার।

জামুড়িয়ায় বিতর্কিত 'কয়লা চোর' পোস্টার, তৃণমূল প্রার্থীর রাজনৈতিক ভাবমূর্তিতে ধাক্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ৩০ মার্চ ঃ ভোটের মুখে ফের বিতর্কে জড়ালেন জামুড়িয়ার তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিং। জেলার বীজপুরে তৃণমূল কার্যালয়ের দেওয়ালে দেখা যায় একটি বিতর্কিত পোস্টার, যেখানে তাঁর ছবি ব্যবহার করে লেখা ছিল 'কয়লা চোর হরেরাম'। এই পোস্টার ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা জেলায়। তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকেরা অভিযোগ করেছেন, ভোটের আগে হরেরামের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি নষ্ট করতে পরিকল্পিতভাবে এই পোস্টার লাগানো হয়েছে। সোমবার সকালেই কার্যালয়ের দেওয়ালে পোস্টারটি নজরে আসে। তৃণমূলের কর্মীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদে কার্যালয়ের সামনে রাস্তা অবরোধ করেন। তৃণমূল সমর্থকরা মিছিলে বেরিয়ে বিজেপি বিরোধী স্লোগান দেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি এবং আসানসোল পুরনিগমের মেয়র পর্ষদ সুব্রত অধিকারী অভিযোগ করেছেন, বিরোধীরা চক্রান্ত করে আমাদের প্রার্থীর নামে কুৎসা ছড়াচ্ছে। পুলিশকে অবিলম্বে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দোষীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। শাসকদলের অভিযোগ, বিজেপি পরিকল্পিতভাবে হরেরাম সিংয়ের রাজনৈতিক ভাবমূর্তিতে আঘাত করার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থী বিজন মুখোপাধ্যায় এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে দাবি করেছেন, এটা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। নিজেদের ঝামেলা অন্যের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল। প্রসঙ্গত, দু'দিন আগেই পাণ্ডবেশ্বরের জনসভা থেকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হরেরাম সিংয়ের ছেলে যাতে লালবাতি লাগানো গাড়ি ব্যবহার না করে, তা নির্দেশ দেন। হরেরাম সিং নিজের দায়িত্ব হিসেবে নেত্রীর নির্দেশ মেনে নেন। সেই সময় থেকেই তাঁকে নজরে রাখা হয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, ভোটের আগে প্রতিপক্ষের এই ধরনের চক্রান্ত সাধারণত প্রার্থীর ভাবমূর্তিকে দুর্বল করার কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জামুড়িয়ার বীজপুর এলাকায় এই পোস্টার সাঁটানোকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং দলের কর্মী-সমর্থকদের প্রতিক্রিয়া পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে দাবি করা হয়েছে, হরেরাম সিং ইতোমধ্যেই এলাকায় জনপ্রিয় এবং সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করেছেন। তবুও ভোটের আগে এই ধরনের পরিকল্পিত মানহানি চেষ্টা দলের প্রচার এবং ভোটে প্রভাব ফেলতে পারে। পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসন ইতিমধ্যেই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। এই পরিস্থিতিতে ভোটের আগে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও তীব্র আকার নিচ্ছে এবং প্রতিটি দলই নিজের প্রার্থীকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। জামুড়িয়ায় এই বিতর্কের প্রভাব কতদূর পৌঁছাবে, তা ভোটের ফলাফল প্রকাশের পরই স্পষ্ট হবে।

ভোট নিতে এলে বুথ ভেঙে দেওয়ার হুঁশিয়ারি

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৩০ মার্চ ঃ মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর বিধানসভার জরুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯৫ নম্বর বুথে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরেই সোমবার সকাল থেকে ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। গত ২৩ তারিখ থেকে ধাপে ধাপে তালিকা প্রকাশ চলছিল। রবিবার শেষ তালিকা বের হতেই মাথায় হাত এলাকাবাসীর। বিচারাধীন তালিকায় প্রায় ৮০০ জনের

নাম থাকলেও চূড়ান্ত তালিকায় ৩৪৭ জনের নাম পুরোপুরি বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ। এরপরই গ্রামবাসীরা একজোট হয়ে রাস্তায় নামেন। হাতে সব প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে তাঁদের দাবি, যতক্ষণ না প্রকৃত ও বৈধ ভোটারদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, ততক্ষণ এই গ্রামে ভোট হবে না। ইতিমধ্যেই এলাকায় 'ভোট বয়কট'-এর ডাক দিয়েছেন তারা। বিক্ষোভের মাঝে এক প্রবীণ বাসিন্দা ১৯৭২ সালের মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট দেখিয়ে বলেন, আমার কাছে সব নথি থাকা সত্ত্বেও আমার নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এটা কীভাবে সম্ভব? গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এটি পরিকল্পিত চক্রান্ত। তাঁদের সাফ হুঁশিয়ারি, দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে এবং নাম তালিকাভুক্ত না হলে তাঁরা ভোট প্রক্রিয়ায় অংশ নেবেন না। মালু বিবি আমি এক গ্রামবাসী জানিয়েছেন আমার নাম ভোটার তালিকায় থাকলেও আমার স্বামী, চার ছেলে এবং তিন ছেলের বউয়ের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। ওদের নাম যদি ভোটার তালিকায় না ওঠানো হয়, তাহলে আমরাও ভোট দেব না। এই গ্রামে কোনও ভোট হবে না। ভোট নিতে আসলে ভোটের বুথ ভেঙে দেব। আরমান হোসেন নামে এক প্রবীণ নাগরিক জানান, ১৯৮৫ সাল থেকে এ দেশে বসবাস করছি। প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দিয়েছি। কিন্তু তারপরেও আমার নাম ভোটার তালিকা থেকে 'ডিলিট' করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের নাম ভোটার তালিকায় না তোলা হলে আমরা সমস্ত গ্রামবাসীরা মিলে এবারের ভোট বয়কট করব। এই ঘটনায় ভোটের আগে জঙ্গিপুরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করছে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল।

জলেশ্বর শিব মন্দিরে নামল ভক্তদের ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ৩০ মার্চ ঃ গাইঘাটায় অবস্থিত জলেশ্বর শিব মন্দিরে এদিন ভক্তদের ঢল নামল। চৈত্র মাসের তৃতীয় সোমবার উপলক্ষ্যে বছরের এই একটি মাত্র দিনে জলের তলা থেকে দেবাদিদেব মহাদেবের মূল শিবলিঙ্গ তুলে আনার বিরল রীতি ঘিরে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। মন্দির সংলগ্ন শিবপুকুর এলাকায় সকাল থেকেই হাজার হাজার পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষার পর চড়কের সন্ন্যাসীরা পুকুরের জলের নীচ থেকে শিবলিঙ্গ উদ্ধার করেন। সেই মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে ভক্তদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। স্থানীয়দের মতে, বছরের বাকি সময় জলের নীচেই অবস্থান করেন মহাদেব, ফলে এই বিশেষ দিনটিকেই ঘিরে বাড়তি ধর্মীয় গুরুত্ব তৈরি হয়। মন্দির সূত্রে

জানা যায়, প্রায় সাড়ে আটশো বছরের প্রাচীন এই মন্দিরে দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে শিবপুজোর প্রচলন শুরু হয়। পরবর্তীতে গোবরডাঙ্গার জমিদার রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মন্দিরের উন্নয়নের জন্য প্রায় ৬০ বিঘা জমি দান করেন। মন্দিরের পাশেই প্রায় চার একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত শিবপুকুর, সেখানেই বছরভর জলের তলায় রাখা থাকে মূল বিগ্রহ। প্রথা অনুযায়ী, পুকুর থেকে তোলা শিবলিঙ্গকে সন্ন্যাসীরা শোভাযাত্রার মাধ্যমে হালিশহরে নিয়ে গিয়ে গঙ্গাস্নান করান। এরপর স্থানীয় আটটি গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে পুজো হয়। অবশেষে পয়লা বৈশাখের দিন পুনরায় শিবলিঙ্গকে শিবপুকুরে রেখে আসা হয়। বিশ্বাস, ভক্তিভাব নিয়ে এখানে পুজো দিলে মনস্কামনা পূরণ করেন বাবা ভোলানাথ। সেই বিশ্বাসেই প্রতিবছর শিবরাত্রি ও চৈত্র মাসে দূরদূরান্ত থেকে অসংখ্য ভক্ত এই মন্দিরে ভিড় জমান। ইতিমধ্যেই ঐতিহ্যবাহী এই মন্দিরকে হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, এবং সারাবছর ধরেই এখানে পুণ্যার্থীদের আনাগোনা লেগেই থাকে।

এয়ার কন্ডিশনিং-এর কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-৬৫-২৫-২৬, তারিখ ঃ ২৬-০৩-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.** ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-৬৫-২৫-২৬। **কাজের নাম ঃ** মালিগাঁওয়েঃ সেন্ট্রাল ব্লক-এ পোর্টিকো এবং মাঝের অংশের সম্প্রসারণর সৈতে সম্পর্কিত এয়ার কন্ডিশনিং-এর কাজ সহঅন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৪২,১৩,৬৩১/- টাকা। **বায়নার ধন ঃ** ৮৪,৩০০/-টাকা। **ই-টেন্ডার** ১৭-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।
ডিওয়াই.সিইই/পিএস/মালিগাঁও/এইচকিউ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আমমোক্তার নামা দলিল নং-
IV 050101043/15
আমমোক্তার নামা গ্রহীতা (১) শ্রী মিলন কান্তি ঘোষ পিং- প্রসাদ ঘোষ, সাং-১০, গঙ্গামণি রোড, শিবপুর, হাওড়া-৭১১১০১
(২) শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস, পিং- রোহিনী দাস সাং-২৮ / ২ দক্ষিন বাকসাড়া রোড, বাকসাড়া শিবপুর, হাওড়া- ৭১১১১০
(৩) শ্রী সুশান্ত সেনাপতি, পিং- কালিপদ সেনাপতি সাং-৮৫ / ৩২ / ১ তাঁতিপাড়া লেন, সাঁতরাগাছি, শিবপুর, হাওড়া-৭১১১০৪
(৪) শ্রী রিন্টু মাল পিং- নিমাই মাল, সাং- ব্রজনাথ লাহিড়ী লেন, বাকসাড়া- জগাছা, হাওড়া - ৭১১১১০.
আমমোক্তার নামা দাতাগন ও আরো অন্যান্য
(১) শ্রী হাবু মাঝি, পিং- কানাইলাল মাঝি, সাং- ৭ / ১/ ১ নিধিরাম মাঝি লেন, শিবপুর, হাওড়া- ৭১১১০১,
(২) শ্রী বরুণ মাঝি, পিং-জয়দেব মাঝি, সাং-৭ /১/ ১ নিধিরাম মাঝি লেন, শিবপুর, হাওড়া-৭১১১০১
(৩) শ্রী অঞ্জন কুমার মন্ডল
পিং- শৈলেন্দ্র মন্ডল, সাং- ২৭, মাধব ঘোষ লেন, শিবপুর, হাওড়া-৭১১১০১

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
অমর সরকার, পিং- নিরঞ্জন সরকার
আমোক্তারনামা দাতাঃ **শ্রীমতি সুপ্রিয়া তালুকদার (চৌধুরী), স্বামী- শ্রী রতন কুমার চৌধুরী**
ঠিকানাঃ **সেন পাড়া, জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ **শ্রীমতি কল্যাণী তালুকদার, স্বামী- বাঁদলকৃষ্ণ তালুকদার**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **১৯ নং বহি ১৬.০৪.২০০৩ নং বহি**
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **I-589, 12.03.04**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/1745**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে। দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
MOUZA-KHARIA, J.L.NO-07, L.R. Sheet No-17 (i) L.R. Kh.NO: - 62, L.R. Plot No:- 168, Area:- 0.023 aere (ii) L.R. Kh.NO: 98, L.R. Plot no-170, Area:- 0.0031 aere
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **অমর সরকার**
পিতা ঃ নিরঞ্জন সরকার
ঠিকানাঃ দক্ষিণ সুকান্ত নগর কলোনী, থানা- কোতয়ালী, জেলা- জলপাইগুড়ি

প ঃ বঃ সরকারের ভূমিদপ্তরের 1000-15/22/2024 নং 27/02/2024 তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
এইমর্মে বিজ্ঞপিত হইতেছে যে, শ্রী কেশব বেরা পিতা স্বর্গীয় জীবন কৃষ্ণ বেরা। ঠিকানা ৩৭ / ১ আর এন ঠাকুর রোড, বেলঘরিয়া, পোস্ট- দক্ষিণেশ্বর, থানা- বেলঘরিয়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলিকাতা- ৭০০০৭৬। গত ইংরাজি ২৩।০৮।২০১০ তারিখে ৮৬০৯ নং দলিলমুল্যে (District Sub-Register/ HOWRAH... রেজিস্ট্রি অফিস) শ্রী সমির কুমার বিশ্বাস পিতা স্বর্গীয় শ্রীপতি বিশ্বাস, ঠিকানা গ্রাম- রাজচন্দ্রপুর, পোস্ট-ঘোষপাড়া, থানা-নিশ্চিন্দা, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১২২৭ কর্তৃক সম্পাদিত গত ইংরাজি ২৪।০৯।২০০১ তারিখে ৩৮৩ নং আমমোক্তারনামা (Additional District Sub-Register/ HOWRAH রেজিস্ট্রি অফিস) মারফত হাওড়া জেলার বালী জগাছা ব্লকের নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি ক্রয় করিয়াছে এবং MN/2026/0503/2484 নং মিউটেশন কেসে নামপত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছে। এই নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তির নামপত্তনের এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কারোর অপত্তি থাকলে আগামী একমাসের মধ্যে এস. ডি. এল. এন্ড বি. এল. আর. ও অমিশেলামিষ্ট রাজস্ব আধিকারিকের নিকট উপযুক্ততথ্য সহ আপত্তি জমাদিতে অনুরোধ করা হইতেছে অন্যথায় উপরিউক্ত মিউটেশন কেসটির আইন মোতাবেক নিস্পত্তি হইবে।
তপশীল
ব্লক- উপ-বিভাগীয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক করণ,
মৌজা-বালি
জে. এল. নং.- ১৪
রায়তের নামঃ-**সন্তোষ নস্কর**
খতিয়ান নং. এল আর-২৪১৭৮
দাগ নং. এল আর-১৭১১৯
পরিমাণ নং.-০.০২৪৮ একর

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমি বিজয় কুমার সিং, পিতা- জগদীশ সিং গত ০৪/০৪/১৯৯৭ তারিখে ADSR Ranaghat-II অফিসের রেজিষ্ট্রিকৃত ৪৬ নং আমমোক্তারনামা বলে জগদীশ প্রসাদ সিং-কে আমমোক্তার নিযুক্ত করি। জগদীশ প্রসাদ সিং উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে ইং ১৬/১০/২০০০ ADSR Ranaghat-I রেজিষ্ট্রিকৃত ৩৯৫৯ নং বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে শঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয় খরিদ করিয়া থাকা অবস্থায় গত ইং ১৫/০৬/২০০১ তারিখে ADSR Ranaghat-I অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ২৭২৯ নং দলিল মূলে মহম্মদ কাসেম-কে বিক্রয় করেন। উক্ত জমির মালিক মহম্মদ কাসেম-এর নামে রেকর্ড হইলে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে B.L. & L.R.O Ranaghat-I অফিসে উপযুক্ত নথিসহ আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে। তপশীল:- বিক্রীত জমির পরিচয়: ১৫৪ নং সাটিগাছা মৌজা, দাগ নং- LR ১৮৩, খতিয়ান নং- LR ৩৯৩/১।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[কোম্পানি (নিগমন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৩০ অনুযায়ী]
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকারের সমীপে - পূর্বাঞ্চল, কলকাতা।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩(৪) এবং কোম্পানি (নিগমন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৩০(৬)(ক) সংক্রান্ত বিষয়ে
এবং
স্কাইকিউব নেটওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড সংক্রান্ত বিষয়ে
(**CIN: U72900WB2018PTC225414**), যার নিবন্ধিত কার্যালয় ৭১, পার্ক স্ট্রিট, পার্ক প্লাজা (নর্থ ব্লক), ৭ম তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৬ ঠিকানায় অবস্থিত
..........আবেদনকারী
এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, কোম্পানিটি তার নিবন্ধিত কার্যালয় 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হইতে মহারাষ্ট্র রাজ্যে' স্থানান্তরের লক্ষ্যে-শুক্রবার, ২৭ মার্চ, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অসাধারণ সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে-কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে কোম্পানির 'মেমোরান্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন'-এর পরিবর্তনের অনুমোদন চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন পেশ করার প্রস্তাব করিতেছে।
যে কোনো ব্যক্তি, যার স্বার্থ কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে-তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং বিরোধিতার কারণসমূহ উল্লেখপূর্বক একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত তার আপত্তি বা আপত্তিসমূহ-হয় MCA-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) 'বিনিয়োগকারী অভিযোগ ফর্ম' দাখিল করার মাধ্যমে, অথবা নিজে উপস্থিত হয়ে কিংবা নিবন্ধিত ডাকযোগে-নিম্নলিখিত ঠিকানায় অবস্থিত 'আবেদনকারী কোম্পানি'-র নিবন্ধিত কার্যালয়ে একটি অনুলিপি প্রেরণ সাপেক্ষে- 'আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্বাঞ্চল' -এর নিকট প্রেরণ করতে পারেনঃ নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৩ তলা, ২৩৪ / ৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ
আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানাঃ ৭১, পার্কস্ট্রিট, পার্ক প্লাজা (নর্থ ব্লক), ৭তল, কলকাতা - ৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ
স্কাইকিউব নেটওয়ার্ক প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে,
স্বা /-শ্রী কুশাগ্র বশিষ্ঠ
পরিচালক
DIN: 08880669
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩১ মার্চ ২০২৬

TENDER NOTICE
Tender Invited by the Assistant Engineer, PWD, Barrackpore Sub-Division-I, Govt. of W.B. vide **Short NIQ No. 13/AE/BKPSD-I OF 2025-26** for the work of " Erection of temporary kitchen Shed cum Dinning Hall for the use of CAPF to be installed at Erection of temporary kitchen Shed cum Dinning Hall for the use of CAPF to be installed at **Madral Sreeram Vidyapit (01 No School)** under Bhatpara P.S within Barrackpore Police Commissionerate for upcoming General Assembly Election- 2026. **(SL NO 01) ,** Erection of temporary kitchen Shed cum Dinning Hall for the use of CAPF to be installed at **Rishi Aurobinda Boys High School (1 No School)** under Jagaddal P.S within Barrackpore Police Commissionerate for upcoming General Assembly Election- 2026. **(SL NO 02)., :** Erection of temporary kitchen Shed cum Dinning Hall for the use of CAPF to be installed at **Kanchrapara Collage (1 no school)** under Bizpore P.S within Barrackpore Police Commissionerate for upcoming General Assembly Election- 2026. **(SL NO 03),** Erection of temporary kitchen Shed cum Dinning Hall for the use of CAPF to be installed at **Halisahar Mallick Bag HS School (1 no School)** under Halisahar P.S within Barrackpore Police Commissionerate for upcoming General Assembly Election- 2026. **(SL NO 04).** Intending tenderers are requested to visit the website **http:// https://wbpwd.gov.in/tender/page.html**
Sd/-
Assistant Engineer, PWD
Barrackpore Sub-Division-I

অনীশকে হারিয়ে শীর্ষে প্রজ্ঞানন্দ

সংবাদ সংস্থা, পিজিয়া (সাইপ্রাস), ৩০ মার্চঃ বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে চ্যালেঞ্জ করার মঞ্চ। সেই ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্টের প্রথম দিনেই জোরালো বার্তা ভারতের। ছেলেদের বিভাগে দেশের একমাত্র প্রতিনিধি আর প্রজ্ঞানন্দ বুঝিয়ে দিলেন, তিনি শুধু অংশ নিতে নয়, লড়তে এসেছেন। প্রথম রাউন্ডে নেদারল্যান্ডসের অনীশ গিরিকে হারিয়ে পূর্ণ পয়েন্ট তুলে নেন দক্ষিণী দাবাড়ু। শুধু তাই নয়, আমেরিকার ফাবিয়ানো কারুয়ানা ও উজবেকিস্তানের জাভোখির সিন্দারভের সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে উঠে এলেন তরুণ গ্র্যান্ডমাস্টার। লড়াই সবে শুরু। কিন্তু প্রাথমিক ইঙ্গিত ভারতীয় সমর্থকদের মনে আশা জাগাবে। লড়াই সহজ ছিল না। অনীশ গিরি ঝুঁকিহীন, ঠান্ডা মাথার খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত। তাঁকে ভাঙা সহজ নয়। কিন্তু প্রজ্ঞানন্দ যে আলাদা পরিকল্পনা নিয়ে নেমেছেন, প্রথম কয়েকটি চালেই সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গ্র্যান্ড প্রিক্স অ্যাটাক দিয়ে সিসিলিয়ান ডিফেন্সের বিরুদ্ধে লাগাতার আক্রমণ শানান তিনি। ওপেনিং থেকে বড় সুবিধা না পেলেও, সময়ের হিসেবে এগিয়ে

ছিলেন। মিডল গেমে গিরি ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করেন। কিন্তু এন্ডগেমে টেক্কা দেন প্রজ্ঞানন্দ। সময়ের চাপে অনীশ খেই হারাতেই রুক এন্ডগেমে করা ভুলের সুযোগ নেন। তারপর স্রেফ ঠান্ডা মাথায় ম্যাচ শেষ করার পালা! প্রথম রাউন্ডে সবচেয়ে বড় চমক যদিও ফাবিয়ানো কারুয়ানার জয়। প্রতিপক্ষ শক্তিশালী হিকারু নাকামুরা। মিডলগেম পর্যন্ত লড়াই ছিল সেয়ানে-সেয়ানে। কিন্তু ঠিক তারপর ছন্দহারা নাকামুরা। সেখান থেকে ম্যাচ ঘুরিয়ে দেন কারুয়ানা। নিখুঁত হিসেব কষে এন্ডগেমে জয় নিশ্চিত করেন। টুর্নামেন্টের অন্যতম ফেভারিট যে তিনি, প্রথম দিনেই তার প্রমাণ মিলল। পাশাপাশি নজর কাড়লেন উজবেকিস্তানের জাভোখির সিন্দারভ। আন্দ্রে এসিপেঙ্কোর বিরুদ্ধে ছিনিয়ে নিলেন দুর্দান্ত জয়। এদিন ট্যাকটিক্যাল দক্ষতায় প্রতিপক্ষকে বারবার চাপে ফেলেন তিনি। অন্য ম্যাচে জার্মানির ম্যাথিয়াস ব্লুবাউম ও চিনের ওয়েই ইয়ের খেলা ড্র হয়েছে। মেয়েদের বিভাগে ভারতের প্রতিনিধি দিব্যা দেশমুখ। ইউক্রেনের আন্না মুজিচুকের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই অমীমাংসিত। উল্লেখযোগ্যভাবে, শেষ মুহূর্তে জয় ছিনিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেলেও দিব্যা ফায়দা নিতে ব্যর্থ হন! আরেক ভারতীয় আর বৈশালী কঠিন প্যাঁচে পড়েও বিবিসারা আসাউবায়েভাকে রুখে দেন। অদ্ভুতভাবে, এই বিভাগে সমস্ত ম্যাচ ড্র হয়েছে। গোরিয়াচকিনা, লাগনো, ঝু জিনার, তান ঝংই-কেউই প্রথম দিন ঝুঁকি নেননি।

ভোট আবহে পিছিয়ে গেল মোহনবাগান বনাম ইন্টার কাশীর দ্বৈরথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ মার্চঃ জল্পনা ছিলই। এবার তাতে সিলমোহর পড়ল। শেষ পর্যন্ত পিছিয়েই গেল মোহনবাগান বনাম ইন্টার কাশীর দ্বৈরথ। পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, ২৬ এপ্রিল ছিল লোবেরা বনাম হাবাসের দলের খেলা। তবে দিনক্ষণ বদলে ১২ মে যুবভারতীতে নামবে দুই দল। কেন বদলে গেল ম্যাচের সময়সূচি? ২৯ এপ্রিল সল্টলেকে ভোট। তাই প্রশাসনিক কারণে ম্যাচের দিন বদলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুরুতে শর্তসাপেক্ষে ম্যাচটি আয়োজনের কথা থাকলেও নির্বাচনের মাঝে ম্যাচ আয়োজনে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চায়নি পুলিশ প্রশাসন। এই পরিস্থিতিতে ম্যাচ হবে ১২ মে, মঙ্গলবার। সন্ধে ৭.৩০ মিনিটে। উল্লেখ্য, দু'দফায় এবারের নির্বাচনের দিন স্থির হয়েছে ২৩ ও ২৯ এপ্রিল। ফল ঘোষণা ৪ মে। ফল ঘোষণার ঠিক আগের দিন অর্থাৎ ৩ মে আইএসএলে কলকাতা ডার্বি। এমন পরিস্থিতিতে নির্বাচনী ফল ঘোষণার চব্বিশ ঘণ্টা আগে ডার্বি নিয়েও নিরাপত্তার জন্য পুলিশ পাওয়া নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। আপাতত দু'টি পথ খোলা রয়েছে। এক ডার্বি অন্য রাজ্যে নিয়ে যাওয়া। দ্বিতীয়ত ডার্বির দিন পরিবর্তন করা। নির্বাচনকে গুরুত্ব দিয়েই ডার্বির দিন পিছিয়ে যেতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত ফেডারেশনের তরফে ডার্বি বাতিল নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। এবারের

আইএসএল সূচি তৈরি করেছেন ক্লাবের প্রতিনিধিরা। তাঁরাই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ করবেন বলে আগেই জানিয়েছিলেন ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে। উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত মোহনবাগান এবং জামশেদপুর, দুই দলই ৬ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট পেলেও গোল পার্থক্যে লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানেই রয়েছেন কামিংসরা। তৃতীয় স্থানে জামশেদপুর। দুই দল মুখোমুখি হবে ৪ এপ্রিল। জামশেদপুর ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন সবুজ-মেরুন ফুটবলাররা। প্রথম স্থানে রয়েছে মুম্বই সিটি এফসি।

'টপ ফোরে উঠতে পারবে না চেন্নাই'

চাঞ্চল্যকর দাবি সিএসকে প্রাক্তনীর

চেন্নাই, ৩০ মার্চঃ প্রাক্তন চেন্নাই সুপার কিংস তারকা অম্বাতি রায়ডু চাঞ্চল্যকর ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তাঁর দাবি ঋতুরাজ গায়কওয়াড়ের নেতৃত্বে ২০২৬ সালের আইপিএল-এর প্লে-অফে উঠতে পারবে না সিএসকে। রিয়ান পরাগের নেতৃত্বাধীন রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে রায়ডু চেন্নাই দলের বেশ কিছু দুর্বলতার দিক তুলে ধরেছেন। গত বার আইপিএল পয়েন্ট তালিকার একেবারে নিচে শেষ করার পর এ বার ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া থাকবে চেন্নাই। ব্যাটিং শক্তি বাড়াতে তারা সঞ্জু স্যামসনকে দলে নিয়েছে, তবে তাঁকে অধিনায়ক করা হয়নি। অম্বাতি রায়ডু স্পষ্ট জানিয়েছেন, তিনি তাঁর টপ ফোরে চেন্নাইকে রাখেননি। কারণ হিসেবে তিনি দলের অনভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের উপর নির্ভরতার কথা বলেন। রায়ডুর মতে, ''আমি চেন্নাইকে টপ ফোরে রাখিনি, কারণ এখন সবে মরশুমের শুরু। দলে অনেক তরুণ ক্রিকেটার আছে, তারা দলে কী ভাবে নিজেদের মানিয়ে নেয় এবং নিজেদের ভূমিকা কতটা ঠিক ভাবে পালন করে, সেটা আগে দেখতে হবে।'' চেন্নাইয়ের বোলিং নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রায়ডু। তাঁর মতে, মিডল ওভারে নূর আহমেদ উইকেট নিতে পারলেও পাওয়ার প্লে এবং ডেথ ওভারে দলের দুর্বলতা রয়েছে। তিনি বলেন, ''দলের প্রত্যেকে ঠিক কোন ভূমিকা নেবে, সেটা নিয়েও আমার কিছু সন্দেহ আছে। আর বোলিংই আমার সবচেয়ে বড় চিন্তা। মিডল ওভারে নূর আহমেদ আছে, কিন্তু পাওয়ার প্লে আর শেষের দিকে কিছু দুর্বলতা চোখে পড়ছে।'' তিনি আরও যোগ করেন, ''আশা করি তারা এই ঘাটতিগুলো পূরণ করতে পারবে এবং প্লে অফে উঠবে। তারা কি উঠতে পারে? অবশ্যই পারে। কিন্তু এখন কাগজে-কলমে দল দেখে মনে হচ্ছে, হয়তো পারবে না। তবে আমি চাই সিএসকে সফল হোক।'' ২০২৬ সালের আইপিএল-এর শুরুতেই চোটের সমস্যায় পড়েছে চেন্নাই। বিদেশি ব্যাটার ডেওয়াল্ড ব্রেভিস চোটের কারণে শুরুর দিকে খেলতে পারবেন না। মহেন্দ্র সিং ধোনি এবং নাথান এলিস আগে থেকেই চোটের কারণে নেই। ফলে ব্রেভিসও না থাকায় দল আরও চাপে পড়েছে। মিডল অর্ডারে তাঁর মতো বিদেশি কোনও বিকল্প ব্যাটারও দলে নেই, যা চেন্নাইয়ের জন্য বড় ধাক্কা।

কল্যাণের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ!

মহিলা কমিটির প্রধানের চিঠিতে ভারতীয় ফুটবলে জোর তোলপাড়

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চঃ ভারতীয় ফুটবলে ফের নয়া বিতর্ক। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের মহিলা কমিটির প্রধান ভালাঙ্কা আলেমাও সরাসরি অভিযোগ করলেন এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবের বিরুদ্ধে। দাবি, ২৯ মার্চ নয়াদিল্লিতে এক্সিকিউটিভ কমিটির বৈঠকে নাকি তাঁকে 'হেনস্থা ও হয়রানি' করা হয়েছে। গোটা বক্তব্য চিঠিতে লিখে কমিটির অন্য সদস্যদের ইতোমধ্যে পাঠিয়েও দিয়েছেন তিনি। ভালাঙ্কার সিদ্ধান্তগ্রহণে একাধিক 'গাফিলতি' হয়েছে বলে ভালাঙ্কা চৌবেকে চিঠি দেন। পাশাপাশি অভিযোগ, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এক্সিকিউটিভ কমিটি বা মহিলা কমিটির সঙ্গে কোনওদিনই ন্যূনতম পরামর্শ করা হয় না। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বক্তব্য কল্যাণ ভালভাবে নেননি। ঘনিয়ে ওঠে সংঘাত। যা এবারের বৈঠকে বারুদে আগুন লাগিয়েছে। ভালাঙ্কা শুধু এআইএফএফের মহিলা কমিটির প্রধান নন, বিখ্যাত চার্চিল ব্রাদার্স ফুটবল ক্লাবের সিইও-ও বটে।

বয়ানে, ''এআইএসএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে, ভাইস প্রেসিডেন্ট এন এ হারিস ও ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এম সত্যনারায়ণের ব্যবহার সম্পূর্ণ ঘৃণ্য। আমার গলা বন্ধ করে দেওয়ার বারবার চেষ্টা হয়েছে!'' আরও অভিযোগ, সভাপতি তাঁর উদ্দেশে অপ্রয়োজনীয় ও অসম্মানজনক মন্তব্য, জোর গলায় কথা বলে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছেন। পুরো বৈঠক জুড়ে একমাত্র তিনিই বারবার নিশানায় এসেছেন বলে দাবি ভালাঙ্কার। অস্ট্রেলিয়ায় মহিলা এশিয়া কাপের পর থেকে এই টানাপড়েনের সূত্রপাত। দলের মেয়েদের পারফরম্যান্স নিয়ে নয়, সমস্যা ঘনিয়েছিল পরিচালনা নিয়ে। টিমের ব্যবস্থাপনা, যাতায়াত ও গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ক্লাবের মালিক চার্চিল আলেমাওর মেয়ে। সবচেয়ে বড় কথা-তিনি ফিফার উইমেন'স ফুটবল ডেভেলপমেন্ট কমিটিতে মনোনীত হওয়া প্রথম ভারতীয় মহিলা। ২০২৫-২০২৯ মেয়াদের জন্য এই পদ পেয়েছেন। ফুটবলের আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের মেয়েদের হয়ে আওয়াজ তোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে চর্চিত মুখ। উল্লেখ্য, এআইএফএফের অভ্যন্তরীণ বিতর্ক নতুন নয়। কিন্তু এবার মহিলা কমিটির প্রধান নিজেই যেভাবে খোদ সভাপতির বিরুদ্ধে জোরালো অভিযোগ আনলেন, তা ভারতীয় ফুটবলের প্রশাসনিক সংকটকে আগামী দিনে আরও ঘনীভূত করতে চলেছে।

মায়ামি ওপেন জিতলেন সিনার-সাবালেঙ্কা

মুকুটে ঝলসে উঠল 'সানশাইন ডাবলে'র বিরল ছটা

সংবাদ সংস্থা, মায়ামি, ৩০ মার্চঃ এক রাতে দু-দুটো ইতিহাস। মায়ামি ওপেনের ফাইনালে পুরুষ বিভাগে ইয়ানিক সিনার ও মহিলা বিভাগে আরিনা সাবালেঙ্কা শিরোপা জিতলেন। দুই তারকাই এর আগে ইন্ডিয়ান ওয়েলসে বাজিমাত করেছেন। যার সুবাদে একই মরসুমে দুটো বড় হার্ডকোর্ট টুর্নামেন্টে শেষ হাসি হেসে 'সানশাইন ডবল' জয়ের কৃতিত্বও হাতে এল। এই কীর্তি মহিলা ও পুরুষ-দুই বিভাগেই একই বছর অর্জিত-খুব একটা দেখা যায় না। শেষবার হয়েছিল ২০১৬ সালে। চেক প্রতিযোগী ইয়িরি লেহেচকাকে স্ট্রেট সেটে হারালেন সিনার। ম্যাচের ফল ৬-৪, ৬-৪। খেলা বৃষ্টিতে দেড় ঘণ্টা বন্ধ ছিল। যদিও তাতে বিন্দুমাত্র তাল কাটেনি সিনারের। ১০টি এস মেরেছেন। ৩৬টির মধ্যে ৩৩টি প্রথম সার্ভে পয়েন্ট জিতেছেন। লেহেচকার হাতে কিছু সুযোগ এলেও ইতালীয় তারকার বিরুদ্ধে সেটা যথেষ্ট ছিল না। এই জয়ের সৌজন্যে সিনার পরপর তিনটি মাস্টার্স ১০০০ শিরোপা জিতলেন-গত বছর প্যারিস, এ বছর ইন্ডিয়ান ওয়েলস, এখন মায়ামি। 'সানশাইন ডবল' ছিনিয়ে

আনার পথে একটি সেটও হারাননি। ২০১৭ সালে রজার ফেডেরারের পর এমন কীর্তি এই প্রথম। উল্লেখ্য, মায়ামি ওপেনে তৃতীয় রাউন্ডে ছিটকে যান প্রতিদ্বন্দ্বী কার্লোস আলকারাজ। ফলে বিশ্বের এক নম্বর হওয়ার লড়াইয়ে সিনার একটু হলেও এগিয়ে গেলেন। মহিলা বিভাগে একইভাবে দাপট সাবালেঙ্কার। কোকো গফকে হারালেন ৬-২, ৪-৬, ৬-৩ সেটে। প্রথম থেকেই একচেটিয়া আধিপত্য। দ্বিতীয় সেট গফ জিতলেন ঠিকই। কিন্তু নির্ণায়ক তৃতীয় সেট আবার সাবালেঙ্কার দখলে। ঘরের মেয়ে হিসেবে খেলতে নেমেছিলেন গফ, ডেলরে বিচ থেকে মাত্র এক ঘণ্টার দূরত্বে। তাই জোরালো জনসমর্থন ছিল। কিন্তু তাতে ম্যাচ হাতে আসেনি। এই জয়ের সৌজন্যে সাবালেঙ্কা স্টেফি গ্রাফ, কিম ক্লিস্টার্স, ভিক্টোরিয়া আজারেঙ্কা ও ইগা শিয়নটেকের পাশে নাম লেখালেন, যাঁরা একই বছর ইন্ডিয়ান ওয়েলস ও মায়ামি দুটোই জিতেছেন। ট্রফি হাতেও ছলকে উঠল আত্মবিশ্বাস। বললেন, ''আমার লক্ষ্য সবসময় ইতিহাসে নিজের নাম লেখানো। আজ সেটা হল!'' চলতি মাস বেলারুশের তারকার জীবনে ঘটনাবহুল। ঘরে নতুন কুকুরছানা এসেছে, সেরে ফেলেছেন বাগদানও। কোর্টের সাফল্য তো রয়েইছে! অন্যদিকে গফের কাছে মার্চ মাস একরাশ হতাশার। বাঁ-হাতে স্নায়ুর সমস্যায় ইন্ডিয়ান ওয়েলস থেকে মাঝপথে সরে এসেছিলেন। মায়ামিতে ফেরেন, ফাইনালেও উঠেছিলেন প্রথমবার। কিন্তু সাবালেঙ্কাকে আটকানো গেল না। খেতাব হাতছাড়া হলেও গফ আত্মবিশ্লেষণে অকপট। বললেন, ''এখনও আমার মধ্যে সেরা টেনিস বাকি রয়েছে। এই ফলাফল আমায় আরও অনুপ্রাণিত করছে!''

রঙিন বল থেকে বল বিকৃতি, পিএসএল নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত!

সংবদ সংস্থা, করাচি, ৩০ মার্চঃ পাকিস্তান মানেই যেন বিতর্ক। একের পর এক বিতর্কের ফলে নাজেহাল পাকিস্তান ক্রিকেট। এবার বিতর্কে পিএসএল। পাকিস্তান সুপার লিগে বল বিকৃতির গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এরপরেই বিতর্কের কেন্দ্রে হ্যারিস রউফ, ফখর জমান ও শাহিন আফ্রিদি। এই ঘটনার জন্য তাঁরা শাস্তি পেলেও বিতর্ক থামছেই না। প্রাক্তনদের নিশানায় এখন দেশের এই বিখ্যাত ক্রিকেটাররা। রবিবার ম্যাচ ছিল লাহোর কলন্দর্স ও করাচি কিংসের। সেখানেই শেষ ওভারে করাচিকে জিততে গেলে করতে হল ১৪ রান। বল করতে যান হ্যারিস রউফ। ওভার শুরুর আগে দেখা যায় অভিযুক্ত ৩ ক্রিকেটার নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। সেই সময় নিজেদের মধ্যে বল দেওয়া-নেওয়া করছিলেন তাঁরা। এই ঘটনা চোখ এড়ায়নি মাঠে থাকা আম্পায়ারের। তিনি বল চেয়ে নিয়েছিলেন ও তারপর অধিনায়ক শরিফুল্লাহ-র সঙ্গে কথা বলেন। এরপরেই আম্পায়ারের মনে হয়, বল বিকৃতি করা হয়েছে ফলে সঙ্গেসঙ্গে করাচিকে ৫ রান অতিরিক্ত দেন আম্পায়ার। ফলে, শেষ ওভারে তাঁদের লক্ষ্যমাত্রা কমে দাঁড়ায় ৯ রান। এই রান সহজেই তুলে ফেলে জিতে যায় করাচি। আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি শাহিন। মাঠেই খেই হারিয়ে ফেলেন তিনি। পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে লাহোর অধিনায়ককে এই বল বিকৃতির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে অধিনায়ক বলেন, ''আমি এই বিষয়ে কিছু জানি না। আমরা দেখব ক্যামেরায় কী ধরা পড়েছে। আমাদের কথা না শুনেই ৫ রান ওদের দিয়ে দেওয়া হল। এই ঘটনাটাই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।'' রামিজের প্রশ্নও শুনে খেই হারান শাহিনও। বারবার বলেন, এই বিষয়ে তাঁরা কিছু বলতে পারবেন না। শাহিনের মত, ''আপনি আম্পায়ারদের জিজ্ঞেস করছেন না কেন যে কোন যুক্তিতে বল বদল করা হল? আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম এই বিষয়ে কিন্তু আমাদের সরে যেতে বলা হয়। এখন আমরা কেউ কিছু বলব না। পরে ভিডিও দেখে আলোচনা করে জানাব।'' অবশ্য পিএসএল নিয়ে বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না পাকিস্তান ক্রিকেটে। এই সিজনের প্রথম ম্যাচের প্রথম ইনিংসেই সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল বলের রং। সাদা থেকে বলের রং হয়ে গিয়েছিল গোলাপি। সেই ম্যাচ ছিল এই লাহোর বনাম হায়দরাবাদ কিংসম্যানের। আসলে, বল চকচকে রাখার জন্য সব দলই নিজের জার্সিতে বল ঘষে। সেই বাদামি রংই বলে লেগে গোলাপি হয়ে গিয়েছিল। এই নিয়ে আগেই প্রশ্নও তুলেছিলেন হায়দরাবাদ অধিনায়ক মার্নাস লাবুশানে। তবে এর মধ্যেই আবার বল বিকৃতির অভিযোগ নিয়ে সরগরম পাক ক্রিকেট।

১১ জনকে বদল করেও কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের দাপুটে জয়

আগের ম্যাচের একাদশের সবাইকে বাইরে রেখে পুরো ভিন্ন একাদশ মাঠে নামালেন দিদিয়ে দেশম। স্কোয়াডের গভীরতাই যেন মেলে ধরলেন ফ্রান্স কোচ। সেই দল উপহার দিল দারুণ পারফরম্যান্স। বিশ্বকাপের প্রস্তুতিপর্বে কলম্বিয়াকে অনায়াসে হারাল দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

সংবাদ সংস্থা, মেরিল্যান্ড, ৩০ মার্চঃ যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে রবিবার আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচটি ৩-১ গোলে জিতেছে ফ্রান্স। দুই অর্ধে একটি করে গোল করে ফ্রান্সের নায়ক দিজিরে দুয়ে। প্রথমার্ধে তাদের অন্য গোলটি করেন মার্কাস থুরাম। দ্বিতীয়ার্ধে কলম্বিয়ার হয়ে ব্যবধান কমান হামিস্তন কামপাস। কিলিয়ান এমবাপে ও উগো একিটিকের গোলে গত বৃহস্পতিবার ব্রাজিলকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছিল ফ্রান্স। এবারের ম্যাচে শুরুতে দুই দলই ছিল সমানে সমান। চলছিল আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ। তবে সময়ের সঙ্গে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় ফ্রান্স। ১২ মিনিটের মধ্যে দুই গোল করে এগিয়ে যায় তারা। ২৯তম মিনিটে 'ডেডলক' ভাঙেন দুয়ে। বক্সে কলম্বিয়া বল ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হওয়ার পর, নিচু শটে জালে পাঠান পিএসজির উইঙ্গার। জাতীয় দলের জার্সিতে তার প্রথম গোল এটি। ৪১তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ান থুরাম। ডান দিক থেকে সতীর্থের ক্রসে ছয় গজ বক্সের বাইরে জোরাল হেডে গোলটি করেন ইন্টার মিলানের ফরোয়ার্ড। ৫৬তম মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলে স্কোরলাইন ৩-০ করেন দুয়ে। থুরামের

পাস বক্সে ফাঁকায় পেয়ে শট নেন তিনি, বল ঝাঁপিয়ে পড়া গোলরক্ষকের হাত ছুঁয়ে জালে জড়ায়। ৬৩তম মিনিটে দুয়েকে তুলে নেন কোচ। তার জায়গায় নামেন একিটিকে। নিষ্প্রভ থাকা কলম্বিয়ার দুই তারকা হামেস রদ্রিগেস ও লুইস দিয়াসকেও তখন তুলে নেন তাদের কোচ। ৭৭তম মিনিটে ব্যবধান কমায় কলম্বিয়া। সতীর্থের পাস বক্সে পেয়ে কোনাকুনি শটে গোলটি করেন কামপাস। এরপরই থুরামের বদলি হিসেবে এমবাপেকে নামান কোচ। ফ্রান্সের হয়ে অলিভিয়ে জিরুর সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড থেকে একটি দূরে আছেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। ৮৫তম মিনিটে দুরূহ কোণ থেকে এমবাপের শট গোললাইন থেকে ফেরান এক ডিফেন্ডার। যোগ করা সময়ে গোলরক্ষককে কাটিয়ে তিনি বল জালে পাঠালেও, অফসাইডের কারণে গোল মেলেনি। এই ম্যাচে জাতীয় দলের হয়ে নিজের প্রথম গোল পেয়ে দারুণ উচ্ছ্বসিত দুয়ে। ম্যাচ শেষে সংবাদমাধ্যম টিএফ১কে তিনি বলেন, ''জয়টা মোটেই সহজ ছিল না। আমার জন্য এটা গর্বের মুহূর্ত, আমি খুবই খুশি।'' দলের খেলার ধরন নিয়ে দুয়ের কথায়, ''বিশ্বকাপের আগে আমরা দুটি ভালো প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছি। আজ জেতাটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আমরা সেটাই করেছি। আমরা বেশ আগ্রাসী হয়ে খেলেছি, অনেক কিছুই ঠিকঠাকমতো হয়েছে। এভাবেই এগিয়ে যেতে হবে।'' আগামী মে মাসে বিশ্বকাপের দল ঘোষণার আগে এটিই ছিল ফ্রান্সের শেষ প্রস্তুতি ম্যাচ। তবে ব্রাজিল ও কলম্বিয়ার বিপক্ষে পারফরম্যান্সের পর দল বাছাই করতে মধুর সমস্যায়ই পড়তে পারেন দেশম। কাকে বাদ দিয়ে কাকে দলে জায়গা দেবেন, তা নিয়ে দ্বিধায় পড়তে হতে পারে বিশ্বকাপজয়ী এই কোচকে।

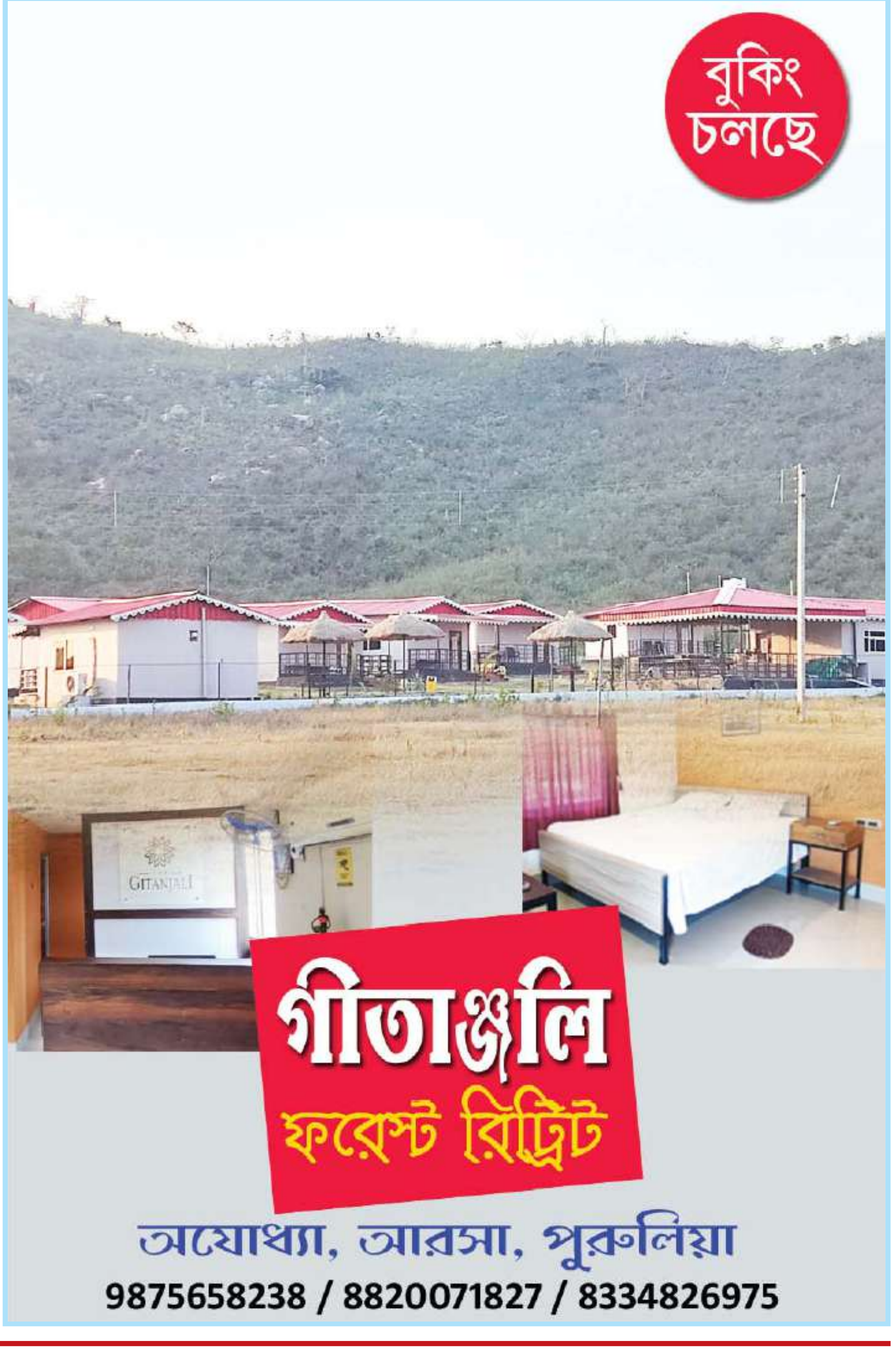

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com